কাব্যসিন্ধু তত্ত্বসার।

অর্থাৎ

বেদসার শিবস্তোত্র, সপ্তশতীসার, মণিকর্ণিকাষ্টক
কৃষ্ণ ভবরাজ সংবাদ, লক্ষ্মীস্তোত্র, শ্রীযুক্ত
লক্ষ্মীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়
সংবাদ, মুকুন্দমালা, ব্রজবিহার,
পদ্যসংগ্রহ, মহাপদ্য, এবং
মেঘদূত একত্রে
সংগৃহীত।

"গুণানামন্তরং প্রায় স্তজ্জ্ঞো জানাতি নেতর।
মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনম্॥ ৭"
(দৃষ্টান্ত শতক)

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়
কর্ত্তৃক সংগ্রহীত ও
পদ্যানুবাদিত।

প্রকাশক।
শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।।
কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ২৭৫ নং ভবন।
[illegible]
[illegible]
[illegible]

কাব্যসিন্ধু তত্ত্বসার।

অর্থাৎ

বেদসার শিবস্তোত্র, সপ্তশতীসার, মণিকর্ণিকাষ্টক
ব্রহ্ম ভরদ্রাজ সংবাদ, লক্ষ্মীস্তোত্র, শ্রীসূক্ত
লক্ষ্মীকেশবসংবাদ, পরাশর মৈত্রেয়
সংবাদ, মুকুন্দমালা, ব্রজবিহার,
পদ্যসংগ্রহ, মহাপদ্য, এবং
মেঘদূত একত্রে
সংগ্রহীত।

“ গুণানামন্তরং প্রায় স্তজ্জ্ঞো জানাতি নেতর।
মালতীমল্লিকামোদং ঘ্রাণং বেত্তি ন লোচনম্॥ ”

(দৃষ্টান্ত শতক)

শ্রীভোলানাথ মুখোপাধ্যায়

কর্ত্তৃক সংগ্রহীত ও
পদ্যানুবাদিত।

প্রকাশক।

শ্রীবিশ্বম্ভর লাহা।

কলিকাতা চিৎপুর রোড বটতলা ১১৫ নং ভবন।

সন ১২৮৩ সাল। তারিখ ৯ জ্যৈষ্ঠ।

ইংরাজী ১৮৭৬ সাল ২১ মে।

মূল্য ১ একটাকা

সূচীপত্র।

সূচিপত্র সমাপ্ত।

পদ্যানুবাদকের নিবেদন

এই "কাব্যসিন্ধুতত্ত্বসার,, পুস্তক খানি সম্বন্ধে পাঠক মহোদয়গণকে অপর নূতন কিছু বলিবার নাই। যেহেতু ইহার সূচিপত্র পাঠ করিলেই সে সকলই জানিতে পারিবেন। তৎপর "কাব্যরত্নসার সংগ্রহে," যাহা২ বলিয়াছি ইহাতেও আমার তাহাই উদ্দেশ্য; এক্ষণে পাঠকগণের পাঠোপযোগ্য হইলে শ্রম সফল অনুভব করিব। নিবেদন ইতি॥

মুখোপাধ্যায়োপাধিক

শ্রীভোলানাথ শর্ম্মা।

আপনার মুখ আপনি দেখ, কিছু কিছু বুঝি প্রহষন, প্রভাসযজ্ঞ ১ম ২য় এবং তৃতীয় খণ্ড পদ্য শ্রীমদ্ভাগবত ১ম ও ২য় স্কন্দ চিত্তরঞ্জন পাচালী, প্রভাসমিলন, মৈথিলীমিলন, কৃষ্ণান্বেষণ, নলদময়ন্তি, ধ্রুবযোগাখ্যান, দুর্ব্বাসার পারণ, রামের রাজ্যপ্রাপ্ত, কলঙ্কভঞ্জন, মান ভিক্ষা, বামন ভিক্ষা, পাণ্ডবের অজ্ঞাতবাসাদি নাটক, কবিতাদর্পণ, কাব্যরত্নসার সংগ্রহ ও আর২ কএক খানি পুস্তক প্রণেতা।

কাব্যসিন্ধুতত্ত্বসার।

বেদসার শিব স্তোত্র।
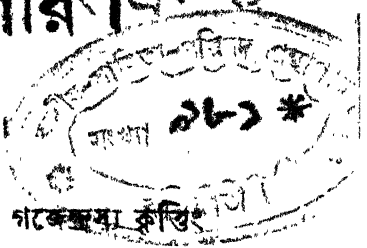
পশূনাং পতিং পাশনাশং পরেশং, গজেন্দ্রস্য কৃত্তিং
বসানং বরেণ্যম্। জটাজূট মধ্যে স্ফুরদ্গাঙ্গবারিং,
মহাদেব মেকং স্মরামি স্মরারিম্॥ ১॥

যিনি পশুদেরপতি, পাশনাশকর। পরম ঈশ্বর, পরিধান ব্যাঘ্রাম্বর॥ উদীপ্ত জাহ্নবীজল জটে রন ধরি। সেই এক স্মররিপু মহাদেবে স্মরি॥ ১॥

পরেশং সুরেশং সুরারাতিনাশং, বিভুং বিশ্বনাথং বিভূত্যঙ্গভূষং। বিরূপাক্ষ মিন্দ্বর্ক বহ্নি ত্রিনেত্রং, সদানন্দ মীড়ে প্রভুং পঞ্চবক্ত্রং॥ ২॥

যিনি পরমেশ, দেবগণের ঈশ্বর। সুরসমুহেররিপুচয়নাশকর॥ বিভু ও বিশ্বের পতি; কলেবর যাঁর। বিভুতিতে বিভূষিত অতি চমৎকার॥ বিরূপ নয়ন, চন্দ্র সূর্য্য হুতাশন। এই তিনে যাঁর তিন নেত্র সুশোভন॥ সেই পঞ্চমুখ সদানন্দ মহেশ্বরে। সর্ব্বক্ষণ স্তব করি পবিত্র অন্তরে॥ ২॥

গিরীশং গণেশং গলে নীলবর্ণং, গবেন্দ্রাধিরূঢ়ং গুণাতীতরূপং। ভবং ভাস্বরং ভস্ম ভূষিতাঙ্গং, ভবানীকলত্রং ভজে পঞ্চবক্ত্রং॥ ৩॥

গিরি সমুহের যিনি হন ঈশরূপ। রুদ্র নিকরের যিনি ঈশ্বর স্বরূপ॥ গলদেশে নীলবর্ণ যাঁর সুশোভন। বৃষারূঢ় গুণাতীত বিরূপ যে-জন॥ ভস্মাবৃত্ত দেহ যাঁর সেই পঞ্চানন। ভাস্বর ভবের করি সর্ব্বদা ভজন॥ ৩॥

শিবাকান্ত শম্ভো শশাঙ্কার্দ্ধমৌলেং মহেশান শূলিন্ জটাজূট ধারিন্। ত্বমেকো জগদ্ব্যাপকো বিশ্বরূপং প্রসীদ প্রসীদ প্রভো পূর্ণরূপ ॥ ৪ ॥

হে শিবানীপতে! শম্ভো! চন্দ্রার্দ্ধশেখর। হে মহেশ! হে শূলিন জটাজুটধর! ॥ সমস্ত জগৎ আছ আপনি ব্যাপিয়া। ওহে বিশ্বরূপ! কৃপা প্রদান করিয়া ॥ প্রসন্ন হউন ওহে পূর্ণরূপময়। প্রসন্ন হউন দেব! ইহাই বিনয় ॥ ৪ ॥

পরমাত্মানমেকং জগদ্বীজমাদ্যং নিরীহং নিরাকার মোঙ্কারবেদ্যং। যতো জায়তে পাল্যতে যেন বিশ্বং, তমীশং ভজে লীয়তে যত্র বিশ্বং ॥ ৫ ॥

যিনি এক পরমাত্মা বলিয়া নিশ্চয়। জগতের আদ্যবীজ যেই সদাশয় ॥ নিশ্চেষ্ট ও নিরাধার যেই সদাচার। ওঙ্কার মাত্রের বেদ্য যিনি হন আর ॥ যাঁহা হোতে এই বিশ্ব হোয়েছে সৃজন। যিনি করিছেন এই বিশ্বকে পালন ॥ যাঁহাতে এ বিশ্ব পুনঃ হইবে বিলীন। সেই ঈশ উপাসনা করি অনুদিন ॥ ৫ ॥

ন ভূমি র্নচাপো ন বহ্নি র্ন বায়ু, নচাকাশ আস্তে ন তন্দ্রা ন নিদ্রা। ন গ্রীষ্মো ন শীতো ন দেশো ন বেশোং ন যস্যাস্তি মূর্ত্তি স্ত্রিমূর্ত্তিং তমীড়ে ॥ ৬ ॥

ভূমি জল অগ্নি ব্যোম সমীরণ আর। তন্দ্রা আর নিদ্রা নাহি এ সব যাঁহার ॥ শীত গ্রীষ্ম এ উভয় যিনি বিবর্জিত। দেশ বেশ শূন্য আর আকার রহিত ॥ অথচ ত্রিমূর্ত্তিধর মহিমা অপার। সযতনে করিতেছি স্তবন তাঁহার ॥ ৬ ॥

অজং শাশ্বতং কারণং কারণানাং, শিবং কেবলং ভাসকং ভাসকানাং। তুরীয়ং তমঃ পার মাদ্যন্ত হীনং, প্রপদ্যে পরং পাবনং দ্বৈতহীনং ॥ ৭ ॥

যিনি অজ, নিত্য আর কারণ-কারণ,। শিব সর্ব্ব মঙ্গলের পরম সদন। প্রকাশিত পদার্থের প্রকাশক আর ।। আদ্যন্ত বিহীন, তমঃ, পারস্থ আকার ।। তিনিই তুরীয় ব্রহ্ম; তাঁহার শরণ। লইলাম, তাঁর কৃপা দৃষ্টির কারণ ।। ৭ ।।

নমস্তে বিভো বিশ্বমূর্ত্তে, নমস্তে নমস্তে চিদানন্দ মূর্ত্তে। নমস্তে নমস্তে তপোযোগ গম্য, নমস্তে নমস্তে শ্রুতি জ্ঞানগম্য ।। ৮

ওহে বিভো! ওহে বিশ্বমূর্ত্তি সদাচার। আপনাকে নমস্কার পুনঃ নমস্কার ।। ওহে চিদানন্দ মূর্ত্তে! তোমার সদনে। প্রণত হোতেছি দেখ পরম যতনে ।। তপঃ ও যোগের গম্য প্রভু সদা-চার। আপনাকে নমস্কার পুনঃ নমস্কার ।। ৮ ।।

প্রভো শূলপাণে বিভো বিশ্বনাথ, মহাদেব শম্ভো ত্রিনেত্রো মহেশ। শিবাকান্ত শান্ত স্মরারে পুরারে ত্বদন্যো বরেণ্যো ন মান্যো ন গণ্যঃ ।। ৯ ।।

হে প্রভো! হে শূলপাণে! বিভো! হে বিশ্বেশ। ওহে মহা-দেব শম্ভো! ত্রিনেত্রো মহেশ! ।। হে শিবাণীপতে! শান্ত! স্মরারে! পুরারে! বরেণ্য ও মান্য তুমি যিনি সবাকারে ।।৯।।

শম্ভো মহেশ করুণাময় শূলপাণে, গৌরীপতে পশুপতে পশুপাশনাশিন্। কাশীপতে করুণয়া জগদেতদেক স্ত্বং হংসি পাসি বিদধাসি মহেশ্বরোসি। ১০ ।।

ওহে শম্ভো! হে মহেশ! হে করুণাময়। ওহে শূলপাণি গৌরীপতি গুণময় ।। ওহে পশুপতে! পশুপাশনাশকারি। ওহে কাশীপতে! তুমি করুণা বিস্তারি ।। একাকী এ জগতের সৃষ্টি স্থিতি লয়। করিতেছ, মহেশ্বর! তুমিই নিশ্চয় ।। ১০ ।।

ত্বত্তো জগদ্ ভবতি দেব ভব স্মরারে, ত্বয্যেব তিষ্ঠতি জগন্মৃড় বিশ্বনাথ। ত্বয্যেব গচ্ছতি লয়ং জগদেতদীশ লিঙ্গাত্মকো হর চরাচর বিশ্বরূপিন্ ॥ ১১ ॥

হে দেব! হে ভব! ওহে মদননিধন। তোমা হতে হইতেছে জগৎ রচন ॥ হে মৃড়! হে বিশ্বনাথ! আপনাতে আর। বর্ত্তমান রহিয়াছে জগত সংসার ॥ হে ঈশ! তোমাতে ইহা হইবেক লয়। নিশ্চয় ইহাই‚ নাহি তাহাতে সংশয় ॥ হে হর! যদিচ তুমি লিঙ্গাত্মক রূপ। তথাচ সমস্ত বিশ্ব আপন স্বরূপ ॥

শ্রীমৎ শঙ্করাচার্য্য বিরচিত বেদসার শিবস্তোত্র সমাপ্ত।

লক্ষ্মীশে যোগনিদ্রাং প্রভজতি ভুজগাধীশ তল্পে সদর্পা
বুৎপন্নৌ দানবৌ তচ্ছ্রবণ মলময়াঙ্গৌ মধুং কৈটভঞ্চ।
দৃষ্ট্বা ভীতস্য ধাতুর্নতিভি রভিনুতা মাশু তৌ নাশয়ন্তীং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষা পদুন্মূলনায় ॥ ১ ।

ভগবান নারায়ণ শেষশর্য্যোপর। যোগনিদ্রা সমাশ্রয় করিতে তৎপর॥ তাঁর কর্ণমূল মলা হইতে তখন। মধু ও কৈটভ জন্মে দানব দুজন॥ তৎকালীন ঈশ্বরের নাভিপদ্মোপর। বসিয়াছিলেন বিধি চারি মুখ ধর॥ ঐ দুই দানবেরে করিয়া দর্শন। বিশেষ ভয়ার্ত্ত তার হোয়েছিল মন॥ বিবিধ স্তবন তিনি করিয়া প্রয়োগ। করিয়াছিলেন আদ্যা ভবানীর যোগ॥ তাহাতে প্রসন্না যিনি হইয়া সত্বরে। বিনাশ করেন ঐ দুই দৈত্যবরে॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ১ ॥

যুদ্ধে নির্জ্জিত্য দৈত্যঃ স্বরকুলমখিলং যজ্ঞভাগেষু
ধিষ্ণ্যেষাস্থাপ্য স্থান্ বিধেয়ান স্বয়মগমদসৌ শক্রতাং
বিক্রমেণ। তং সামাত্যাপ্তমিত্রং মহিষ মভিনিহত্যাস্য
মূর্দ্ধাধিরূঢ়াং দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদু
ন্মূলনায় ॥ ২ ॥

মহিষ নামেতে দৈত্য অতি দুরাশয়। সমরে অমরগণে করি পরাজয়॥ বশীভূত দৈত্যদলে তাঁদের কার্য্যেতে। নিযুক্ত করিয়া নিজ ভুজ বিক্রমেতে॥ আপনি ইন্দ্রত্ব পদ করে অধিকার। সেই মহিষেরে, তার সঙ্গীগণে আর॥ দলন করিয়া মহিষের শিরোপর। বামাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা যিনি করিলেন ভর॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ২ ॥

বিশ্বোৎপত্তি প্রণাশ স্থিতি বিহৃতি পরেদেবী ঘোরা-
মরারিত্রাসাৎ ত্রাতুং কুলং নঃ পুনরপি চ মহাসঙ্কটে-
ষীদৃশেষু। আবির্ভূয়াঃ পুরস্তাদিতি চরণ নমৎ সর্ব্ব
গীর্ব্বাণ বর্গাং দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপ
দুন্মূলায় ॥ ৩ ॥

বিশ্বের যে ক্রীড়া, সৃষ্টি, স্থিতি, আর লয়। হে দেবি! আপনি কর সেই সমুদয় ॥ তুমিই নিরতা আছ তাহে অনুক্ষণ। ওগো মা! পুনশ্চ যদি সঙ্কট এমন ॥ উপস্থিত হয এই অসুরের ভয় আমাদের কুল রক্ষা জন্য সে সময় ॥ আবির্ভূতা হইবেন, এই নিবেদন। এ প্রকার দেবগণ করিয়া স্তবন। প্রীতমনে স যতনে চরণে যাঁহার। প্রণাম করেন হোয়ে বিপদে উদ্ধার ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৩ ॥

হন্তুং শুম্ভং নিশুম্ভং ত্রিদশগণনুতাং হেমদোলাং হি-
মাদ্রাবারূঢ়াং ব্যূঢ়সৈন্যান যুধি নিহতবতীং ধূম্রদৃক চণ্ড-
মুণ্ডান্। চামুণ্ডাখ্যাং দধানা মুপসমিতমহারক্তবীজো-
পসর্গাং দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদু-
ন্মূলনায় ॥ ৪ ॥

শুম্ভ ও নিশুম্ভ দৈত্যে বধিতে সমরে। দেবগণ কৃত যিনি স্তুত হোয়ে পরে ॥ হিমালয়ে গিয়া মনোহর রূপ ধরি। সুবর্ণ পর্য্যঙ্কে রন অবস্থিতি করি ॥ আর যিনি চমৎকার ব্যূহের দ্বারায়। যে যে সব সৈন্য ছিল সংস্থিত তথায় ॥ ধূম্রলোচনাখ্যা চণ্ড মুণ্ডাদি ভীষণ। শুম্ভ নিশুম্ভের সৈন্য সংরক্ষক গণ ॥ সমরে তাদের তিনি করেন নিহত। আর যিনি চণ্ড মুণ্ডে রণে করি হত ॥ তাহাদের ছিন্ন মুণ্ড করি আনয়ন। লোক মাঝে চামুণ্ডা নামেতে খ্যাত হন ॥ রক্তবীজ অসুরের উপদ্রব আর। উপশম হয় এক

কৃপাতেই যাঁর ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৪ ॥

ব্রহ্মেশ স্কন্দ নারায়ণ কিটি নরসিংহেন্দ্রশক্তীঃ স্বভৃত্যাঃ
কৃত্বা হত্বা নিশুম্ভং জিত বিবুধগণং ত্রাসিতাশেষ লোকং।
একীভূয়াথ শুম্ভং রণশিরসি নিহত্য স্থিতা মাত্ত খড়্গাং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদুন্মূলনায় ॥ ৫

সমরে অসুরসেনা করিতে নিধন। বিধি,হর কার্ত্তিকেয় আর নারায়ণ ॥ বরাহ ও নরসিংহ শক্তি সবাকায়। অর্থাৎ ব্রহ্মাণী আদি অষ্টমাতৃকায়) ॥ নিযুক্তা করিয়া যিনি নিশুম্ভ দানবে নিহত করেন রণে তুষ্ট দেব সবে ॥ দেবগণে ঐ দৈত্য করি পরাজিত। কোরেছিল সকল ভুবন সন্ত্রাসিত। পরে যিনি একাকিনী শূল ধরি করে। কোরেছেন শম্ভু দৈত্যে নিহত সমরে ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৫ ॥

ত্রায়স্ব স্বামিনীতি ত্রিভুবন জননি প্রার্থনা ত্বর্য্যপার্থা
পাল্যন্তেঽভ্যর্থনায়াং ভগবতি শিশবঃ কিং ত্বদন্যা জনন্যা।
তত্তুভ্যং স্যান্নমস্যেত্যবনত বিবুধাহ্লাদিবীক্ষা বিসর্গাং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদন্মূলনায় ॥ ৬ ॥

ওগো সর্ব্বেশ্বরি! ওগো ত্রিলোকজননি!। আমাদিগে সংরক্ষণ করুন আপনি ॥ এরূপ প্রার্থনা করা তোমার সদনে। প্রয়োজন নাহি তাহা জানিতেছি মনে। কারণ ঈশ্বরী তুমি জননী ও তায়। পালন করিছ, কিবা কার্য্য প্রার্থনায় ॥ ওগো ভগবতি! তোমা বিনে কি কখন। অন্য মাতা অভিলাষ করিয়া শ্রবণ ॥ এ রূপ পালন কি করেন শিশুগণে। কখনই নহে তাহা জানিতেছি মনে ॥ স্বভাবত জননীরা প্রার্থনা বিহনে। শিশুগণে পালন করেন যত্নে ॥ অতএব প্রার্থনা করিব নাই

আর। আপনাকে কেবল করি মা নমস্কার ॥ এ প্রকার স্তব করি যত দেবগণ। বিনম্র হইলে, যিনি তাঁদের তখন ॥ অনির্ব্বচনীয় কৃপা করি বিতরণ। সাদরে তাঁদের প্রতি করেন দর্শন অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৬ ॥

ত্রৈগুণ্যানাং গুণানামনুসরণরতাং কেলিনানাবতারাং
ত্রৈলোক্যত্রাণশীলাং দনুজকুলবনী বহ্নিকীলাসলীলাং।
দেবীং সচ্চিন্ময়ীং তাং বিপুলিত বিনমৎ সত্রিবর্গাপবর্গাং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহমশেষাপদুন্মূলনায় ॥ ৭ ॥

যিনি নিত্যজ্ঞান ও আনন্দরূপা হন। নিষ্কাম যে সব যজ্ঞরত ব্যক্তিগণ ॥ আনন্দে প্রণমি স্তব করয়ে বিধান। তাহাদের অপবর্গ করেন প্রদান ॥ অপর যাঁহারে মায়াসম্ভব বলয়। সত্ত্ব রজ তমঃ যে ত্রিগুণ ব্যাখ্যা হয় ॥ ইহাদের অনুসরণেতে মন যাঁর। যাঁহা হোতে ক্রীড়া জন্য নানা অবতার ॥ আপনার বিনির্ম্মিত প্রপঞ্চ পালন। যাঁর স্বভাবতঃ কার্য্য বিদিত এমন ॥ দৈত্যকুল রূপ ক্ষুদ্র বনেতে যাঁহার। দগ্ধাগ্নি শিখার সম স্বভাব প্রচার ॥ অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৭ ॥

সিংহারূঢ়া ত্রিনেত্রাং করতল বিলসচ্চক্র শঙ্খাদিরম্যাং
ভক্তাভীষ্টপ্রদাত্রীং ত্রিভুবনজননীং সর্ব্বলোকৈক বন্দ্যাং।
সর্ব্বালঙ্কার দীপ্তাং বিধুযুত মুকুটাং শ্যামলাঙ্গীং কৃশাঙ্গীং
দুর্গাং দেবীং প্রপদ্যে শরণ মহ মশেষাপদুন্মূলনায় ॥ ৮॥

যিনি সিংহারূঢ়া ত্রিনয়না বলি আর। শঙ্খ চক্র আদি অস্ত্র করে শোভে যাঁর ॥ তাহাতে বিশেষ তাঁর শোভা মনে গণি। ভক্তের অভীষ্টদাত্রী ত্রিলোক জননী ॥ তিনি এক বন্দনীয় লোক সবাকার। সর্ব্ব রূপ অলঙ্কারে অলঙ্কৃত আর ॥ শ্যামা ও

কৃশাঙ্গী, যাঁর মুকুটেতে আর। শশধর বসি করে কীরণ বিস্তার অশেষ আপদে মুক্ত হইতে এখন। আমি, লইতেছি সেই দুর্গার শরণ ॥ ৮ ॥

এতং সন্তঃ পঠন্তু স্তব মখিলবিপজ্জালতূলানলাভং হৃন্মোহধ্বান্তভানু প্রতিম মখিল সঙ্কল্প কল্পাদ্রুকল্পং। দৌগং দৌর্গত্যঘোরাতপ তুহিনকরপ্রখ্য মংহোগজেন্দ্র শ্রেণী পঞ্চাস্য দেশ্যং বিপুলভয়দ কালাহিতার্ক্ষ্য-প্রতাপং ॥ ৯ ॥

এই শ্রীদুর্গার স্তব অতুল্য অমূল্য। তুলারাশি রূপ বিপদের বহ্নি তুল্য ॥ ধ্বান্ত রূপ মানস মোহ যে ঘোর অতি। তাহাও বিনাশে ইহা সম দিনপতি ॥ মানসীক বিষয় যে আছে সমুদয়। কল্প বৃক্ষ সম তাহে জানিবে নিশ্চয় ॥ দারিদ্র স্বরূপ যে সন্তাপ ক্লেশকর। তাহা নিবারণ জন্য যেন শশধর ॥ পাপরূপ গজেন্দ্র শ্রেণীর পশুপতি। কালরূপ সর্পের জানিবে খগপতি ॥ অতএব ওহে সাধু পুরুষ নিকর। সদা পাঠ কর হোয়ে পবিত্র অন্তর ॥ ৯ ॥

(সপ্ত শতীসার দুর্গার স্তব সমাপ্ত।)

মণিকর্ণিকাষ্টক।

বিষ্ণোঃ সুতপ্তপসা চলিতোত্তমাঙ্গা দ্বিশ্বে শিতু স্তড়ি-
দিবাম্বরতঃ সুকর্ণাৎ। যা চক্রতীর্থ সলিলে ললিতা
পপাত সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ১ ॥

ভগবান্ বিষ্ণুর তপেতে যে সময়। শঙ্করের উত্তমাঙ্গ বিচলিত হয় ॥ গগণ হইতে পড়ে বিদ্যুৎ যেমন। তদ্রূপ শিবের কর্ণ হইতে তখন ॥ চক্রতীর্থ নীরে যিনি হোলেন পতিত। তিনিই ললিতা "মণিকর্ণিকা," বিদিত ॥ অধিক তাঁহারে আমি কি বলিব আর। শিবকরী হোন্ তিনি সতত আমার ॥ ১ ॥

চিন্তামণি স্তনুভৃতাং সহসান্তকালে তত্তারকং ব্যপদিশ-
ত্যথ কর্ণিকায়াং। যস্যাং মৃতো ন ভব মেতি ভবপ্রসা-
দাৎ সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ২ ॥

চিন্তামণি রূপ যিনি দেহধারিদের। অন্তঃকালোদয়ে যিনি মনুষ্যগণের ॥ প্রসিদ্ধ তারক মন্ত্র মাহাত্ম্য অশেষ। শ্রবণ কুহরে যিনি দ্যান উপদেশ ॥ আর যথা জীবন করিলে পরিহার। শিবের প্রসাদে প্রাপ্ত না হয় সংসার ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সর্ব্বদা আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ২ ॥

চন্দ্রাংশুকা সুনয়না ধবলা কুমারী, বেদাশ্চ পাণি কমলে
বর মৌক্তিকাঢ্যা। যা দৃশ্যতে সুকৃতিভি র্বরকাশি-
কায়াং সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৩ ॥

সুনয়না সুকুমারি অধিষ্ঠাত্রী যাঁর। চন্দ্রসম শুভ্র বাস পরা চমৎকার ॥ যাঁর করপদ্মে শোভে বেদ সমুদায়। গলদেশে মুক্তাহার সদা শোভা পায় ॥ পুণ্যবাণ জনগণ যাঁরে অনুক্ষণ। সুপবিত্র কাশীধামে করেন দর্শন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সর্ব্বদা আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৩ ॥

মালাং সুপঙ্কজময়ীং করকণ্ঠয়োর্ যা ধত্তে বরোদ্যত করে শুভমাতুলাঙ্গং। বদ্ধঞ্চপাণি যুগলে শুভ পশ্চিমাস্যং সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৪ ॥

যার অধিষ্ঠাত্রী দেবী সদা সর্ব্বক্ষণ। করে, কণ্ঠে পদ্মমালা করেন ধারণ ॥ বর দানে উদ্যত যাঁহার কর আর। তাহাতে ধুতুরাফল শোভে চমৎকার ॥ যাঁর হস্ত একত্রে বদ্ধিত অনুক্ষণ। পশ্চিম দিকেতে সদা যাহার বদন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৪ ॥

দানাবগাহ সুরপূজন তর্পণাদি যস্যামনন্ত ফলদং ভবতি প্রসঙ্গাৎ। ভক্ত্যা কৃতং যদি তদেব জগৎ পুনাতি সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৫ ॥

স্নান, দান দেবার্চ্চণ তর্পণাদি আর। যথায় করিলে হয় ফল লাভ তার ॥ ভক্তিমতে যদি তাহা করয়ে সাধন। জগত পবিত্র হবে বিদিত এমন ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৫ ॥

স্বর্গ স্তৃণং ভবতি চীরধরোপি রাজা মৃত্যুঃ সখা সুখহরোপি শবঃ শিবঃস্যাৎ। পাতোপি যত্র সুরসম্মত উত্তমাদ্যা সা মে সদা শিবকরী কণিকণিকাস্তু ॥ ৬ ॥

যে স্থানেতে তৃণ তুল্য ভাবয়ে অমরা। রাজ সম জ্ঞান করে কৌপীন যে পরা ॥ সুখ ধ্বংসি শব সেও শিবরূপ হয়। দেবে সম্মত যথা লভিবে বিলয় ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৬ ॥

সুপ্তোপি যোগিসমতাং সমুপৈতি যত্র মগ্নঃ স্মরেদ্যদি শিবং সহি কাল কালঃ। যদ্ধ্যানতোহপ্যভয় মেতি চতুর বাসী, সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৭ ॥

যোগিসম হয় যথা সুপ্ত ব্যক্তি জন। মগ্ন হয়ে যথা শিব করিলে স্মরণ ॥ আপনি কালের কাল সমরূপ হয়। যাঁর ধ্যানে দূরবাসী লভয়ে অভয় ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৭ ॥

যৎসঙ্গি বায়ুরপি দূরগতঃ সুসূক্ষ্মঃ পাতালগঃ সুরগণং দিবিগং করোতি। জন্তূন্ পুনাতি সকলানপি গাং গতা- যা সা মে সদা শিবকরী মণিকর্ণিকাস্তু ॥ ৮ ॥

যাহার সংসর্গ লাভ করি সমীরণ। সূক্ষ্ম হয়ে দূরান্তরে করয়ে গমন ॥ পাতাল হইয়া গত দেখ তথাকার। সুরগণে স্বর্গস্থ করায় চমৎকার ॥ ধরাগত হোয়েও তত্রস্থ প্রাণিগণে। পবিত্র করিছে দেখ যাহার কারণে ॥ সেই মণিকর্ণিকাখ্যা সতত আমার। শিবকরী হউন কি কব আমি আর ॥ ৮ ॥

সংসার চিন্তামণি রেষ যস্যাং তত্তারকং সজ্জন কর্ণি- কায়াং। শিবোভিধত্তে সহসান্ত কালে তদ্গীয়তে বুধ- জনৈ র্মণিকর্ণিকেতি ॥ ৯ ॥

সংসারের চিন্তামণি রূপে যিনি রণ। যে হেতু সে স্থানে অন্তঃকালে ত্রিলোচন ॥ আপনি তারকমন্ত্র সজ্জন শ্রবণে। প্রদান করেন এই প্রধান কারণে ॥ মণিকর্ণিকাখ্যা তায় হো- য়েছে কীর্ত্তন। নিশ্চয় জানিবে ইহা স্থির নিরূপণ ॥ ৯ ॥

মোক্ষলক্ষ্মী মহাপীঠ মণি স্তচ্চরণাব্জয়োঃ। কর্ণিকেতি ততঃ প্রাহু র্যাং জনা মণিকর্ণিকাং ॥ ১০ ॥

যিনি মোক্ষলক্ষ্মীরূপা হোয়েছে নিশ্চিত। মহাপীঠ মণি যাহা আছয়ে বিদিত ॥ তাঁর পাদপদ্মের কর্ণিকা তাহা হয়। তাহে মণিকর্ণিকা বলিয়া লোক কয় ॥

গঙ্গাধর কবি রচিত মণিকর্ণিকা স্তোত্র সমাপ্ত ॥

অথর্ব্ব বেদান্তগর্ত নিরলম্বোপনিষদ্‌।

ব্রহ্ম ভরদ্রাজ সংবাদ।

ভরদ্রাজ উবাচ।

১ প্রশ্ন। কিং ব্রহ্মেতি।

ভাষা। ভরদ্রাজ প্রশ্ন করি ব্রহ্মা প্রতি [illegible] ব্র...কিবা ,, কৃপাকরি কহ সদাশয় ॥

ব্রহ্মোবাচ। অচিন্ত্যোপাধি বিনির্ম্মুক্তমনাদ্যেন্তং শুদ্ধং শান্তং নির্গুণং নিরবয়বং নিত্যানন্দং অখণ্ডৈকরসং অদ্বিতীয়ং চৈতন্যং ব্রহ্ম ॥

ভাষা। ভরদ্বাজে ব্রহ্মা কন শুন বিবরণ। অচিন্ত্য উপাধি তিনি মায়াবৃত নন ॥ আদ্যন্ত রহিত, শুদ্ধ, শূন্য অহংকার। কর্তৃত্বাদি কিছু মাত্র নাহিক তাঁহার ॥ শান্তভাব রাগদ্বেষ সকল রহিত। নির্গুণ নির্ম্মল সত্ত্বরজ গুণাতীত ॥ আকার রহিত তিনি নিত্যানন্দময়। অখৈণ্ডকরস, সুখ ভিন্ন কিছু নয় ॥ এই সব বাক্য দ্বারা যে চৈতন্য হয়। তিনিই জানিবে ব্রহ্ম, আর কিছু নয় ॥

২ প্রশ্ন। কি সকলং ব্রহ্ম (সর্ব্বংখল্বিদং ব্রহ্ম)

ভাষা। পুনশ্চ ব্রহ্মার প্রতি ভরদ্রাজ কয়। " সকল ব্রহ্ম কি? ,, তাহা কহ কৃপাময় ॥

উত্তর। অব্যক্তাত্মমহদহঙ্কার পৃথিব্যপ তেজো বায়্বাকাশাত্মক তেন বৃহদ্রূপেণাণ্ডকোষেণ কর্ম্ম জ্ঞানার্থরূপতয়া ভাসমানং সকল শক্ত্যুপবৃংহিতং সকলং ব্রহ্ম ॥

ভাষা। প্রকৃতি, জীবাত্মা, মহত্তত্ত্ব অহঙ্কার। পৃথিবী উদক, অগ্নি বায়ু বোম, আর ॥ নানা কর্ম্ম নানা জ্ঞান রূপে প্রকাশিত।

সর্ব্বশক্তি বিশিষ্ট যে ব্রহ্মাণ্ড রচিত ॥ সমস্ত জগৎ যাহা হয় দরশন। সকল ব্রহ্মই তাহা শুন তপোধন ॥

৩ প্রশ্ন। কঃ ঈশ্বরঃ।

ভাষা। ভরদ্বাজ কহে দেব সদয় হইয়া। "ঈশ্বর কে", কহ তাহা বিশেষ করিয়া।

উত্তর। ব্রহ্মৈব স্বপ্রকৃতি শক্ত্যভিলেশমাশ্রিত্য লোকান্ দৃষ্ট্বান্তর্যামিত্বেন প্রবিশ্য ব্রহ্মাদীনাং বুদ্ধ্যাদীন্দ্রিয় নিয়ন্তৃত্বা-দীশ্বরঃ ॥

ভাষা। প্রকৃতি শক্তির করি আশ্রয় গ্রহণ। সমস্ত সৃষ্টির প্রতি করিয়া ঈক্ষণ ॥ সবাকার অন্তর্যামী সবার অন্তরে। প্রবেশ করিব চিন্তি, প্রবেশে সত্বরে ॥ ব্রহ্মা আদি জগতের যত জীবগণ ইন্দ্রিয়াদি বুদ্ধি স্রষ্টা তাঁদের যেজন ॥ যে ব্রহ্ম ঈশ্বর তিনি প্রভেদ কি তায়। কহিলাম বিশেষিয়া সমস্ত তোমায় ॥

৪ প্রশ্ন। কো জীবঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ পুনঃ কহে হে চতুরানন। "কেবা জীব," কৃপাকরি করুন কীর্ত্তন ॥

উত্তর। ব্রহ্মৈব ব্রহ্মা বিষ্ণু বিশ্বেশেন্দ্রাদি নামরূপ দ্বারাহ-মিত্যধ্যাসবশাৎ স্থূলে জীবাঃ সোয়মেকোপি দেহাহং ভেদ-বশাদংশা বহবো জীবাঃ ॥

ভাষা। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর আদি পুরন্দর। ব্রহ্মই আপনি সব ধরে কলেবর ॥ আমি ব্রহ্মা চতুর্ম্মুখ রক্তাঙ্গ সুন্দর। আমি বিষ্ণু চারি মুখ শ্যামাকলেবর ॥ আমি শিব শ্বেতকান্তি শোভে পঞ্চানন। আমি ইন্দ্র সহস্রাক্ষ সুন্দর বরণ ॥ এরূপ চিন্তার দ্বারা স্থূল জীব হয়। স্থূলজীব হইতেই জীব সমুদয় ॥

৫ প্রশ্ন। কা প্রকৃতিঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, হে কমলাসন!। "প্রকৃতি কে" কৃপা করি করুন কীর্ত্তন॥

উত্তর। ব্রহ্মণঃ সকাশাৎ নানাবিধ জগদ্বিচিত্র নির্ম্মাণ সমর্থা বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তিরেব প্রকৃতিঃ॥

ভাষা। ব্রহ্ম হোতে সৃষ্টির হে বিচিত্র নির্ম্মাণ। বুদ্ধিরূপা ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতি বিধান॥

৬ প্রশ্ন। কঃ পরমাত্মা।

ভাষা। পুনঃ ভরদ্রাজ কহে করিয়া বিনয়। "পরমাত্মা" কিবা" তাহা কহ সদাশয়॥

উত্তর। দেহাদেঃ পরস্মাৎ ব্রহ্মৈব পরমাত্মা।

ভাষা। ভৌতিক যে দেহ তাহা মায়ার ব্যাপার। দেহান্তে যে ব্রহ্ম; নাম পরমাত্মা তাঁর॥

৭ প্রশ্ন। কে ব্রহ্মাদ্যাঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন করিয়া বিনয়। "ব্রহ্মাদি" ইহারা কেবা বল সদাশয়॥

উত্তর। স ব্রহ্মা স শিবঃ সোক্ষর স ইন্দ্রঃ স বিষ্ণুঃ স রুদ্রঃ তৎমনঃ স সূর্য্যঃ স চন্দ্রমাঃ তে সুরাঃ তে পিশাচাঃ তে জীবাঃ তাঃ স্ত্রিয়ঃ তে পশ্বাদয়ঃ তদিতর সর্ব্বমিদং ব্রহ্মণো না নাস্তি কিঞ্চন॥

ভাষা। ব্রহ্মাই ব্রহ্মের রূপে হন [illegible] ব্রহ্মই আপনি শিব জানিবে নিশ্চিত॥ ব্রহ্মই হে পর[illegible] ব্রহ্মই বাসব। ব্রহ্মই হে রুদ্র রূপ, ব্রহ্মই কেশব॥ ব্রহ্মই জানিবে মনঃ, ব্রহ্ম দিনকর। ব্রহ্মই শশাঙ্ক, ব্রহ্ম দেবতানিকর॥ ব্রহ্মই জানিবে

যত পিশাচ নিচয়। ব্রহ্মই জানিবে বিশ্বে জীব সমুদয় ।। ব্রহ্মই কমলা, ব্রহ্ম পশ্বাদি সকল। যাবদীয় বস্তু আছে ব্রহ্মই কেবল ।। যাবদীয় বস্তু বিশ্বে হয় দরশন। ব্রহ্ম ভিন্ন কিছু নাহি শুন তপোধন ।।

৮ প্রশ্ন। কা জাতিঃ।

ভাষা। ভরদ্বাজ কহে পুনঃ বিনয় করিয়া। " কিবা জাতি ,, কহ দেব বিশেষ করিয়া ।।

উত্তর। চর্ম্ম রক্ত বসা মাংস মর্জ্জাস্থি ধাতূনিত্যুক্তানি জাতিরা-ত্মানো ব্যবহারোপ কল্পিতা ।।

ভাষা। ব্রহ্মা কন চর্ম্ম রক্ত বসা মাংস আর। মজ্জা অস্থি ধাত্যাদিতে জীবের আকার। সেই দেহে করে যাহা লৌকীক ব্যভার। তাহাই জানিবে মাত্র জাতি জীবাত্মার ।।

৯ প্রশ্ন। কিমকর্ম্ম।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, হে কমলাসন। " কি অকর্ম্ম ,, কৃপা করি করুন কীর্ত্তন।

উত্তর। ইন্দ্রিয় ক্রিয়মাণং নাহঙ্কারা কারইত্যধ্যাত্মনিষ্ঠ তয়া তত্তৎ কর্ম্ম অকর্ম্ম।

ভাষা। ইন্দ্রিয় কর্ত্তৃক জীব হোয়ে ক্রিয়মান। আমি কিছু করি না যাহার এ বিধান ।। এ প্রকার পরমার্থ নিষ্ঠ মনস্বীর। কৃত কর্ম্ম অকর্ম্ম বলিয়া তাহা স্থির ।।

১০ প্রশ্ন। [illegible]।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন করিয়া বিনয়। " কর্ম্ম কিবা ,, কৃপা করি কহ দয়াময়।

উত্তর। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাহঙ্কার স্বরূপবন্ধনং জন্মাদি কর্ম্ম নিত্য নৈমিত্তিক যাগাদি ব্রত তপো দানেষু ফলানুসন্ধানং যৎ তৎ কর্ম্ম ॥

ভাষা। আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা হেন অহঙ্কার। তৎ স্বরূপ যে বন্ধন কারণ তাহার ॥ জন্ম, মৃত্যু, করে আর কারণান্বেষণ। নৈমিত্তিক যাগ ব্রত, তপঃ দানে মন ॥ ইহাই জানিবে কর্ম্ম ওহে তপোধন। করিলাম বিশেষিয়া তাহা সংকীর্ত্তন ॥

১১ প্রশ্ন। কিং তপঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ বিনয় করিয়া পুনঃ কয়। "তপ কিবা" বিশেষিয়া কহ সদাশয় ॥

উত্তর। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যেতি অপরোক্ষ জ্ঞানাৎ অখিল ব্রহ্মাদ্যৈশ্বর্য্য শান্তি সংকল্প বীজ সন্ন্যাসস্তপঃ ॥

ভাষা। মিথ্যা বিশ্ব সত্য ব্রহ্ম যার হেন মন। সেই জন করে সত্য তপ আচরণ ॥

১২ প্রশ্ন। কিমাসুরমিতি।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, হে কমলাসন। "আসুরিক তপ কিবা" করুন কীর্ত্তন ॥

উত্তর। অত্যুগ্র রাগ দ্বেষাহঙ্কারোপেতং হিংসা দম্ভযুক্ত তপ আসুরং ॥

ভাষা। রাগ দ্বেষ, অহংঙ্কার হিংস্রা দম্ভে মন। এ প্রকারে আরাধনা করে যেই জন ॥ সেই আসুরিক তপ শুন সমাচার। কহিলাম বিশেষিয়া নিকটে তোমার ॥

১৩ প্রশ্ন। কিং জ্ঞানমিতি।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন দেব পিতামহ। "জ্ঞান কিবা" কৃপা প্রকাশিয়া তাহা কহ ॥

উত্তর। একাদশেন্দ্রিয় নিগ্রহেণ সদগুরুপাসনয়া শ্রবণ মনন নিদিধ্যাসন দিক্ দৃশ্য প্রকারং সর্ব্বং নিরস্য সর্ব্বান্তরস্থং ঘটপটাদি বিকার পদার্থেষু চৈতন্যং বিনা ন কিঞ্চিদস্তীতি সাক্ষাৎকারানুভবো জ্ঞানং ॥

ভাষা। একাদশ ইন্দ্রিয়েরে অধীন করিয়া। সদগুরুর উপদেশ যে জন পাইয়া ॥ ঘট পট প্রভৃতিতে যাঁর ব্রহ্ম জ্ঞান। ওহে তপোধন! বলি সেই জ্ঞান, জ্ঞান ॥

১৪ প্রশ্ন। কিমজ্ঞানং।

ভাষা। সম্বোধিয়া বিধাতারে ভরদ্রাজ কয়। "অজ্ঞান কি" কৃপা করি কহ মহাশয় ॥

উত্তর। রজ্জু সর্প জ্ঞানমিবাদ্বিতীয়ে সর্ব্বানুষ্য তে সর্ব্বময়ে ব্রহ্মণি দৈবে তির্য্যগবানর স্ত্রীপুরুষ বর্ণাশ্রম বন্ধ মোক্ষাদি নানা কল্পনায় জ্ঞানমজ্ঞানং ॥

ভাষা। যেমন রজ্জুতে সর্প ভ্রম উপজয়ে। সেই রূপ সর্ব্ব চিন্ত্য ব্রহ্ম সর্ব্বময়ে ॥ দেব পশু পক্ষ আদি পুরুষ অঙ্গনা। বর্ণাশ্রম, বন্ধ, মুক্ত, প্রভৃতি কল্পনা ॥ অজ্ঞানতা হেতু হয় সে সব কেবল। নতুবা ব্রহ্মই সত্য, সতত নির্ম্মল ॥ তদতীত বস্তু আর নাহি সদাচার। অজ্ঞান জানিবে ব্রহ্মাতীত জ্ঞান যার।

১৫ প্রশ্ন। কঃ সংসারঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, হে চতুরানন। "সংসার কি" কৃপা করি করুন বর্ণন ॥

উত্তর। অনাদ্যবিদ্যা বাসনায়া জাতোহং মৃতোহহমিত্যাদি ষড়্ভাব বিকারঃ সংসারঃ ॥

ভাষা। অনাদি অবিদ্যা অহং বুদ্ধিতে যে হয়। জন্মিলাম মরিলাম ইত্যাদি যে কয় ॥ সেই ষড় বিকার যে আছয়ে কথিত সংসার তাহার নাম জানিবে নিশ্চিত ॥

১৬ প্রশ্ন। কো বন্ধঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন দেব পিতামহ। "বন্ধন কি" কৃপা করি বিশেষিয়া কহ॥

উত্তর। পিতৃ মাতৃ সহোদরাপত্য গৃহারামাদি ক্ষেত্রাদি সংসারাবরণ সংকল্পো বন্ধঃ কামাদি সংকল্পে কর্ত্তৃত্বাত্মহঙ্কার শঙ্কা লজ্জা ভয় গুণ সংশয়াদি সংকল্পো দেব মনুষ্যাদি রূপ নানা যজ্ঞ ব্রত দান নানা কর্ম্ম সংকল্পো আত্মষ্টাভ্য যোগাভাস সংকল্পাঃ সংকল্পমাত্রং বন্ধ॥

ভাষা। পিতা, মাতা ভ্রাতাপত্য, গৃহ উপবন। ক্ষেত্র আদি যে সকল সংসারাবরণ॥ তাহাতে মানস, তাহা জানিবে বন্ধন কামাদি সংকল্প আর এরূপ বর্ণন॥ কর্ত্তৃত্বাদি অহঙ্কার শঙ্কা লজ্জা, ভয়। গুণ ও সংশয় যাহা চিন্তনীয় হয়॥ দেবতা মনুষ্য রূপ যজ্ঞ ব্রত দান। নানা কল্প সংকল্পাদি অদৃষ্ট জন্মান॥ যোগাভ্যাস সংকল্প তাহাকে বলা যায়। কহিলাম বিস্তারিয়া ইহাও তোমায়॥

১৭ প্রশ্ন। কো মোক্ষ ইতি।

ভাষা। পুনঃ ভরদ্রাজ কহে ব্রহ্মার সদনে। "মোক্ষ কিবা," কৃপা করি বলুন এক্ষণে॥

উত্তর। নিত্যানিত্য বস্তু বিচারাদি নিত্য সংসার সমস্ত সংকল্পক্ষয়ো মোক্ষঃ।

ভাষা। অনিত্য সংসার এই বোধ হয় যাঁর। নিত্যানিত্য বস্তু যেবা করয়ে বিচার॥ তাহাই জানিবে মোক্ষ ওহে তপোধন। মম উপদেশে কর সংশয় ছেদন।

১৮ প্রশ্ন। কিং সুখং।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, ওহে পিতামহ। "সুখ কিবা," কৃপা করি এইক্ষণে কহ॥

উত্তর। সচ্চিদানন্দরূপতয়া জ্ঞানানন্দাবস্থা সুখং সুখং।

ভাষা। সচ্চিদানন্দের রূপ চিন্তিয়া যে জন। জ্ঞানানন্দে রহে সদা মুগ্ধ করি মন॥ ভ্রমেও না মনে জন্মে নিরানন্দ যার। সেই সুখ বিনা কিবা সুখ আছে আর॥

১৯ প্রশ্ন। কিং দুঃখং।

ভাষা। ভরদ্বাজ কহে শুন হে কমলাসন। "দুঃখ কিবা" কৃপা করি করুন বর্ণন।

উত্তর। অনাত্ম বস্তু সংকল্প এব দুঃখং।

ভাষা। অনাত্ম বস্তুর করে সংকল্প যে জন। সেই দুঃখ আর দুঃখ কি আছে এমন॥

২০ প্রশ্ন। কঃ স্বর্গঃ।

ভাষা। পুনঃ ভরদ্বাজ কহে বিনয় করিয়া। "স্বর্গ কিবা" কহ দেব বিস্তার করিয়া॥

উত্তর। সৎ সঙ্গঃ স্বর্গঃ।

ভাষা। সৎসঙ্গেতে সহবাস করি সদা রয়। তাহাই জানিবে স্বর্গ ওহে সদাশয়॥ (তত্ত্ব পথে মুগ্ধ হোয়ে যাঁরা সদা রন। তাহারাই সৎ বলি হোয়েছে কীর্ত্তন॥)

২১ প্রশ্ন। কো নরকঃ।

ভাষা। ভরদ্বাজ কহিলেন, ওহে সদাচার। "নরক কি" কহ তাহা করিয়া বিস্তার॥

উত্তর। অসৎ সংসার বিষয়ী সংসর্গ এব নরকঃ।

ভাষা। অসৎ সংসর্গে কাল করয়ে হরণ। নরক বলিয়া হয় তাহাই কীর্ত্তন। (সংসারে অত্যন্ত মুগ্ধ হোয়ে যাঁরা রয়। অসৎ বলিয়া তাহারাই বাচ্য হয়॥)

২২ প্রশ্ন। কিং পরমপদং।

ভাষা। পুনঃ ভরদ্রাজ কহে ওহে কৃপাময়। " কি পরম-পদ ", কহ হইয়া সদয়॥

উত্তর। প্রাণেন্দ্রিয়ান্তঃকরণাদেঃ পরতরং সচ্চিদানন্দম্ দ্বিতীয়ং সর্ব্বসাক্ষিণং সর্ব্বগতং নিত্যমুক্ত ব্রহ্মস্বরূপং পরমং পদং॥

ভাষা। প্রাণের ও ইন্দ্রিয়ের অন্তরের আর। অতীত সচ্চিদানন্দ সম নাহি যাঁর॥ সর্ব্বসাক্ষি সর্ব্বময় নিত্য মুক্ত জ্ঞান। ব্রহ্মরূপ বলি হয় যে পদ বিধান॥ তাহাই পরমপদ; ওহে সদাচার। এ বিষয়ে নাহি কোন সংশয় তোমার॥

২৩ প্রশ্ন। ক উপাস্যঃ।

ভাষা। পুনঃ কহিলেন, ভরদ্রাজ তপোধন। " উপাস্য কে ", কৃপা করি করুন কীর্ত্তন॥

উত্তর। সর্ব্ব শরীরস্থ চৈতন্য প্রাপকো গুরুরুপাস্যঃ।

ভাষা। যে গুরু সকল দেহে চৈতন্য পাওয়ান। তিনিই উপাস্য বলি হোয়েছে বিধান॥

২৪ প্রশ্ন। কো বিদ্বান্।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন, ওহে পিতামহ। " বিদ্বান কে ", কৃপা করি বিশেষিয়া কহ॥

উত্তর। সর্ব্বান্তরস্থং সচ্চিদ্রূপং পরমাত্মানং যে বেত্তি স বিদ্বান্।

ভাষা। নিত্যজ্ঞান রূপ পর-মাত্মাকে যেজন। সর্ব্বান্তঃকরণ স্থিত জানেন এমন॥ অর্থাৎ বিশেষরূপ পরমআত্মায়। জানিয়াছে যে জন বিদ্বান বলি তায়॥

২৫ প্রশ্ন। কো মূঢ়ঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ জিজ্ঞাসিল পুনঃ বিধাতারে। কৃপাকরি বল, দেব! মুঢ় বলি কারে॥

উত্তর। কর্ত্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদহঙ্কার ভরণারূঢ়ঃ মূঢ়ঃ।

ভাষা। আমি কর্ত্তা আমি ভোক্তা মত্ত অহংকারে। সেই জন মূঢ় বলি বিদিত সংসারে॥

২৬ প্রশ্ন। কঃ সন্ন্যাসী।

ভাষা। বিধাতারে ভরদ্বাজ কহে পুনর্ব্বার। "সন্ন্যাসী কে" কৃপাকরি কহ সদাচার॥

উত্তর। স্ব স্বরূপাবস্থায়াং সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগী সন্ন্যসীতি।

ভাষা। সর্ব্ব কর্ম্ম ফলত্যাগী সর্ব্বদা যে জন। তাঁরেই সন্ন্যাসী বলি শুন তপোধন॥

২৭ প্রশ্ন। কিং গ্রাহ্যং।

ভাষা। পুনর্ব্বার ভরদ্বাজ সবিনয়ে কয়। "গ্রাহ্য কিবা" কহ দেব হইয়া সদয়॥

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতং চিন্মাত্র বস্তু গ্রাহ্যং।

ভাষা। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ হীন আর। চিন্মাত্র যে বস্তু গ্রাহ্য অভিধেয় তার॥

২৮ প্রশ্ন। কিমগ্রাহ্যং।

ভাষা। ভরদ্বাজ কহিলেন হে কমলাসন। "অগ্রাহ্য কি" কৃপাকরি করুন কীর্ত্তন॥

উত্তর। দেশ কাল বস্তু পরিচ্ছদ রহিতং স্বস্বরূপং ব্যতিরিক্ত মায়াময়ং মনো বুদ্ধীন্দ্রিয় গোচরং জগৎসত্যং ইত্যর্থ চিন্তনং অগ্রাহ্যং।

ভাষা। দেশ কাল বস্তু আর পরিচ্ছদ হীন। আপন আপন রূপ হইয়া বিহীন॥ মায়াময় মন, বুদ্ধীন্দ্রিয় যোগে আর। কেবল জগৎ সত্য এই চিন্তা যার॥ তাহাই অগ্রাহ্য বলি হয়েছে বর্ণন। সংশয় নাহিক তাহে শুন তপোধন॥

২৯ প্রশ্ন। কঃ সমাধিঃ।

ভাষা। ভরদ্রাজ তপোধন পদ্মাসনে কয়। " সমাধি কি", কৃপাকরি কহ সদাশয়।

উত্তর। সর্ব্বমন্যৎ পরিত্যজ্য নির্ম্মমো নিরহঙ্কারো ভূত্বা ব্রহ্মনিষ্ঠ শরণমধিগম্য তত্ত্বমস্যাদি মহা বাক্যার্থং নিশ্চিত্য-নির্বিকল্প সমাধিনা স্বতন্ত্র সময়শ্চরতি সমুক্তঃ স পূজ্যঃ স পরমহংসঃ সোবধূতঃ স ব্রাহ্মণঃ স সত্যঃ সান্দিস সর্ব্ববিৎ।

ভাষা। পরিত্যাগ করিয়াছে সমস্ত যেজন। অহঙ্কার প্রভৃতিতে রত নহে মন ॥ ব্রহ্মনিষ্ঠা করি, লয় ব্রহ্মের শরণ। জানিয়াছে মনে সত্য নিশ্চয় কারণ ॥ বিকল্প রহিত হোয়ে সমাধি ধরিয়া। রহিয়াছে অনুক্ষণ নিঃক্ষিপ্ত হইয়া ॥ সেই মুক্ত সেই পূজ্য সর্ব্বজ্ঞ সে জন। সেই অবধূত সেই জানিবে ব্রাহ্মণ ॥ কে হবে পরমহংস তিনি ভিন্ন আর। তিনিই জানিবে সত্য, কেবা সম তাঁর ॥

৩০ প্রশ্ন। কো ব্রাহ্মণ।

ভাষা। ভরদ্রাজ কহিলেন ব্রহ্মাকে এমন। "কে ব্রাহ্মণ" কৃপাকরি করুন কীর্ত্তন ॥

উত্তর। ব্রহ্মবিৎ স এব ব্রাহ্মণঃ ॥

ভাষা। ব্রহ্মাকে যে জানিয়াছে ওহে তপোধন। নিশ্চয় তোমাকে বলি তিনিই ব্রাহ্মণ ॥

ব্রহ্ম ভরদ্বাজ সংবাদ সমাপ্ত।

লক্ষ্মীস্তোত্র।

ত্বং শ্রী রূপেন্দ্র সদনে মদনৈক মাতা,
জ্যোৎস্নাসি চন্দ্রমসি চন্দ্রমনোহরাস্যে।
সূর্য্যে প্রভা সিতজগত্রিতয়ে প্রভাসি,
লক্ষ্মী প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ১ ॥

হে লক্ষ্মি! ইন্দ্রের বাসে তুমি শ্রীস্বরূপা। হে মদন মাতঃ! চন্দ্রমধ্যে জোৎস্নারূপা ॥ ওগো চন্দ্রচারুআস্যে! তপনেতে আর। প্রভারূপে আপনিই করেন বিহার ॥ অপর যে সুশ্রী-ভুত আছে ত্রিভুবনে। প্রভারূপে আপনি সে সব, জানি মনে ॥ আপনি প্রসন্না হও এই নিবেদন। হে দেবি! যাহারা করে তোমার বন্দন ॥ তাঁদের শরণ্যা হন আপনি নিশ্চয়। কৃপা করি মম প্রতি হউন সদয় ॥ ১ ॥

ত্বং জাতবেদাস সদা দহনাত্মশক্তি র্বেধা
স্ত্বয়া জগদিদং বিবিধং বিদধ্যাৎ।
বিশ্বম্ভ রোপি বিভৃয়াদখিলং ভবত্যা লক্ষ্মি
প্রসীদ সততং নমতাং শরণ্যে ॥ ২ ॥

হে দেবি! আপনি মহালক্ষ্মী নারায়ণী। অগ্নিতে দহনা-ত্মিকা শক্তিই আপনি ॥ আপনাতে ভক্তি বিধি করি সমর্পণ। অখিল জগৎ আদি করেন সৃজন ॥ তব দ্বারা বিশ্বম্ভর অখিল সংসার। পালন করেন, কিবা অন্যথা তাহার ॥ আপনি প্রসন্না হও এই নিবেদন। হে দেবি! যাহারা করে তোমার বন্দন ॥ তাঁদের শরণ্যা হন আপনি নিশ্চয়। কৃপা করি মম প্রতি হউন সদয় ॥ ২ ॥

শ্রীসূক্ত।

হিরণ্যংবর্ণাং হরিণীং স্নুবর্ণ রজতস্রজাং।

চন্দ্রাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত জোদা ম আবহ ॥ ১ ॥

ওহে জাতবেদঃ ওহে অগ্নি সদাশয়! যার বর্ণ স্নুবর্ণ সদৃশ শোভা-ময় ॥ হরিণী রূপেতে যিনি করেন বিহার। স্বর্ণ রৌপ্য পুষ্প মাল্য শোভে গলে যাঁর ॥ চন্দ্রের সদৃশ যিনি হন প্রভান্বিত। হিরণ্ময় কলেবর যাঁহার শোভিত ॥ সেই শ্রীকে মম জন্য স্মর বার বার। হে অগ্নি: আপনি হোতা সব দেবতার ॥ তোমার অধীন জানি শ্রীর আবাহন। সবিনয় করি' কর এ কার্য্য সাধন ॥ ১ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীং।

যস্যাং হিরণ্যং বিন্দয়েং গা মশ্বং পুরুষানহং ॥ ২ ॥

হে অনল! অপগতি হীনা কমলায়। আহ্বান করুন মম মঙ্গল বিধায় ॥ আহুতা হইলে যিনি স্বর্ণ, ধেনু, হয়,। পুত্র পৌত্র দাস দাসী পাইব নিশ্চয় ॥ ২ ॥

অশ্বপূর্ব্বাং রথমধ্যাং হস্তিনাদ প্রবোধিনীং।

শ্রিয়ং দেবী মুপহ্বয়ে শ্রী মা দেবী জুষতাং ॥ ৩ ॥

যার অগ্রগামী হয় তুরঙ্গ নিচয়। যাঁর মধ্যে বিমান সকল শোভাময় ॥ হস্তিরবৃংহিত ধ্বনিদ্বারা যাঁর তরে। প্রকৃষ্ট রূপেতে বোধ জন্মান অন্তরে ॥ দেবনবিশিষ্টা যিনি ও আশ্রয়নীয়া। ডাকিতেছি, সেই শ্রীকে আহ্বান করিয়া ॥ আ-মার সমীপে তিনি করি আগমন। করুন আমাকে সেবা এই নিবেদন ॥ ৩ ॥

কাং সস্মিতাং হিরণ্য প্রাকারা মার্দ্রাং জ্বলন্তীং

তৃপ্তাং তর্পয়ন্তীং পদ্মে স্থিতাং পদ্ম বর্ণাং তামি-

হোপহ্বয়ে শ্রিয়ং ॥ ৪ ॥

যিনি ব্রহ্মরূপা, মৃদুহাস্য মুখে যার। সুবর্ণ সদৃশ যাঁর সুন্দর আকার॥ ক্ষীরোদ সাগরে যিনি উৎপন্ন হওয়াতে। স্বভাবতঃ আদ্রভাব তাঁহার তাহাতে॥ সদা প্রকাশিতা যিনি, প্রীতা হয়ে আর। ভক্তদের মনোরথ দ্বারা আপনার॥ করেন সম্প্রীত; যিনি রণ পদ্মোপরে। কমল বরণ যাঁর অতি শোভাকরে॥ সেই শ্রী দেবীকে ডাকিতেছি কায় মনে। আসুন এখন তিনি আমার সদনে॥ ৪॥

চন্দ্রাং প্রভাসাং যশসা জ্বলন্তীং শ্রিয়ং লোকে
দেবজুষ্টামুদারাং। তাং পদ্মিনী মীং শরণং
প্রপদ্যে হলক্ষ্মী র্মে নশ্যতাং ত্বাং বৃণোমি॥ ৫॥

চন্দ্রের সমান যিনি সদা প্রকাশিতা। যাঁর প্রভা প্রকৃষ্টা বিশেষ সুশোভিতা॥ প্রকাশিতা যিনি সদা কীর্ত্তির কারণ। যাঁরে স্বর্গে সেবে ইন্দ্র আদি দেবগণ॥ যিনি দানশীলা, পদ্মলতা রূপা আর ঈকার বাচ্যতে যাঁর মহিমা অপার॥ সেই শ্রীর সমীপেতে বিনয় করিয়া। হলেম শরণাগত রক্ষিত্রী বলিয়া॥ অতএব হে কমলে! করি নিবেদন। অলক্ষ্মীকে অবিলম্বে করুন হরণ॥ তাহার কা-রণ আমি এই আপনাকে। শরণার্থে বরিতেছি রাখুন আমাকে॥ ৫॥

আদিত্য বর্ণে তপসোহভিজাতো বনস্পতি স্তব
বৃক্ষো হর্থ বিল্বঃ। তস্য ফলানি তপসা নুদন্ত মা
যা অন্তরা যাশ্চ বাহ্যা অলক্ষ্মীঃ॥ ৬॥

হে লক্ষ্মি! সূর্য্যের সম তোমার বরণ। তোমার নিয়মে ফলবান্ তরুগণ॥ বিনা পুষ্পে সমুদ্ভব হয়েছে সুন্দর। তব জন্য হইয়াছে বিল্ব তরুবর॥ সেই সে বৃক্ষের পক্ব ফল কৃপায় তোমার। অন্তর ইন্দ্রিয় ও মা বাহ্যেন্দ্রিয় আর॥ সম্বন্ধিনী অলক্ষ্মীকে করুন বিদায়॥ ইহাই প্রার্থনা মম তব রাঙ্গা পায়॥ ৬॥

উপেতু মাং দেবসখঃ কীর্ত্তিশ্চ মণিনা সহ।
প্রাদুর্ভূতোঽস্মি রাষ্ট্রেঽস্মিন্ কীর্ত্তিমৃদ্ধিং দদাতু মে॥ ৭॥

হে লক্ষ্মি! শিবের সখা কুবের উদার। কীর্ত্ত্যাভিমানিনী শুভ দেবপত্নী আর॥ কোষাধ্যক্ষ সহ মম আসুন সদনে। উৎপন্ন হয়েছি আমি এস্থানে এক্ষণে॥ তাঁহারা আমার মনে সঙ্গত হইয়া। কীর্ত্তি আর সর্ব্ব বস্তু সমৃদ্ধি করিয়া॥ সদা সুখ সৌভাগ্যেতে রাখুন আমায়। ইহাই প্রার্থনা মম তব রাঙ্গা পায়॥ ৭॥

ক্ষুৎপিপাসামলাং জ্যেষ্ঠালক্ষ্মীং নাশয়াম্যহং।
অভূতি মসমৃদ্ধিঞ্চ সর্ব্বাং নির্ণুদ মে গৃহাৎ॥ ৮॥

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ম্লানা জ্যেষ্ঠা অলক্ষ্মীকে। সত্বরে বিনাশ আমি করি, সদাত্মিকে॥ তুমি মম অসমৃদ্ধি কর নিবারণ। ইহাই প্রার্থনা মম জানিবে এখন॥ ৮॥

গন্ধদ্বারাং দুরাধর্ষাং নিত্যপুষ্টাং করীষিণীং।
ঈশ্বরীং সর্ব্বভূতানাং তামিহোপহ্বয়ে শ্রিয়ং॥ ৯॥

যাঁহার লক্ষণ গন্ধ, আর কেহ যাঁরে। কখন ধর্ষণ নাহি পারে করিবারে॥ সদা গাভী অশ্বাদিতে যিনি সমৃদ্ধিনি। সকল প্রাণির হন অধিষ্ঠাত্রী যিনি॥ সেই ভূমিরূপা শ্রীকে করি আবাহন। ইহ লোকে আসি তিনি দিন দরশন॥ ৯॥

মনসঃ কাম মাকূতিং বাচঃ সত্যমশীমহি।
পশূনাং রূপমন্নস্য ময়ি শ্রীঃ শ্রয়তাং যশঃ॥ ১০॥

হে শ্রী এই আশীর্ব্বাদ করুন এজনে। বাসনা হইবে পূর্ণ যাহা হবে মনে॥ সংকল্প করিব যাহা হবে সুসাধন। বাগেন্দ্রিয় সত্যপথে করিবে গমন। গাভী মহিষ্যাদিদের ক্ষীরাদি সকল। চতুর্ব্বিধ ভক্ষ্য দিব্য হইবে সচ্ছল। আর এই নিবেদন কহি বিবরিয়া। সম্পত্তিও কীর্ত্তি রবে আশ্রয় করিয়া॥ ১০॥

কর্দ্দমেন প্রজা ভূতা ময়ি সম্ভব কর্দ্দম।

শ্রিয়ং বাসয় মে কুলে মাতরং পদ্মমালিনীং ॥ ১১ ॥

কর্দ্দম পুত্রের দ্বারা হে শ্রী যশোমতি! । প্রকৃষ্ট রূপেতে হই-য়াছ প্রজাবতি ॥ হে কর্দ্দম! আপনি শ্রীপুত্র যশোধন। আমার গৃহেতে বাস করুন এখন॥ পদ্মমালাবৃতা তব মাতাকে আ-নিয়া। বসাও আমার বংশে কৃপা প্রকাশিয়া ॥ ১১ ॥

আপঃ সৃজন্তু স্নিগ্ধানি চিক্লীত বস মে গৃহে।
নিত্যং দেবী মাতরং তে শ্রিয়ং বাসয় মে
কুলে ॥ ১২ ॥

জলাভিমানিনী দেবতারা অনুক্ষণ। স্নেহযুক্ত কার্য্য সব করুন সাধন ॥ হে চিক্লীত শ্রীতনয় কৃপা প্রকাশিয়া। আমার গৃহেতে বাস করুন আসিয়া ॥ শ্রীদেবীকে জানি তিনি তোমার জননী। নিত্য তাঁরে মম বংশে বসাও আপনি ॥ ১২ ॥

আর্দ্রাং পুষ্করিণীং পুষ্টিং পিঙ্গলং পদ্মমালিনীং।
হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম আবহ ॥ ১৩ ॥

আর্দ্রাঙ্গ ও অভিষেক উদযুক্ত রূপিনী। কমলমালিনী, পদ্মলতা স্বরূপিনী ॥ পুষ্ট্যাভিমানিনী আর পিঙ্গলবরণা। হিরণ্ময়ী শ্রীদেবিকে কর আরাধনা ॥ ওহে জাতবেদ! তাহা এ জন কারণে। আহ্বান করুন তারে আমার সদনে ॥ ১৩ ॥

আর্দ্রাং যঃ করিণীং যষ্টিং সুবর্ণাং হেমমালিনীং।
সূর্য্যাং হিরণ্ময়ীং লক্ষ্মীং জাত বেদো ম
আবহ ॥ ১৪ ॥

যিনি আর্দ্র অঙ্গা আর লগুড়ধারিণী। দণ্ডরূপা, সুবরণা, কাঞ্চনমালিনী ॥ সূর্য্যসম প্রকাশিতা কাঞ্চন বরণ। সেই শ্রীল-ক্ষ্মীকে তুমি আমার কারণ ॥ ওহে জাতাবেদঃ! কর আহ্বান যতনে। বিশেষ সন্তুষ্ট আমি হই তবে মনে ॥ ১৪ ॥

তাং ম আবহ জাতবেদো লক্ষ্মী মনপগামিনীং।
যস্যাং হিরণ্যং প্রভূতং গাবো দাস্যোঽশ্বান্ বি
ন্দেয়ং পুরুষানহং ॥ ১৫ ॥

ওহে জাতাবেদঃ ! তুমি আমার কারণ। অনপগামিনী শ্রীকে
কর আবাহন ॥ যাঁহা হোতে হিরণ্য গো অশ্ব দাস দাসী।
সম্প্রাপ্ত হইব, আমি যাহা অভিলাষী ॥ ১৫ ॥

ইতি শ্রীসুক্ত সমাপ্ত।

লক্ষ্মীকেশব সংবাদ।

মেরুপৃষ্ঠে সুখাসীনাং লক্ষ্মীং পৃচ্ছতি কেশবঃ।
কেনোপায়েন দেবি ত্বং নৃণাং ভবসি নিশ্চলা ॥ ১ ॥

সুমেরু শৈলের পৃষ্ঠে নারায়ণ সনে। বিরাজ করেন লক্ষ্মী পুলকিত মনে॥ তৎকালীন কেশব কহেন কমলায়। হে লক্ষ্মি! নরের কিবা কর্ম্মের দ্বারায়॥ সদা সুখে থাক তুমি নিশ্চলা হইয়া। শুনিতে বাসনা মম বল বিশেষিয়া॥ ১॥

শ্রীউবাচ।

শুক্লাঃ পারাবতা যত্র গৃহিণী যত্রচোজ্জ্বলা।
অকলহা বসতি যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥ ২॥

ওহে কৃষ্ণ! যার গৃহে ধবল আকার-পারাবত রহে, নারি রূপবতী যার॥ কলহ না থাকে, এই তিন যথা রয়। তথায় আমার স্থিতি জানিবে নিশ্চয়॥ ২॥

ধান্যং সুবর্ণ সদৃশং তণ্ডুলাং রজতোপমাঃ।
অন্নাঞ্চৈব তুষং যত্র তত্র কৃষ্ণ বসাম্যহং॥ ৩॥

হে কৃষ্ণ! যেজন ধান্যে ভাবয়ে কঞ্চন। তণ্ডুলেরে মনে করে রজত যেমন॥ অন্নেতে যাহার তুষ দর্শন না হয়। তার গৃহে থাকি আমি জানিবে নিশ্চয়॥ ৩॥

যঃ সম্বিভাগী প্রিয়বাক্যভাষী বৃদ্ধোপসেবী প্রিয়
দর্শনশ্চ। অল্প প্রলাপী ন চ দীর্ঘসূত্রী তস্মিন্
সদাহং পুরুষে বসামি॥

হে কৃষ্ণ! যে জন খাদ্য দ্রব্যাদি পাইয়া। আপনি সকল নাহি ভক্ষণ করিয়া॥ বিতরণ করি তাহা করয়ে ভক্ষণ। প্রিয়-বাক্য সকলেরে কহে অনুক্ষণ॥ বহুদর্শী লোকের সংসর্গে সদা রহে। রূপবান, আর বহু বাক্য নাহি কহে॥ কার্য্য উপ-

স্থিত হোলে করে সমাপন। সেই পুরুষেতে থাকি, শুন নারায়ণ ! ॥ ৪

যো ধর্ম্মশীলো বিজিতেন্দ্রিয়শ্চ বিদ্যাবিনীতো ন পরোপতাপী। অগর্ব্বিতো যশ্চ জনানুরাগী তস্মিন্ সদাহং পুরুষে বসামি ॥ ৫ ॥

ধার্ম্মিক ও রিপুগণে যেবা করে জয়। বিদ্যাবান হোয়ে, হয় স্তাবক নিশ্চয় ॥ পর-পীড়নেতে আর নাহি ধায় মন। অহঙ্কার মনোমধ্যে করে না কখন ॥ সকলের অনুরাগ করয়ে প্রকাশ। সেই মনুষ্যেতে আমি সদা করি বাস ॥ ৫ ॥

চিরং স্নাতি দ্রুতং ভুঙক্তে পুষ্পং প্রাপ্যন জিঘ্রতি।
যোন পশেৎ স্ত্রিয়ং নগ্নাং নিয়তং সচ মে প্রিয়ঃ ॥ ৬ ॥

দীর্ঘকালাবধি স্নান করে যেইজন। অল্পকাল মধ্যে করে সমাপ্ত ভোজন ॥ পুষ্প পাইলেই তার নাহি লয় ঘ্রাণ। উলঙ্গ নারীর দিকে ফিরিয়ে না চান ॥ ওহে ভগবান ! আমি বলিছে নিশ্চয়। সেই জন আমার অত্যন্ত প্রিয় হয় ॥ ৬ ॥

ত্যাগঃ সত্যঞ্চ শৌচঞ্চ ত্রয় এতে মহাগুণাঃ। যঃ
প্রাপ্নোতি গুণানেতান্ শ্রদ্ধাবান্ স চ মে প্রিয়ঃ ॥ ৭ ॥

দান, সত্য, শুচিত্ব এ গুণ ত্রয় সার। আর এক শ্রদ্ধা আছে মতি তাতে যার ॥ সেইজন আমার অত্যন্ত প্রিয় হয়। ওহে ভগবান ! ইহা জানিবে নিশ্চয় ॥ ৭ ॥

সর্ব্বলক্ষণ মধ্যে তু ত্যাগ এব বিশিষ্যতে।
কালেচ দেশেচ পাত্রেচ স চ ত্যাগঃ প্রশংস্যতে ॥ ৮ ॥

আমার বাসের যে লক্ষণ প্রকরণ। তার মধ্যে দান এক প্রধান কারণ ॥ সেই দান শুদ্ধকালে কাশ্যাদি তীর্থেতে। যেই নর দ্যায় কোন উত্তম ব্যক্তিতে ॥ ওহে ভগবান ! সেই শ্রেষ্ঠ দান হয়। সেই দানকর্ত্তা মম প্রিয় অতিশয় ॥ ৮ ॥

নিত্যং মামলকে লক্ষ্মী নিত্যং বসতি গোময়ে।
নিত্যং শঙ্খে চ পদ্মে চ নিত্যং শ্রীঃ শুক্লবাসসি ॥ ৯ ॥

নিত্য আমলকী বৃক্ষে গোময়েতে আর। শঙ্খেতে ও শুক্ল বস্ত্রে স্থিতি কমলার ॥ ৯ ॥

বসামি পদ্মোৎপল শঙ্খ মধ্যে বসামি চন্দ্রে চ মহেশ্বরে চ। নারায়ণেচৈব বসুন্ধরায়াং বসামি নিত্যোৎসব মন্দিরেষু ॥ ১০ ॥

পদ্মরক্তোৎপলে, শঙ্খে, রেবতীমোহনে। বৃষভবাহনশিবে, নারায়ণে, ধনে॥ পৃথিবীতে নৃত্যগীত যে যে গৃহে হয়। হে কৃষ্ণ! তথায় থাকি জানিবে নিশ্চয় ॥ ১০ ॥

যথোপদিষ্টা গুরুভক্তিযুক্তা, পত্যুর্ব্বচো নাক্রমতে চ নিত্যং। নিত্যঞ্চ ভুংক্তে পতিভুক্ত শেষং তস্যাঃ শরীরে নিয়তং বসামি ॥ ১১ ॥

যে প্রকার গুরুভক্তি শাস্ত্রমতে কয়। সেইরূপ ভক্তিযুক্ত যে রমণী হয়॥ পতির অনুজ্ঞা সদা করয়ে পালন। পতির ভুক্তাবশেষ করয়ে ভোজন॥ সেই স্ত্রীর দেহে আমি সদা করি বাস। স্বরূপ তোমারে এই বলি পীতবাস ॥ ১১ ॥

তুষ্টা চ ধীরা প্রিয়বাদিনী চ সৌভাগ্য যুক্তা চ সুশোভনা চ। লাবণ্যযুক্তা প্রিয়দর্শনা যা পতিব্রতা যা চ বসামি তাসু ॥ ১২ ॥

হে কৃষ্ণ! যে নারী সদা হর্ষযুক্তা হয়। স্থিরা, ও সর্ব্বদা লোকে প্রিয়বাক্য কয়॥ সৌন্দর্য্য বিশিষ্টা হয়, ভাগ্যশীলা আর। লাবণ্যের দ্বারা প্রীত জন্মায় সবার॥ সর্ব্বদা যতনে করে পতির সেবন। সেই স্ত্রীলোকেতে আমি থাকি অনুক্ষণ ॥ ১২ ।

শ্যামা মৃগাক্ষী কৃশমধ্যভাগা সুভ্রূঃ সুকেশী সুগতিঃ
সুশীলা। গভীর নাভিঃ সমদন্তপংক্তি স্তস্যাঃ
শরীরে নিয়তং বসামি ।। ১৩ ।।

শ্যামবর্ণা, মৃগসম শোভন নয়ন। ক্ষীণমধ্যা, ভ্রু যুগল বিশেষ শোভন ।। সুকেশী, সুগতি আর সুশীলা স্বভাব। সুগভীর নাভি, দন্তপংক্তি সমভাব ।। এ প্রকার সুশোভনা রমণী যে হয়। তাহাতে আমার স্থিতি শুন দয়াময় ! ।। ১৩ ।।

যা পাপরক্তাপি শুনস্বভাবা, স্বাধীন কান্তং
পরিভূতয়ে চ। অমর্ষকামা কুচরিত্রশীলা,
তামঙ্গনাং প্রেতমুখীং ত্যজামি ।। ১৪ ।।

যে নারী কুটিলা, আর পাপাচারে রত। আপনি হইয়া কর্ত্তা কার্য্য করে যত ।। আপনার পতিকে করিতে পরাজয়। ক্রোধ পরবশা হোয়ে অনুক্ষণ রয় ।। সদা কাল হরে মন্দ আচার আচরি। সেই প্রেতমুখী স্ত্রীকে আমি ত্যাগ করি ।। ১৪ ।।

পুষ্পং পর্য্যুষিতং পূতিং শয়নং বহুভিঃ সহ।
ভগ্নাসনং কুনারীঞ্চ দূরতঃ পরিবর্জয়েৎ ।। ১৫ ।।

বাসিপুষ্প, অনেকের সহিত শয়ন। ভাঙ্গা পিড়ি, দুষ্টা নারী করিবে বর্জ্জন ।। তাহা হোলে মম কৃপা হইবে নিশ্চয়। অলক্ষ্মীর চিহ্ন উপরোক্ত চতুষ্টয় ।। ১৫ ।।

চিতাঙ্গারক মস্থীনি বহ্নিং ভস্ম দ্বিজঞ্চ গাং।
ন পাদেনস্পৃশেৎ পাদং কার্পাসাস্থি তুষং গুরুং ।। ১৬ ।।

চিতার অঙ্গার, হাড়, আর হুতাশন। ব্রাহ্মণ, গোধন, আর অপর চরণ ।। কার্পাসের কাটি, আর গুরুতর জনে। করিবেনা কভু স্পর্শ এ সব চরণে ।। এ সকল পদ দ্বারা যেবা স্পর্শ করে। সেই নরাধমে আমি ত্যজিব সত্বরে ।। ১৬ ।।

নখ কেশোদকঞ্চৈব মৈথুনং পর্ব্ব সন্ধ্যয়োঃ।
বর্জ্জয়েন্নগ্নশায়িত্বং মেকাকী মিষ্ট ভোজনং॥ ১৭॥

নখ আর কেশধৌতবারি ব্যবহার। পর্ব্বাদিতে সংক্রান্তিতে সন্ধ্যা কালে আর॥ বিলাস; ও বস্ত্র ত্যাগ করিয়া শয়ন। অন্যেরে না দিয়ে করে মিষ্টান্ন ভোজন॥ এই কয় দোষ যে জনাতে উপজয়। তাহাতে আমার কভু কৃপা নাহি হয়॥ এই কয় দোষে লিপ্ত না রহে যেজন। আমি তারে কৃপাকরি ওহে নারায়ণ॥ ১৭

শিরঃ সুপুষ্পং চরণৌ সুপূর্জ্জিতৌ নিজাঙ্গনাসেবন
মল্পভোজনং। অনগ্নশায়িত্ব মপর্ব্ব মৈথুনং চির
প্রণষ্টাং শ্রিয়মানয়ন্তি ষট্॥ ১৮॥

শুক্লপুষ্প মস্তকেতে যে করে ধারণ। সর্ব্বদা পবিত্র রাখে আপন চরণ॥ আপন বনিতা ভিন্ন অন্য বনিতায়। কখন না জন্মে মতি, আর অল্প খায়॥ উলঙ্গ হইয়া কভু করেনা শয়ন। পঞ্চ পর্ব্ব যথা মতে করয়ে পালন॥ বহুকাল কমলা ত্যজিলে সেই জনে। তথাচ এ ছয় রূপ আচার কারণে॥ পুনর্ব্বার লক্ষ্মী লাভ করে সেই জন। নিশ্চয় এ কহিলাম ওহে নারায়ণ!॥১৮॥

সম্মার্জ্জনী রজোবাতং নির্গুণ্ডীন্ লকূচস্তথা।
রাত্রৌ বিল্বপলাশঞ্চ কপিত্থং বর্জ্জয়েদ্দধি॥ ১৯॥

ঝাঁটার ধূলী ও বায়ু নাহি লাগে গায়। নীল সেফালিকা পুষ্প না লয় নিশায়॥ বেল, শাক, দধি, আর কপিত্থ মান্দার। রাত্রি কালে যেই জন না করে আহার॥ সেই জনে মম কৃপা হইবে নিশ্চয়। অন্যথা নাহিক তাহে শুন দয়াময়!॥ ১৯॥

স্বগাত্রাসনয়োর্বাদ্যং অপূজা মূর্দ্ধপাদয়োঃ।
উচ্ছিষ্টং স্পর্শনং মূর্দ্ধ্নি স্নানাভ্যঙ্গঞ্চ বর্জ্জয়েৎ॥ ২০॥

আপনার অঙ্গ আর আপন আসন। যেই জন কভু নাহি করয়ে বাদন॥ সর্ব্বদা পবিত্র রাখে শিরঃ পাদদ্বয়। উচ্ছিষ্ট

দ্রব্যাদি কভু মস্তকে না লয় ।। স্নান করি পুনঃ তৈল না করে মর্দ্দন। আমার কৃপার পাত্রী হয় সেই জন।। ২০ ।।

শয়নঞ্চান্ধকারে চ রাত্রিবাসো দিনে তথা।
ম্লানাম্বর কুবেশঞ্চ বর্জয়েৎ শুষ্কভোজনং ।। ২১ ।।

অন্ধকারে শয়ন করিয়া কাল হরে। দিবসেতে রাত্রিবাস পরিধান করে ।। মলিন বসন আর কুবেশেতে থাকে। শুষ্কান্ন ভোজন করে; ত্যাগ করি তাকে ।। এসকল অবশ্যই করিবে বর্জ্জন। তাহা হোলে হবে মম কৃপার ভাজন।। ২১ ।।

পরেণোদ্বর্ত্তিতং বক্ষঃ স্বয়ং মাল্যাপকর্ষণং।
আলস্য মবসাদঞ্চ ন কুর্য্যাল্লোষ্ট মর্দ্দনং ।। ২২ ।।

অন্যের দ্বারায় বক্ষ করায় মর্দ্দন। অন্যায় রূপেতে করে মাল্য আকর্ষণ ।। আলস্য ও অবসন্ন হোয়ে সদা থাকে। কঠিন মৃত্তিকা মাখে; ত্যাগ করি তাকে ।। এ সকল অবশ্যই করিবে বর্জ্জন। তাহা হোলে হবে মম কৃপার ভাজন ।। ২২ ।।

শুক্রবারে চ যত্তৈলং শিলা পিষ্টঞ্চ দর্শকে।
স্বয়ং বামেন মূর্দ্ধানং পাণিনা নৈব সংস্পৃশেৎ ।। ২৩ ।।

শুক্রবার আর অমাবস্যায় যে জন। গন্ধ দ্রব্য আর তৈল করেনা স্পর্শন। বাম করে নাহি স্পর্শে শির আপনার। নিশ্চয় সে কৃপাকর্ত্রী হইবে আমার ।। ২৩ ।।

তারকাঃ পুষ্পবন্তৌ চ ন পশ্যেদ শুচিঃ পুমন্।
নেক্ষেন্নগ্নং পরস্ত্রীণাং নাস্তং যান্তং দিবাকরং।। ২৪ ।।

অশুচি হইয়া তারা, শশাঙ্ক, ভাস্কর। দর্শন যে নাহি করে সেই ভাগ্যধর ।। তাহাতে আমার কৃপা উপলব্ধি হয়। সেই মম প্রিয়পাত্র শুন দয়াময়! ।। ২৪ ।।

কুর্য্যান্নান্য ধনাকাঙ্ক্ষাং পরস্ত্রীণা তথৈবচ।
পরেষাং প্রীতিকুলঞ্চ উদিতার্কে প্রবোধনং ।।

নখ কণ্টক রক্তৈশ্চ মৃত্তিকাঙ্গার বারিভিঃ।
বৃথাবিলেখনং ভূমৌ ন কুর্য্যান্মমকাঙ্ক্ষয়া ॥ ২৫ ॥

মম কৃপা লাভ আশা করয়ে যে জন। পরধনে পরস্ত্রীতে রাখিবে না মন। অন্যের অনিষ্ট নাহি সাধন করিবে। সূর্য্যোদয় মাত্রে শয্যা ত্যজিয়া উঠিবে॥ নখ কি কণ্টক কিম্বা রক্ত মৃত্তিকায়। অঙ্গার কি জল দ্বারা কখন ধরায়॥ অনর্থক লিখিবে না শুন নারায়ণ। তাহা হোলে হবে মম কৃপার ভাজন॥ ২৫ ॥

গ্রথিতঞ্চ স্বয়ং মাল্যং স্বয়ং ঘৃষ্টঞ্চ চন্দনং।
নাপিতস্য গৃহে ক্ষৌরং শক্রাদপি হরেৎ
শ্রিয়ং॥ ২৬ ॥

আপনি গাথিয়া মালা পরয়ে গলায়। আপনি চন্দন ঘষি মাখে নিজ গায়॥ নাপিতের নিকেতনে করিয়া গমন। ক্ষৌরি কার্য্য সাঙ্গ করে এমন যে জন॥ তাহার বিষয়ে আর কি বলিব বাড়া। ইন্দ্রতুল্য হোলেও সে হবে লক্ষ্মীছাড়া॥ ২৬ ॥

ন নিন্দাং গণকে বিপ্রে পাদয়ে র্নর্ত্তনং তথা।
প্রতিকুলং চরেৎস্ত্রীণাং ভুক্ত্বা চ দন্তধাবনং॥ ২৭ ॥

নিন্দিবেনা গণক ও ব্রাহ্মণে কখন। নাচাবেনা পদদ্বয় অতি অলক্ষণ॥ স্ত্রীলোকের প্রতি না করিবে কোপাচার। ভোজন করিয়া দন্ত মাজিবেনা আর॥ এই চারি কার্য্য যেই জন নাহি করে। আমার বিশেষ কৃপা তাহার উপরে॥ ২৭ ॥

অমৃতং মাংস শুপঞ্চ নগ্নাশ্চৈব স্ত্রিয়ং তথা।
ভক্ষণাদ্দর্শনাচ্চৈব শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং॥ ২৮ ॥

বৃথা মাংস বৃথা অন্ন ব্যঞ্জনাদি আর। অর্থাৎ অনিবেদিত যে করে আহার॥ নগ্না স্ত্রী যে জন আর দরশন করে। ইন্দ্র তুল্য হইলেও তার লক্ষ্মী হরে॥ ২৮ ॥

মন্ত্রৈরযুক্তঃ পরদার সেবী আচার হীনঃ পরসেবকশ্চ।
সঙ্কীর্ণাচারী পরিবাদ শীলস্তং নিষ্ঠুরং দম্ভ ময়ং
ত্যজামি ॥ ২৯ ॥

গুরুদত্ত-মন্ত্রত্যাগী, পরস্ত্রীতে রত। বিহিন পবিত্রমার্গ আ-চার বিরত ॥ সেবনীয় ব্যক্তিকে না করিয়া সেবন। অন্যের করয়ে সেবা হইয়া মগন ॥ ইতর লোকের সম আচরণ করে। সদা পরিবাদ যুক্ত হোয়ে কাল হরে ॥ সে নিষ্ঠুর অহঙ্কারী মানবে নিশ্চয়। পরিত্যাগ করি আমি শুন দয়াময় ॥ ২৯।

শয়নঞ্চার্দ্র পাদেন রাত্রিবাসো দিনে তথা।
নো উত্তমধমঃ কুর্য্যাৎ শুষ্ক পাদেন ভোজনং ॥ ৩০ ॥

আর্দ্রপদে গিয়া করে অমনি শয়ন। দিবসেতে রাত্রিবাস বসন ধারণ ॥ অর্থাৎ গামছা পরিধান করি রয়। ভোজন করয়ে না ধুইয়া পদদ্বয় ॥ এই সব আচরণ করে যেই নর। নিশ্চয় তাহারে ত্যাগ করি গদাধর ! ॥ ৩০ ॥

অশুচি ম্লান বস্ত্রাঞ্চ দুর্গন্ধা ম স্তথাবহাং।
অভূষণা মপুষ্পঞ্চ ন কুর্য্যাদাত্মানস্তহুং ॥ ৩১ ॥

আপন শরীর রাখে অশুচি করিয়া। দুর্গন্ধ সংযুক্ত বস্ত্র থা-কয়ে পরিয়া ॥ দুঃখযুক্ত অলঙ্কার ; এ সব ত্যজিবে। প্রসাদিত পুষ্প শিরে ধারণ করিবে ॥ তাহা হোলে মম কৃপা হইবে নিশ্চয় নতুবা তাহার দুঃখ চিরস্থির হয় ॥ ৩১ ॥

কর্ণে চ আননে ঘ্রাণে তথা করতলেহপিচ।
পাদে পৃষ্ঠে তথা নেত্রে ন কুর্য্যাদনুলে পনং ॥ ৩২ ॥

করে মুখে নাসিকায় আর হস্তে পায়। পৃষ্ঠে নেত্রে চন্দন লেপিলে কষ্ট পায় ॥ ৩১ ॥

চক্ষুর্লগ্নে হতাং শ্রেয়ো মুখ লগ্নে ধনক্ষয়ঃ দরিদ্র কর্ণ
লগ্নে চ পাদ পৃষ্ঠে তথাযুশঃ। করে চ নাসিকারন্ধ্রে

বুদ্ধিনাশোঽসুলেপনং। তস্মাদ্বিবর্জয়েৎ দেতানমু-
লেপন ভাজনঃ ॥ ৩৩ ॥

চক্ষুতে যদ্যপি করে চন্দন লেপন। হইবে মঙ্গল নষ্ট নিশ্চয় এমন ॥ যদ্যপি চন্দন করে লেপন বদনে। ধন নষ্ট হইবেক তাহার কারণে। শ্রবনে চন্দন দিলে দরিদ্রতা পায়। পদে পৃষ্ঠে দিলে আয়ু ক্ষয় হয় তায় ॥ হস্তে ও নাসিকারন্ধ্রে লেপিলে চন্দন। বুদ্ধি নাশ হইবেক নিশ্চয় এমন ॥ অতএব ঐ সব স্থানে কদাচিত। চন্দন লেপন করা না হয় উচিত ॥ ৩৩ ॥

গন্ধং পুষ্পং তথা তোয়ং রত্নঞ্চৈব মহোদধিং।
গৃহীতং প্রথমং বস্ত্রং বর্জয়েন্ন কদাচনঃ ॥ ৩৪ ॥

গন্ধ, পুষ্প, জল, রত্ন বহুমুল্যবান। কিম্বা বস্ত্র; যদি কোন ব্যক্তি করে দান ॥ প্রাপ্ত হোয়ে পুনঃ তাহা ত্যাগ যেবা করে। নিশ্চয় অশুভ তার ঘটিবে সত্বরে ॥ ৩৪ ॥

অজরজঃ খররজঃ স্তথা সংমার্জ্জনীরজঃ।
স্ত্রীণাং পাদরজো রাজন্ শক্রাদপি হরেৎ শ্রিয়ং ॥ ৩৫ ॥

ছাগলের পদধুলি, গর্দ্ধবের আর। ঝাঁটার ও পদধূলি যোষিৎ জনার ॥ স্পর্শ করিবেনা, যদি স্পর্শ কেহ করে। ইন্দ্রতুল্য হোলেও তাহার লক্ষ্মী হরে ॥ ৩৫ ॥

কুচেলিনং দন্তমলং প্রধারিণং মহাশঠং নির্ষ্ঠুর
বাক্যভাষিণং। সূর্য্যোদয়ে চাস্তমিতে তু শায়িনং
বিমুঞ্চতি শ্রীরপি চক্রপাণিনং ॥ ৩৬ ॥

মলিন বসন পরি যেই জন রয়। দন্ত না ধাবন করে, খায় অতিশয় ॥ সকল লোকেরে বলে কঠিন বচন। সূর্য্য অস্তোদয় কালে করয়ে শয়ন ॥ বিষ্ণুর সদৃশ যদি হয় সেই নর। কমলা তাহাকে ত্যাগ করেন সত্বর ॥ ৩৬ ॥

নিত্যং চ্ছেদস্তৃণানং ক্ষিতি নখ লিখনং পাদয়োরল্প
পূজা। দন্তানামল্পশৌচং বসন মলিনতা রুক্ষতা মূর্দ্ধ-
জানাং ॥ দ্বেসন্ধ্যোচাপি নিদ্রা বিবসন শয়নং গ্রাস
হাসাতিরেকঃ। স্বাঙ্গে পীঠে চ বাদ্যং হরতি
ধনপতেঃ কেশবস্যাপি লক্ষ্মী ॥ ৩৭ ॥

হস্তদ্বারা তৃণভঙ্গ করা অনুক্ষণ। নখের দ্বারায় করা ধরণী লিখন ॥ পদ অপবিত্র রাখা, দন্তে মলা আর। ম্লান বস্ত্র পরে কেশ নহে পরিষ্কার ॥ নিদ্রানীত হয় প্রাতঃ সন্ধ্যার সময়। শয়ন সময়ে অঙ্গে বস্ত্র নাহি রয় ॥ উচ্চ হাস্য, বড় গ্রাসে করয়ে ভোজন। নিজ দেহ নিজাসন করয়ে বাদন। কুবের ও কেশবের এই কার্য্য জন্য। হতশ্রী হইয়া থাকে কেবা আর অন্য ॥ ৩৭ ॥

এবং যঃ কুরুতে নিত্যং ময়োক্তানি চ কেশবঃ।
তুষ্টা ভবামি তস্যাহং ত্বয্যেষা নিশ্চলা যথা ॥ ৩৮ ॥

হে কেশব! করিলাম যে সব কীর্ত্তন। যে জন পালিবে মম নিষেধ বচন ॥ আর যাহা আচরিতে বলেছি তোমায়। যে জন সর্ব্বদা হবে নিরত তাহায় ॥ তাহার উপরে তুষ্ট হইব নিশ্চয়। যেমত নিশ্চলা তব আছি দয়াময়! ॥ ৩৮ ॥

শ্রীভাবিত মিদং স্তোত্রং প্রাত রুত্থায়ঃ যঃ পঠেৎ।
তদ্ গৃহং বিপুলং রম্য নিত্যং ভবতি নান্যথা ॥ ৩৯ ॥

শ্রীভাবিত এই মহা স্তব যেই জন। প্রাতঃ আর সন্ধ্যাকালে করেন পঠন ॥ ষড়ৈশ্বর্য্যে পূর্ণ হয় তাহার ভবন। সংশয় নাহিক তাহে জানিবে এমন ॥ ৩৯ ॥

ব্যাধিতো মুচ্যতে রোগী বদ্ধো মুচ্যতে বন্ধনাৎ।
আপদস্তস্য নশ্যন্তি তমঃ সুর্য্যোদয়ে যথা ॥ ৪০ ॥

এই স্তব প্রীতমনে করিলে পঠন। রোগ হোতে পরিমুক্ত হবে রোগীগণ ॥ বন্ধন বিমুক্ত হয় বন্ধক জনার। সকল আপদ হবে নিশ্চয় সংহার ॥ যে প্রকার দিনকর হইলে উদয়। সমুদয় অন্ধকার পরিত্যাগ হয় ॥ ৪০ ॥

ইতি লক্ষ্মীকেশব সংবাদ সমাপ্ত।

পরাশর মৈত্রেয় সংবাদে লক্ষ্মীস্তোত্র।

ইন্দ্র উবাচ।

নমামি সর্ব্বভূতানাং জননীমজ্ঞসম্ভবাং।
শ্রিয়মুন্নিদ্র পদ্মাক্ষীং বিষ্ণু বক্ষস্থল স্থিতাং ॥ ১ ॥

যিনি সর্ব্বলোকমাতা, পদ্মোৎপন্না আর। প্রফুল্ল কমল তুল্য নয়ন যাঁহার। বিষ্ণুর হৃদয় ধামে যাঁহার বসতি। তিনিই কমলা; করি তাঁহাকে প্রণতি ॥ ১ ॥

ত্বং সিদ্ধি স্ত্বং স্বধা স্বাহা সধাত্বং লোক-পালিনী।
সন্ধ্যা রাত্রিঃ প্রভা ভূমির্মেধা শ্রদ্ধা সরস্বতী ॥ ২ ॥

হে দেবি! তুমিই সব্ব মঙ্গল স্বরূপা। শ্রাদ্ধে স্বধারূপা আর হোমে স্বাহা রূপা ॥ স্বর্গ মর্ত্য পাতাল যে এই ত্রিভুবন। সর্ব্বদা করিছ তাহা আপনি রক্ষণ ॥ চন্দ্রের অমৃত তৎ স্বরূপা নারায়ণি। সন্ধ্যা আর রাত্রিকাল তাহাও আপনি ॥ শঙ্করের অনিমাদি অষ্টৈশ্বর্য্য যাহা। ওগো মা! বিশেষ জানি আপনিই তাহা ॥ সবার ধারণাবতী, বুদ্ধিরূপা আর। তাহাও আপনি, তব মহিমা অপার ॥ সাধুদের শ্রদ্ধারূপা তুমি নারায়ণী সকলের বাক্যরূপা তুমিগো জননী ॥ ২ ॥

যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে।
আত্মবিদ্যা চ দেবিত্বং বিমুক্তি ফলদায়িনী ॥ ৩ ॥

যজ্ঞ, জ্ঞান রূপা তুমি ওগো নারায়ণি। মহাজ্ঞান রূপ যাহা তাহাও আপনি ॥ আপনিই গুহ্যজ্ঞান-রূপে বিরাজিতা। মুক্তি বিধায়িনী রূপে আপনিই স্থিতা ॥ আত্মজ্ঞান আর যাহা তাহাও আপনি। সর্ব্ব জ্ঞান রূপা তুমি ওগো নারায়ণি ॥ ৩ ॥

আন্বিক্ষিকী ত্রয়ী বার্ত্তা দণ্ডনীতি স্ত্বমেব চ।
সৌম্যা সৌম্যৈ র্জগদ্রূপৈ স্ত্বয়ৈতদ্দেবি পূরিতং ॥ ৪ ॥

তর্ক বিদ্যা রূপা তুমি ওগো নারায়নি। ঋক্, সাম, যজুর্ব্বেদ তাহাও আপনি।। জীবিতা স্বরূপা তুমি আছি মা বিদিত। দণ্ড নীতি শাস্ত্ররূপা তুমিই নিশ্চিত।। পাপ ও পুণ্যের দ্বারা জগৎ সংসার। পূর্ণ হইতেছে, তুমি মূলাধার তার।। ৪।।

কাত্বন্যা ত্বাম্যতে দেবি সর্ব্ব যজ্ঞময়ং বপুঃ।

অধ্যাস্তে দেব দেবস্য যোগি চিন্ত্যং গদাভৃতঃ।। ৫।।

হে দেবি! যে গদাপাণি হরি সর্ব্বময়। তাঁর সর্ব্ব যজ্ঞরূপা তুমিই নিশ্চয়।। যোগিদের চিন্তনীয় দেহে ওমা আর। তুমি ভিন্ন স্থিতি সাধ্য কোন্ অবলার?।। তুমিই অচিন্ত্য শক্তি তাহার কারণ। যোগীর দেহেতে রহিয়াছ সর্ব্বক্ষণ।। ৫।।

ত্বয়া দেবি পরিত্যক্তং সকলং ভুবনত্রয়ং।

বিনষ্ট প্রায় ম ভবেৎ ত্বয়েদানীং সমেধিতং।। ৬।।

হে দেবি! ভুবনত্রয় যখন ত্যজিয়া। সমুদ্রের মধ্যে বাস কোরেছিলে গিয়া।। নষ্ট হোয়েছিল প্রায় ত্রিলোক তখন। অমৃত বর্ষিণী দৃষ্টি দ্বারা ত্রিবভুন।। সম্যক প্রকারে তুমি কোরেছ বর্দ্ধিত। তোমার মহিমা আছে ত্রিলোকে বিদিত।। ৬।।

দারাঃ পুত্রাস্তথাগারং সুহৃদ্ধান্যং ধনাদিকং।

ভবত্যে তন্মাহাভাগে নিত্যং ত্বদ্বীক্ষণান্নৃণাং।। ৭।।

দেবি! তব কৃপাদৃষ্টি অতি চমৎকার। বহু স্ত্রী ও বহু পুত্র বহু ঘর দ্বার।। বহু বন্ধু বহু ধন লভ্য হয় তায়। অতএব কৃপা-দৃষ্টি করুন আমায়।। ৭।।

শরীরারোগ্য মৈশ্বর্য্য মরিপক্ষ ক্ষয়ঃ সুখং। দেবি

ত্বদ্দৃষ্টি দৃষ্টানাং পুরুষাণাং মতুর্লভং।। ৮।।

হে দেবি! যাহার প্রতি করুণা করিয়া। কৃপাকণা বিতরিয়া দেখেছ চাহিয়া।। আরোগ্য, ঐশ্বর্য্য শত্রুক্ষয় সুখ আর। এ সকল দুর্লভ না হয় কভু তার।। ৮।।

ত্বমম্বা সর্ব্বভূতানাং দেব দেবো হরিঃপিতা।
ত্বয়ৈতদ্বিষ্ণুনাচাম্ব জগদ্ব্যাপ্তং-চরাচরং ॥ ৯ ॥

সকল প্রাণির এক তুমি প্রসবিতা। দেবের দেবতা হরি সকলের পিতা ॥ আপনার আর সেই বিষ্ণুর কৃপায়। ব্যাপ্ত হইয়াছে অম্বে! বিশ্ব সমুদায় ॥ ৯ ॥

মানং কোষং তথা কোষ্ঠং মাগৃহং মাপরিচ্ছদং।
মাশরীরং কলত্রঞ্চ ত্যজেথাঃ সর্ব্ব পাবনি ॥ মা-
পুত্রান্ মা সুহৃদ্বগান্ মাগশূন্ মাবিভূষণং।
ত্যজেথা দেব দেবস্য বিষ্ণোর্ব্বক্ষঃ স্থলাশ্রয়ে ॥ ১০ ॥

ওগো নারায়ণি! বিষ্ণু-হৃদয়-শোভনে। ওগো মাতঃ! তুমি ত্যাগ কর যেই জনে ॥ মান, ধনাগার, বাটী, বাসস্থান আর। নববস্ত্র, কলেবর, বনিতা, কুমার ॥ বন্ধুবর্গ, গো, মহিষ আদি অলঙ্কার। সত্বরে সকল হয় বিনষ্ট তাহার ॥ ১০ ॥

সত্যেনাশৌচ সত্ত্বাভ্যাং তথা চ শীলাদিগুণৈঃ।
ত্যজন্তে তে নরাঃ সদ্য সন্ত্যক্তা যে ত্বয়ামলে ॥ ১১ ॥

হে অমলে! তুমি ত্যাগ কর যে জনায়। নিতান্ত দুর্ভাগ্য-বান্ জানি মা তাহায় ॥ সত্য ও শুচিত্ব, বল, শীলতাদি আর। যাবদীয় গুণ থাকে শরীরে তাহার ॥ তব এক কৃপাদৃষ্টি বিনা সমুদয়। সকল বিনষ্ট তার সেই ক্ষণে হয় ॥ ১১ ॥

ত্বয়াবলোকিতাঃ সদ্যঃ শলা ইস্তেরখিলৈর্গুণৈঃ।
কুলৈশ্বর্য্যৈশ্চ যুজ্যন্তে পুরুষানির্গুণাপি চ ॥ ১২ ॥

হে মাতঃ! যে জনে কর কৃপা বিতরণ। অত্যন্ত নির্গুণ যদি হয় সেই জন ॥ শীলাদি ও গুণ, কুল ঐশ্বর্য্যাদি আর। তব কৃপা জন্য হবে অবশ্য তাহার ॥ অতএব কৃপাকণা করি বিতরণ কৃপাদৃষ্টি কর, মাতঃ! এই নিবেদন ॥ ১২ ॥

স শ্লাঘ্যঃ স গুণী ধন্যঃ স কুলীনঃ সবুদ্ধিমান্।
স শূর সচ বিক্রান্তো যস্ত্বয়া দেবি বীক্ষিতঃ ॥১৩॥

হে মাতঃ! যে জনে কর কৃপা বিতরণ। লোক মধ্যে শ্লাঘ্য-নীয় হয় সেই জন॥ সেই গুণবান্ সেই সৎকুলীন আর। সেই বুদ্ধিমান৹ মহা প্রতাপ তাহার॥ ১৩॥

পদ্যোবৈগুণ্য মায়ান্তি শীলাদ্যাঃ সকলা গুণাঃ।
পরাংমুখি জগদ্ধাত্রী যস্য ত্বং বিষ্ণুবল্লভে॥ ১৪॥

হে বিষ্ণুবল্লভে মাতঃ জগৎজননি!। যে জনার প্রতি হও বিমুখা আপনি॥ শীলাদি সকল গুণ সেই ক্ষণে তার। বিনষ্ট হইবে নাহি সংশয় তাহার॥ ১৪॥

ন তে বর্ণয়িতুং শক্তঃ গুণান্ জিহ্বাপি বৈধসাঃ।
প্রসাদ দেবী পদ্মাহি মাস্ম্যাংস্ত্যাক্ষীঃ কদাচন॥ ১৫॥

হে দেবি! হে কমলাক্ষিঃ কি কব তোমারে। বিধাতার জিহ্বা তব গুণ বর্ণিবারে॥ সমর্থ না ধরে৹ বলিতেছি একারণ। আমাদিগে ত্যাগ তুমি কোরনা কখন॥ বিনয় করিয়া বলি চরণে তোমার। প্রসন্না হউন এই প্রার্থনা সবার॥ ১৫॥

পরাশর উবাচ॥

পরাশরমুনিঋষিগনের প্রতি কহিতেছেন।

এবং শ্রীঃ সংস্তুতা সম্যক প্রাহ হৃষ্টা শতক্রতু।
শৃণতাং দেব দেবানাং সর্ব্বভূত স্থিতা দ্বিজ॥ ১৬॥

পরাশর মৈত্রেয়কে করি সম্বোধন। কহিলেন৹ দেবরাজ অদিতীনন্দন॥ এইরূপ স্তবন করিতে কমলায়। শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মী তুষ্টা হোয়ে তায়॥ সকল দেবের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রকে তখন। সকলভূতস্থা লক্ষ্মী কহেন এমন॥ ১৬॥

শ্রীরুবাচ।

পরিতুষ্টাস্মি দেবেশ স্তোত্রেনানেন হেতুনা।
বরং বৃণু বরস্তিষ্ঠো বরদাহং তবাগতা॥ ১৭॥

লক্ষ্মী কহিলেন, ওহে দেব দেবপতি!। তব কৃত স্তবে তুষ্টা হইলাম অতি॥ অভীষ্ট যে বর হয় আমার সদনে। যাচঞা করহ আমি দিব এইক্ষণে॥ আপনাকে বর দান করিবার তরে আগমন করিয়াছি তোমার গোচরে॥ ১৭॥

ইন্দ্র উবাচ।

বরদা যদি দেবি ত্বং বরার্হো যদি বাপ্যহং।
ত্রৈলোক্যং ন ত্বয়া ত্যজ্য মেব মেহস্তু বর পারঃ॥ ১৮॥

ইন্দ্র কহিলেন দেবি! আমার কারণ। বর দানে যদি তুমি করিয়াছ মন॥ তবে এই বলিতেছি করিয়া বিনয়। যদ্যপি এ ব্যক্তি বর লাভে যোগ্য হয়॥ কোরোনা ত্রিলোক ত্যাগ কখন আপনি। এই বর দেহ যাহা মনে শ্রেষ্ঠ গণি॥ ১৮॥

স্তোত্রেণ যস্তবৈতেন ত্বাং স্তোষ্যত্যব্ধি সম্ভবে।
সত্বয়া ন পরিত্যজ্যো দ্বিতীয়স্তু বরো মম॥ ১৯॥

হে মাতঃ সমুদ্রোৎপন্নে! বলি আর বার। এই স্তবে যে করিবে স্তবন তোমার॥ পরিত্যাগ করিওনা তাহাকে কখন। তাহাই দ্বিতীয় বর করি নিবেদন॥ ১৯॥

শ্রীরুবাচ।

ত্রৈলোক্যং ত্রিদশশ্রেষ্ঠ ন সং ত্যজামি বাসব।
দত্তোবরো ময়াযস্তুং স্তোত্রেণ ময়ি তুষ্টয়া॥ ২০॥

ইন্দ্রের এরূপ বাক্য করিয়া শ্রবণ। বাসবে সম্বোধি লক্ষ্মী কহেন তখন॥ হে ইন্দ্র! হে দেবশ্রেষ্ঠ! স্তবনে তোমার। যথোক্ত তুষ্টি লাভ হোয়েছে আমার॥ তাহাতেই বরদান কোরেছি তোমায়। এক্ষণে তোমার বাক্যে বলি পুনরায়॥ কুত্রাপি ত্রি-

লোক ত্যাগ করিব না আর। অভীষ্ট হউক সিদ্ধি এক্ষণে তোমার ॥ ২০ ॥

যশ্চসায়ং তথা প্রাতঃ স্তোত্রেনানেন মানবঃ।
মাং স্তোষ্যতি ন তস্যাহং ভবিষ্যামি পরাংমুখী ॥ ২১ ॥

যে মনুষ্য সায়ংকালে প্রাতঃকালে আর। এই স্তবে করিবেক স্তবন আমার ॥ বিমুখী হবনা আমি তাহাকে কখন। নিশ্চয় জানিবে এই আমার বচন ॥ ২১ ॥

পরাশর উবাচ।

ঋষিগণকে পরাশর মুনি কহিতেছেন।

এবং বরং দদৌ দেবী দেবরাজায় বৈপুরা।
মৈত্রেয় শ্রীমহাভাগা স্তোত্রারাধন তোষিতা ॥ ২২ ॥

পরাশর মৈত্রেয়কে করি সম্বোধন। কহিলেন হে মৈত্রেয় করহ শ্রবণ ॥ ভাগ্যদাত্রী লক্ষ্মী স্তবে সন্তুষ্টা হইয়া। যে বর ইন্দ্রকে দ্যান কৃপা প্রকাশিয়া ॥ পূর্ব্বকালে জানিবেন তাহার কারণ। লক্ষ্মীযুক্ত পুনঃ হয় সকল ভুবন ॥ ২২ ॥

ভৃগোঃ খ্যাত্যাং সমুৎপন্না শ্রীঃ পূর্ব্ব মুদধেঃ পুনঃ।
দেব দানব যত্নেন প্রসূতামৃত মন্থনে ॥ ২৩ ॥

হে মৈত্রেয়! মম বাক্য করহ শ্রবণ। পূর্ব্বে লক্ষ্মী ভৃগুবংশে সমুৎপন্না হন ॥ ব্রহ্মশাপে পরিত্যাগ করেন সংসার। ইন্দ্রে বর দান করি পশ্চাতে তাহার ॥ যে সময়ে দেবাসুরে একত্র হইয়া। সমুদ্র মন্থন করে যতন করিয়া। তৎকালীন সমুদ্র হইতে পুনর্ব্বার। কমলা উদ্ভব হন শুন সমাচার ॥ ২৩ ॥

এবং যদা জগৎস্বামী দেব দেবো জনার্দ্দনঃ।
অবতারং করোত্যে ষ তথা শ্রীস্তং সহায়িনী ॥ ২৪ ॥

হে মৈত্রেয়! কহি শুন বিশেষ করিয়া। সমুদ্র হইতে লক্ষ্মী উৎপন্না হইয়া ॥ নারায়ণে বাস করি আছেন এখন। যখন

লীন বিশ্বকর্ত্তা দেব জনার্দ্দন ॥ অবতার হইবেন, লক্ষ্মী সে সময় শ্রীকৃষ্ণের সহায়িনী হবেন নিশ্চয় ॥ ২৪ ॥

পুনশ্চ পদ্মাদুদ্ভূতা যদাদিত্যোঽভবদ্ধরিঃ।
যদ্য চ ভার্গবো রাম স্তদা ভূদ্ধরণী ত্বিয়ং ॥ ২৫ ॥

হে মৈত্রেয়! কোন্২ স্থানে পুনর্ব্বার। উৎপন্না হবেন লক্ষ্মী; কিরূপেতে আর ॥ সহায়তা করিবেন, সেই সমুদয়। বলিতেছি শুন হোয়ে পবিত্র হৃদয় ॥ যেকালে হবেন হরি আদিত্যাবতার। পাদ্য হোতে আবির্ভাব হবে কমলার ॥ যখন পরশুরাম হইবেন হরি। উৎপন্না হবেন লক্ষ্মী ক্ষিতি রূপ ধরি ॥ ২৫ ॥

রাঘবত্বে ভবেৎ সীতা রুক্মিণী কৃষ্ণজন্মনি।
অন্যেষু চাবতারেষু বিষ্ণোরেষা সহায়িনী ॥ ২৬ ॥

হে মৈত্রেয়! রাম অবতার হোলে হরি। আবির্ভূতা হবে লক্ষ্মী সীতা রূপ ধরি ॥ অন্য অন্য রূপে বিষ্ণু জন্মাবে যখন। অন্য অন্য রূপ ধরি কমলা তখন ॥ সহায়তা করিবেন ইহাই নিশ্চয়। এ বিষয়ে কিছু মাত্র নাহিক সংশয় ॥ ২৬ ॥

দেব ত্বে দেবদেহেয়ং মানুষত্বে চ মানুষী।
বিষ্ণোর্দ্দেহানুরূপাবৈ করোত্যেষাত্মন স্তনূং ॥ ২৭ ॥

হে মৈত্রেয়! আর তুমি করহ শ্রবণ। ধরিবেন যে প্রকারে রূপ নারায়ণ ॥ কমলাও সেই স্থানে তদ্রূপ আকারে। প্রকাশ হবেন, আমি বলিনু তোমারে ॥ যে স্থানেতে দেবরূপ হবেন শ্রীহরি। উৎপন্না হবেন লক্ষ্মী দেবীরূপ ধরি ॥ মনুষ্য আকারে হরি হোলে অবতার। মানবী রূপেতে জন্ম হবে কমলার ॥ ২৭ ॥

যশ্চৈতৎ শৃণু আজন্ম লক্ষ্যাঃ স্তোত্রং পঠেন্নরঃ।
শ্রিয়ো ন বিচ্যুতিস্তস্য গৃহে যাবৎকুলত্রয়ং ॥ ২৮ ॥

এই কমলার স্তব জন্ম কথা তাঁর। যে জন শ্রবণ করে,

কিম্বা পঠে আর ।। কখন কমলা তার বিচ্যুতি না হয় । তিন-কুলাবধি লক্ষ্মী স্থির হোয়ে রয় ।। ২৮ ।।

পঠ্যতে যেষু চৈবেষু গৃহেষু শ্রীস্তবো মুনে ।
অলক্ষ্মী কলহ বাধান্ ন তেষাস্তে কদাচন ।। ২৯ ।।

হে মৈত্রেয় ! বলিতেছি তোমাকে নিশ্চিত । যে গৃহে এ লক্ষ্মীস্তোত্র হইবে পঠিত ।। অলক্ষ্মী কখন তথা হবেনা উদয় । রবেনা কলহ, ইহা জানিবে নিশ্চয় ।। উৎপাতাদি অমঙ্গল হবে তিরোহিত । সর্ব্বদা হইবে তথা মঙ্গল উদিত ।। ২৯ ।।

এতত্তে কথিতং ব্রহ্মন্ যস্মাত্বং পরিপৃচ্ছসি ।
ক্ষীরাব্ধৌ শ্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুসুতা সতী ।। ৩০ ।।

হে ব্রহ্মণ ! বোলেছিলে করিতে কীর্ত্তন । যে লক্ষ্মী ক্ষীরাব্ধি হোতে সমুৎপন্না হন ।। তিনিই কি পূর্ব্বে ভৃগুসুতা রূপ ধরি । আবির্ভূতা হন, সর্ব্বজীবে কৃপা করি ।। তোমার সংশয় আমি করিতে ছেদন । করিলাম তব স্থানে তাহাই কীর্ত্তন ।। ৩০ ।।

ইতি সকল বিভুত্যবাপ্তি হেতুঃ স্তুতি রিয়হিন্দ্র
মুখোৎ গতাহি লক্ষ্যাঃ । অনুদিন মনুপঠ্যতে নৃ-
ভির্যৈর্ব্বসতি ন তেষু কদাপিদপ্য লক্ষ্মীঃ ।। ৩১ ।।

সুখ সুখোৎপন্না সর্ব্ব ঐশ্বর্য্যাদি আর । প্রাপ্তির কারণ এক কমলাই সার ।। সেই কমলার এই স্তব যেই জন । প্রীত মনে প্রতিদিন করেন পঠন ।। অলক্ষ্মী না হয় কভু তাহার উদয় । অচলা হইয়া লক্ষ্মী চিরদিন রয় ।। ৩১ ।।

ইতি বিষ্ণু পুরাণোক্ত পরাশর মৈত্রের সংবাদে ইন্দ্র কর্ত্তৃক লক্ষ্মীস্তোত্র সমাপ্ত ।।

মুকুন্দমালা।

বন্দে মুকুন্দ মরবিন্দদলায়তাক্ষং কুন্দেন্দুশঙ্খদশনং শিশুগোপবেশম্। ইন্দ্রাদি দেবগণবন্দিতপাদ পীঠং, বৃন্দাবনালয়মহং বসুদেবসূনুম্॥ ১॥

বসুদেবসুত স্থিত বৃন্দাবনালয়ে। তিনিই মুকুন্দ, বন্দি তাঁহাকে বিনয়ে॥ তাঁহার নয়নদ্বয় অতি মনোহর। পদ্মদল তুল্য আর আয়ত সুন্দর॥ কুন্দ, কিম্বা ইন্দু কিবা শঙ্খের সমান। দশন সমূহ শুভ্র অতি শোভমান॥ সেই ভগবান গোপবাল বেশধর। তথাচ বাসব আদি অমর নিকর॥ নিরন্তর তাঁর সেই পাদ পদ্মোপরে। প্রণত হইয়া রহে পুলক অন্তরে॥ ১॥

শ্রীবল্লভেতি বরদেতি দয়াপরেতি, ভক্তপ্রিয়েতি ভবলুণ্ঠন কোবিদেতি। নাথেতি নাগশয়নেতি জগন্নিবাসেত্যালাপিনং প্রতি দিনং কুরু মাং মুকুন্দ॥ ২॥

হে প্রভো মুকুন্দ! যেন আমি সর্ব্বক্ষণ। "ওহে শ্রীবল্লভ! ওহে বরদরতন!॥ ওহে দয়াময়! ওহে ভক্ত প্রিয়জন!। হে ভবমোচন! ওহে নাথ সদাত্মন!॥ হে অনন্তশায়ি!" ইহা বলিয়া বদনে। আলাপ করিতে পারি ইহা মম মনে॥ কৃপাকণা বিতরণ করি এ বিধায়। এ রূপ আলাপকারি করুন আমায়॥ ২॥

জয়তু জয়তু দেবো দেবকীনন্দনোঽয়ং, জয়তু জয়তু কৃষ্ণো বৃষ্ণিবংশপ্রদীপঃ। জয়তু জয়তু মেঘ শ্যামলঃ কোমলাঙ্গো, জয়তু জয়তু পৃথ্বী ভারনাশো মুকুন্দঃ॥ ৩॥

জয় যুক্ত হোন বিভো দেবকীর সুত॥ বৃষ্ণিবংশ দীপ কৃষ্ণ হোন জয় যুত॥ কোমল অথচ মেঘ সম বর্ণ যাঁর। সর্ব্বতো প্রকারে জয় হউক তাঁহার॥ তিনি ক্ষিতিভার হারী মুকুন্দ দেবেশ। জয় হোক জয় হোক তাঁহার বিশেষ॥ ৩॥

মুকুন্দ মূর্দ্ধ্না প্রণিপত্য যাচে ভবন্ত মেকান্তমিয়ন্ত-
মর্থম্। অবিস্মৃতি স্ত্বচ্চরণারবিন্দে ভবে ভবে
মেঽস্তু তব প্রসাদাৎ ॥ ৪ ॥

হে মুকুন্দ! আমি নিজ মস্তক দ্বারায়। প্রণাম করিয়া তব অসামান্য পায় ॥ চাহিতেছি এই অর্থ একান্ত অন্তরে। তোমার প্রসাদে যেন প্রতি জন্মান্তরে ॥ তব চরণারবিন্দ সদা সর্ব্বক্ষণ। স্মৃত্তিপথে থাকে, মম এই নিবেদন ॥ ৪ ॥

শ্রীগোবিন্দ পদাম্ভোজ মধুনো মহদদ্ভুতম্।
যৎ পায়িনো ন মুঞ্চন্তি মুঞ্চন্তি যদ পায়িনঃ ॥ ৫ ॥

মুকন্দের পাদপদ্ম সকলের সার। মধুরও চমৎকার গুণের আধার ॥ একবার পান করে যে সকল জন। ত্যজিতে না পারে আর তাহারা কখন ॥ যাহারা কখন তাহা করে নাই পান। সেই সব জনে ত্যজে হোয়ে হতজ্ঞান ॥ ৫ ॥

নাহং বন্দে তব চরণয়োর্দ্বন্দমদ্বন্দ্বহেতোঃ,কুম্ভী-
পাকং গুরুমপি হরে নারকং নাপনেতুম্। রম্যা
রামা মৃদুতনুলতালিঙ্গনেনাপি রন্তুং, ভাবে ভাবে
হৃদয় ভবনে ভাবয়েয়ং ভবন্তম্ ॥ ৬ ॥

ওহে হরি! সুখ দুঃখাদিতে মুক্ত হব। এ আশায় সেবি নাই পাদপদ্ম তব ॥ গুরুতর কুম্ভীপাক নরক দুস্তার। নিস্তারার্থে সেবি নাই চরণ তোমার ॥ বন্ধ্যাসহ বিলাসেতে হব হর্ষ মন। তাহা ও কামনা মম নহে হে নারায়ণ! ॥ এই আশা ভাবে ভাবে হৃদয় ভবনে। ভাবনা করিব আমি তোমাকে যতনে ॥ ৬ ॥

নাস্থা ধর্ম্মে ন বসুনিচয়ে নৈব কামোপভোগে,
যদ্ভাব্যং তদ্ভবতু ভগবন্ পূর্ব্বকর্ম্মানুরূপম্। এতৎ
প্রার্থ্যং মম বহুমতং জন্ম জন্মান্তরেপি, ত্বৎপাদা-
ম্ভোরুহ যুগগতা নিশ্চলা ভক্তি রস্তু ॥ ৭ ॥

ওহে ভগবন্! মম ধর্ম্মে কিম্বা ধনে। অথবা বিলাষে অ-ভিলাষ নাই মনে॥ পূর্ব্বোক্ত বিষয় সব ভবিতব্য যাহা। পূর্ব্ব-কর্ম্ম অনুসারে হউক হে তাহা॥ এই মাত্র বহু মত প্রার্থনা হে মনে। জন্ম জন্মান্তরে যেন তোমার চরণে॥ নিশ্চলা আমার ভক্তি রহে নারায়ণ!। ইহাতেই কর হরি! কৃপা বিতরণ॥ ৭॥

দিবি বা ভুবি বা মমাস্তু বাসো নরকে বা নরকা-
ন্তক প্রকামম্। অবধীরিত শারদারবিন্দৌ চরণৌ
তে মরণে বিচিন্তয়ামি॥ ৮॥

ওহে নরকান্ত! স্বর্গে মর্তে কিবা আর। অথবা নরকে বাস হউক আমার॥ কিছুমাত্র বলিবনা তাহার কারণে। তবে এই প্রার্থনা তোমার শ্রীচরণে॥ তব পাদপদদ্বয় অতি মনোহর। শরতের পদ্মকে কোরেছে হেয়তর॥ মরণ সময়ে যেন সেই পাদদ্বয়। চিন্তা করিবারে পারি ইহাই বিনয়॥ ৮॥

সরসিজ নয়নে সশঙ্খচক্রে, মুরভিদি মা বিরমেহ
চিত্ত রন্তুং। সুখতর মপরং ন জাতু জানে হরিচরণ
স্মরণামৃতেন তুল্যং॥ ৯॥

ওহে চিত্ত! বলিতেছি শুন সাবহিতে। পদ্মনেত্র শঙ্খচক্র-ধারী মুরারিতে॥ হোওনা বিরত ক্ষণকালের কারণ। নিশ্চয় অন্তরে আমি জানিহে এমন॥ হরিপদ স্মরণ অমৃত তুল্য আর। সুখতর কিছু নাই সেই এক সার॥ ৯॥

মা ভৈ র্মন্দ মনো বিচিন্ত্য বহুধা যামীশ্চিরং যাতনা,
নৈবামী প্রভবন্তি পাপরিপবঃ স্বামী নন্থু শ্রীধরঃ।
আলস্যং ব্যপনীয় ভক্তি সুলভং ধ্যায়স্ব নারায়ণং,
লোকস্য ব্যসনাপনোদনকরো দাসস্য কি ন ক্ষমঃ॥ ১০॥

ওরে মন্দ মন! যম-যাতনা যে হয়। চিন্তা করি তাহা কভু করিওনা ভয়॥ পাপরিপু প্রভু হোতে কখন নাপায়। ভগবান

শ্রীধর আছেন কর্ত্তা তায় ।। আলস্য ত্যজিয়া তুমি ভক্তি সহ যোগে ভগবান নারায়ণে ধ্যান কর যোগে ।। ভক্তির সুলভ তিনি জানিবে নিশ্চয়। ত্রিলোকের বিপদ করেন আশু ক্ষয় ।। দাসের সঙ্কট তিনি করিতে হরণ। অক্ষম কি হইবেন? ভেবনা এমন।। ১০ ।।

ভব জলধি গতানাং দ্বন্দ্ব বাতাহতানাং, সুত দুহিতৃ কলত্র ত্রাণ ভারাবৃতানাম্। বিষম বিষয় তোয়ে মজ্জতামপ্লবানাং, ভবতি শরণ মেকো বিষ্ণুপোতো নরাণাম্ ।। ১১ ।।

সংসার সাগরে হোয়ে নিপতিত যারা। সুখ দুঃখ রূপ দ্বন্দ্ব বায়ু দ্বারা তাঁরা ।। আহত হওত আর বিনাবলম্বনে। মগ্ন হোতে থাকে ঘোর বিষয় জীবনে ।। তাহাদের পরিত্রাণ লাভের কারণ একমাত্র বিষ্ণুরূপ পোত রূপ হন ।। ১১ ।।

রজসি নিপতিতানাং মোহ জালাবৃতানাং জনন মরণ দোলা দুর্গ সংসারভাজাং। শরণ মশরণানামেক এবাতুরাণাং কুশল পথ নিযুক্ত শ্চক্রপাণির্নরাণাং ।। ১২ ।।

জন্মমৃত্যুদুর্গমসংসার ভাগীগণ। রজগুণে পড়িয়া তাহারা অনুক্ষণ ।। মোহ জালে আবৃত হইয়া সদা রয়। আতুর, রক্ষকহীন সহজেই হয় ।। তাদের রক্ষক এক চক্রপাণী হন। তিনিই করেন হিত চিন্তা অনুক্ষণ ।। ১২ ।।

অপরাধ সহস্র সঙ্কুলং পতিতং ভীমভবার্ণবোদরে। অগতিং শরণাগতং হরে কৃপয়া কেবল মাত্মসাৎ কুরু ।। ১৩ ।।

সহস্র সহস্র অপরাধে, ওহে হরে!। অপরাধী হয়ে এই সংসার সাগরে। নিপতিত হইয়াছি, গতি নাহি আর। কেবল

ভরসা মাত্র কৃপা আপনার। সেই কৃপা বিতরণ করি এইক্ষণে আপনার আয়ত্ত করুন দীন জনে ॥ ১৩॥

মা মে স্ত্রীত্বং মা চ মে স্যাৎ কুভাবো মা মূর্খত্বং
মা কুদেশেষু জন্ম। মিথ্যা দৃষ্টি র্মা চ মে স্যাৎ
কদাচিৎ জাতৌ জাতৌ বিষ্ণুভক্তো ভবেয়ং ॥ ১৪ ॥

হে প্রভো! প্রার্থনা করি চরণে তোমার। কভু যেন স্ত্রীত্ব জন্ম হয় না আমার ॥ কুভাব, মুর্খত্ব কিম্বা কুদেশে জনন। তাহাও না হয় যেন আমার কখন ॥ নাস্তিকতা করণেও মতি নাহি হয়। জন্মে জন্মে যেন তব ভক্ত দীন হয় ॥ ১৪ ॥

কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈশ্চ, বুদ্ধ্যাত্মনা বানুস্মৃতি
প্রভাবাৎ। করোমি যদ্যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়-
ণায়ৈব সমর্পয়ামি ॥ ১৫ ॥

কায় মনঃ বাক্য বুদ্ধি ইন্দ্রিয় দ্বারায়। যাহা যাহা করি আমি সেই সমুদায় ॥ পরম পুরুষ ভগবান নারায়ণে। অর্পিত হউক এই অভিলাষ মনে ॥ ১৫ ॥

যৎ কৃতং যৎ করিষ্যামি তৎ সর্ব্বং ন ময়া কৃতং।
ত্বয়া কৃতন্তু ফলভুক্ ত্বমেব মধুসূদন ॥ ১৬ ॥

ওহে দেব! কোরেছি যে কর্ম্ম সমুদয়। কিম্বা যা করিব কিছু মম কৃত নয় ॥ আপনি সে সমুদায় করেন সাধন। আপনি তাহার ভোগ কর নারায়ণ! ॥ ১৬ ॥

ভবজলধি মগাধং দুস্তরং নিস্তরেয়ং, কথমিহ মিতি
চেতো মাস্ম গাঃ কাতরত্বম্। সরসিজদৃশি দেবে
তাবকী ভক্তিরেকা, নরকভিদি নিষণ্ণা তারয়িষ্য-
ত্যবশ্যম্ ॥ ১৭ ॥

ওহে চিত্ত! প্রগভীর সংসার সাগর। অতিশয় ভয়াবহ বিষম দুস্তর ॥ কিপ্রকারে পার হব চিন্তিয়া এমন। কাতর হওনা

তুমি তাহাতে কখন ॥ কমলপলাসনেত্র ভগবান পদে। ভক্তি যদি থাকে তবে তরিবে বিপদে ॥ ১৭ ॥

তৃষ্ণাতোয়ে মদন পবনোদ্ধূত মোহোর্ম্মিমালে৽
দারাবর্ত্তে তনয় সহজগ্রাহ সংঘাকুলেচ। সংসা-
রাখ্যে মহতি জলধৌ মজ্জতাং ন স্ত্রিধামন্, পাদা
ম্ভোজে নিহিতমনসাং ভক্তিভাবে প্রসীদ ॥ ১৮ ॥

ওহে দেব! এ সংসার মহা রত্নাকর। তৃষ্ণাই ইহার জল অতি ক্লেশকর ॥ কামরূপ বায়ু দ্বারা ইহাতে ভীষণ। তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে অনুক্ষণ ॥ কলত্র স্বরূপাবর্ত্তে অতি ভয়ঙ্কর। পুত্ররূপ হাঙ্গরাদি তাহে জলচর ॥ আমরা হোয়েছি মগ্ন এমত সংসারে। ভক্তি ভাবে মনঃ সপিতেছি আপনারে ॥ আমাদের প্রতি কৃপা- করি বিতরণ। প্রসন্ন হউন প্রভো করি নিবেদন ॥ ১৮ ॥

পৃথ্বীরেণুরণুঃ পয়াংসি কণিকাঃ ফল্গুঃ স্ফুলি-
ঙ্গো লঘু, স্তেজো নিঃশ্বসনং মরুত্তনুতরং রন্ধ্রং
সুসূক্ষ্মং নভঃ। ক্ষুদ্রা রুদ্রপিতামহ প্রভৃতয়ঃ
কীটাঃ সমস্তাঃ সুরা, দৃষ্টে যত্র স তারকো বিজ-
য়তে শ্রীপাদ ধূলীকণঃ ॥ ১৯ ॥

যাঁহার দর্শনে বৃহৎ ক্ষিতি সমুদয়। অতি সূক্ষ্ম ধূলীকণা তুল্য বোধ হয় ॥ সাগরাদি জল বিন্দু সম দরশন। তেজঃ অগ্নিকণা সম প্রকাশে কিরণ ॥ বায়ুকে নিশ্বাস বলি করে অনুমান। আকাশেরে ভাবে ক্ষুদ্র রন্ধ্রের সমান ॥ ব্রহ্মা রুদ্রাদিতে অতি ক্ষুদ্র বুদ্ধি হয়। কীটসম জ্ঞান করে দেবতা নিচয় ॥ সেই ভগবান হরি পদধূলি কণা। জয়যুক্ত হোক মম ইহাই প্রার্থনা ॥ আমাদের নিস্তারিতে কিবা আছে আর। সেই এক ধূলী তাহা সকলের সার ॥ ১৯ ॥

অমায়াত্যসনান্যরণ্যরুদিতং কৃচ্ছ্রব্রতান্যন্বহং৽
মেদচ্ছেদপদানি পূর্ত্তবিধয়ঃ সর্ব্বং হতং ভস্মনি।

তীর্থানা মবগাহনানি চ গজস্নানং বিনা যৎপদদ্ব-
ন্দ্বাম্ভোরুহ সংস্তুতিং বিজয়তে দেবঃ স নারায়ণঃ ।। ২০।।

যাঁ রপদে স্তব নাহি হইলে সঞ্চয় । বেদাভ্যাস, অরণ্যে রোদন করা হয় ।। ব্রতাচার মিছে মাত্র শরীর সুখায় । যাগ যজ্ঞ আদি সব ভস্মে হুত প্রায় ।। তীর্থ স্নান মাতঙ্গের স্নানের সমান । জয়-যুক্ত হোন সেই দেব ভগবান ।। ২০ ।।

আনন্দ গোবিন্দ মুকুন্দ রাম৲ নারায়ণানন্ত নিরা-
ময়েতি । বক্তুং সমর্থোপি ন বক্তি কশ্চি দহো
জনানাং ব্যসনানি মোক্ষে ।। ২১ ।।

কি আশ্চর্য্য ! লোকদের মোক্ষের বিষয় । গুরুতর বাধা তাহে সদা উপজয় ।। আনন্দ গোবিন্দ আর মুকুন্দ শ্রীরাম । নারায়ণ নিত্য নিরাময় আদি নাম ।। সামর্থ থাকিতে নাহি করে উচ্চা-রণ । মোক্ষ জন্য দুঃখ লভে তাহে নরগণ ।। ২১ ।।

ক্ষীর সাগর তরঙ্গশীকরাসারতারকিত চারু মূ-
র্ত্তয়ে । ভোগিভোগশয়নীয়শায়িনে মাধবায় মধু-
বিদ্বিষে মনঃ ।। ২২ ।।

ক্ষীরাব্ধির তরঙ্গের জীবন কণায় । যাহার তারকান্বিত দেহ শোভা পায় ।। অনন্ত শয্যায় হয় শয়ন যাঁহার । সেই মধুরিপু মাধবেরে নমস্কার ।। ২২ ।।

কুলশেখর রাজ বিরচিতা মুকুন্দমালা সমাপ্ত ।।

ব্রজবিহার।

কস্ত্বং বাল বলানুজ স্ত্বমিহ কিং মন্মন্দিরাশঙ্কয়া
বুদ্ধং তন্নবনীত কুম্ভবিবরে হস্তং কথং ন্যস্যসি।
কর্ত্তুং তত্র পিপীলিকাপনয়নং সুপ্তাঃ কিমুদ্বো-
ধিতা বালা বৎস গতিং বিবেক্তুমিতি সংজল্পন্
হরিঃ পাতুবাঃ ॥ ১ ॥

ব্রজ-বিহারের কালে একদিন হরি। কোন গোপীগৃহে চৌর্য্য অভিলাষ করি॥ প্রবিষ্ট হইতে গোপী জানিতে পারিয়া। "কেরে তুই" বলি কৃষ্ণে কহিল ডাকিয়া॥ শ্রীকৃষ্ণ কহিল, "আমি বলায়ের ভাই"। গোপী কহে, "হেথা কেন শুনি বল তাই॥ কৃষ্ণ কন, "নিজবাটী ভাবিয়া এমন। তাই করিয়াছি আছি আমি হেথা আগমন"॥ গোপী কহে, "ভাল তাহা বুঝিয়াছি মনে। নবনীত কুম্ভে হস্ত দিলে কি কারণে"॥ কৃষ্ণ কহে, "পিপীলিকা করিতে মোচন"। গোপী কহে, "তাহাতেও নাহি প্রয়োজন॥ বালক সকল ছিল শয্যাতে নিদ্রিত। কি কারণে করিলে তাদের জাগরিত॥ কৃষ্ণ কহে কোথায় গিয়াছে বৎসগণ। জাগায়েছি তাহাদের জানিতে কারণ॥ এরূপ জল্পনাকারী ভগবান হরি। করুন রক্ষণ এই নিবেদন করি॥ ১॥

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীরনীরা বালা বয়ং
সকল মিত্থমনর্থ হেতু। নিস্তার বীজ মিদমেব
কৃশোদরীণাং যন্মাধব ত্বমসি সংপ্রতি কর্ণধারঃ॥ ২॥

জীর্ণা এক তরি লয়ে নন্দের কুমার। করিছেন গোপীগণে যমুনাতে পার॥ পার হইবার কালে কহে গোপীচয়। ওহে হরি তব তরি জীর্ণা অতিশয়॥ নদীও গভীরজলা হোতেছে দর্শন। আমরা বালিকা, সব ভয়ের কারণ॥ হে মাধব! তুমি হে হোয়েছ কর্ণধার। আমাদের নিস্তারের মূল সেই সার॥

শ্রীশ্রীকৃষ্ণো জয়তি জগতাং জন্মদাতা চ পাতা,
হর্ত্তা চান্তে হরতি ভজতাং যশ্চ সংসারভীতিং।
রাধানাথঃ সজল জলদ শ্যামলঃ পীতবাসা বৃন্দা-
রণ্যে বিহরতি সদা সচ্চিদানন্দরূপঃ ॥ ৩ ॥

ত্রিলোকের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়কারণ। ভক্তের সংসার-ভয়-হারী নারায়ণ ॥ সজল জলদ শ্যাম, পরা পীতবাস। বৃন্দারণ্যে অনুক্ষণ করেন বিলাস ॥ বস্তুত তিনিই সার, কি বলিব আর। নিত্যজ্ঞান আর নিত্যানন্দ রূপ তাঁর। ৩ ॥

জ্যোতীরূপং পরমপুরুষং নির্গুণং নিত্য মেকং
নিত্যানন্দং নিখিল জগতামীশ্বরং বিশ্ববীজং। গো-
লোকেশং দ্বিভূজ মুরলীধারিণং রাধিকেশং বন্দে
বৃন্দারকেশং হরি হর ব্রহ্ম বন্দ্যাঙ্ঘ্রি পদ্মং ॥ ৪ ॥

জ্যোতিরূপ নিত্যানন্দ নির্গুণ বিধান। নিখিল বিশ্বের যিনি পুরুষপ্রধান ॥ তিনিই পবিত্র রূপ বৃন্দাবন ধামে। দ্বিভুজমুরলীধর রাধানাথ নামে ॥ বিরাজ করেন, আমি কি বলিব আর ॥ হরিহর আদি বৃন্দারক বৃন্দ তার ॥ পাদপদ্ম অনুক্ষণ করেন বন্দন। আমিও বন্দনা করি তাঁর শ্রীচরণ ॥ ৭ ॥

যেষাং শ্রীমদ্‌যশোদা সুতপদ কমলে নাস্তি ভক্তি
নরাণাং যেষামাভীরকন্যা প্রিয় গুণ কথনে নানু-
রক্তা রসজ্ঞা। যেষাং শ্রীকৃষ্ণলীলা ললিত গুণ কথা
সাদরৌ নৈব কর্ণৌ, ধিক্‌তান্ ধিক্‌তান্ ধিগে-
তান্ কথয়তি নিতরাং কীর্ত্তনস্থো মৃদঙ্গঃ ॥ ৫ ॥

শ্রীহরির সংকীর্ত্তন যে সময়ে হয়। মৃদঙ্গ তৎকালে এই শব্দ করি কয় ॥ ধিক্‌তান ধিক্‌তান ধিগেতান আর। নিশ্চয় জানিবে এই আক্ষেপ তাহার ॥ যাহারা না চিন্তা করে কৃষ্ণের

চরণ। রসবন্তী আভীরতনয়া গোপীগণ ॥ যাহাঁদের অনুরাগ না করে প্রকাশ। আর যারা কৃষ্ণগুণে না হয় উল্লাস ॥ তাহাদের কিবা আর বলিব অধিক। মৃদঙ্গ তাদের বলে ধিক ধিক্ ধিক্ ॥ ৫ ॥

বৃন্দাবনে বৃক্ষলতা প্রতানৈ বৃন্দাবনেশস্য বিহার-
হেতোঃ। পুরা বিধাত্রা রচিতান্ সুকুঞ্জান্ জগাম
কৃষ্ণঃ সহ রাধয়া সঃ ॥ ৬ ॥

বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বিহার কারণ। বৃক্ষলতা দ্বারা যে সকল কুঞ্জবন ॥ নির্ম্মাণ করেন বিধি, সেই সেই বনে। বিহার করেন কৃষ্ণ শ্রীরাধার সনে ॥ ৬ ॥

নবীন মেঘোপম নীল দেহঃ সুপীত পট্টাম্বর যুগ্ম-
ধারী। স্মিতাননঃ কুণ্ডলবান্ কিরীটী বংশীধরো
মালতিমাল্যধারী ॥ ৭ ॥

নবীন নিরদসম নীল দেহ তাঁর। পরিধান পীত পট্টবাস চমৎকার ॥ ঈষৎ হাস্যতে অতি প্রসন্ন বদন। শ্রবণে কুণ্ডল শিরে কিরীট শোভন। করেতে বাঁশরী তাঁর কিবা শোভা পায় মালতী পুষ্পের মালা শোভিত গলায় ॥ ৭ ॥

গোপী জনানন্দ করো মুরারি বৃন্দাবনেন্দ্রো বন-
মাল্য শোভী। বংশী নিনাদেন ব্রজাঙ্গনানাং
মনাংসি সম্মোহিতবান্ স কামী ॥ ৮ ॥

গোপির আনন্দকারী বৃন্দাবনেশ্বর। তিনিই মুরারি; করি বিহারে অন্তর ॥ মোহন বাঁশরী করি অধরে বাদন। ব্রজ গোপিদের যাহে মুগ্ধ হয় মন ॥ ৮ ॥

গোপীজনা যমিহ কামদৃশা ভজন্তে, যং ভক্তি ভাজ
ইহ কেবল ভক্তি ভাবৈঃ। যং যোগিনো হৃদি ধিয়া
পরিচিন্তয়ন্তি, তং কেবলং কমললোচন মাশ্রয়েহং ॥ ৯ ॥

গোপীগণ বিলাস দৃষ্টিতে ভজে যাঁরে। ভক্তেরা ভজনা করে ভক্তি অনুসারে॥ আপন হৃদয় মধ্যে যত যোগিজন। বুদ্ধি অনুসারে তাঁরে করেন চিন্তন॥ সেই এক কমললোচন পরাৎ-পরে। আশ্রয় করিয়া চিন্তি সতত অন্তরে॥ ৯॥

বনে বনে কুঞ্জবনে মুরারি ভ্রমন্ ভ্রমন্ ভ্রাজতি রাধিকা চ। সহৈব কুঞ্জে রমতে চ রাধয়া পায়া-দপায়াদিহ কৃষ্ণ একঃ॥ ১০॥

বনে বনে কুঞ্জে রাধাসনে পীতবাস। ভ্রমণ ক্রমেতে সদা করেন বিলাস॥ অপারে তরিতে সেই এক মাত্র হরি। করুন্ রক্ষণ এই নিবেদন করি॥ ১০॥

বৃন্দারণ্যে বিহরতি সদা বাসুদেবো দয়ালু র্গোপ-স্ত্রীভিঃ স্মরশর শতৈ র্ভিন্নহৃৎ কামুকীভিঃ। গোপৈ র্বালৈরপি সহচরৈ সার্দ্ধমানন্দভুক্তে র্যোহসৌ কৃষ্ণঃ পরমকরুণ স্তং সদা চিন্তয়েহং॥ ১১॥

বিলাসানুরক্তা যত গোপাঙ্গনা সনে। যে শ্রীকৃষ্ণ বিহার করেন বৃন্দাবনে॥ আদি রিপু শরে যাঁর বিদরে হৃদয়। কভু কভু যিনি লয়ে গোপ শিশুচয়॥ বিহার করেন, কৃপা বিতরণ করি। সেই শ্রীকৃষ্ণকে চিত্তে সদা চিন্তা করি॥ ১১॥

(মহোদয় শ্রীধরস্বামি বিরচিত ব্রজবিহার সমাপ্ত)

কাব্যে ভব্যতমেহপি বিজ্ঞনিবহৈ রাস্বাদ্যমানে মুহুঃ
দোষান্বেষণমেব মৎসরজুষাং নৈসর্গিকো দুগ্র হঃ।
কাসারেপি বিকাশি পঙ্কজচয়ে খেলন্মরালে পুনঃ,
ক্রৌঞ্চশ্চঞ্চুপুটেন কুঞ্চিতবপুঃ শম্বূকমন্বেষতে ॥ ১ ॥

যে কাব্য উত্তম অতি বিজ্ঞজনগণ। মুহুর্মুহু যার আস্বাদনে সুখী হন ॥ মৎসর পুরুষ যত তাহার ভিতরে। স্বভাবের দোষে দোষ অন্বেষণ করে ॥ যে দীঘিতে ভূরি ভূরি ফুটিয়া কমল। দীপ্তি পায়, ক্রীড়া করে মরাল সকল ॥ কুঞ্চিতাঙ্গ বক ইহা করে না দর্শন। চঞ্চুপুটে শম্বুকের করে অন্বেষণ ॥ ১ ॥

অতিরমণীয়ে কাব্যেঽপি পিশুনো দূষণ মন্বেষয়তি।
রমণীয়তরে বপুষি ব্রণমিব মক্ষিকা নিকরঃ ॥ ২ ॥

মনোহর কাব্যেতেও পিশুন যেজন। পিশুনতা বশে দোষ করে অন্বেষণ ॥ রমণীয় কলেবরে যেন মক্ষিকায়। ব্রণ মাত্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ায় ॥ ২ ॥

কীর্ত্তিস্বর্গতরঙ্গিণীভি রভিতো বৈকুণ্ঠমাপ্লাবিতং,
ক্ষৌণীনাথ তব প্রতাপ তপনৈঃ সন্তাপিতঃ
ক্ষীরধিঃ। ইত্যেবং দয়িতাযুগেন হরিণা ত্বং যা-
চিতঃ স্বাশ্রয়ং, হৃৎপদ্মং হরয়ে শ্রিয়ে স্বভবনং কণ্ঠং
গিরে দত্তবান্ ॥ ৩ ॥

ভূপ! তব কীর্ত্তিরূপ স্বর্ণদী ধারায়। আপ্লাবিত বৈকুণ্ঠ ভবন হায় হায় ॥ প্রতাপ তপন তাপে ক্ষীরদ সাগর। সন্তাপিত হইয়া উঠেছে গুরুতর ॥ তাহাতে আশ্রয় মম শূন্য হইয়াছে। এমত বলিয়া হরি আপনার কাছে ॥ যুগল বনিতা সহ প্রার্থনা করায়। হরিকে হৃদয়পদ্মে, বাসে কমলায় ॥ বাণীকে আপন কণ্ঠ আশ্রয়ের জন্য। প্রদান করিয়া ভূপ হইয়াছ ধন্য ॥ ৩ ॥

রবেঃ কবেঃ কিং সমরস্য সারং কৃষে র্ভয়ং কিং
কিমদন্তি ভৃঙ্গাঃ। সদা ভয়ং চাপ্যভয়ঞ্চ কেষাং
ভাগীরথীতীরসমাশ্রিতানাং ॥ ৪ ॥

কেহ কোন পণ্ডিতেরে প্রশ্ন ছলে কয়। সূর্য্য, কবি, সংগ্রামের সার কিবা হয়॥ কৃষির কি ভয়, কিবা খায় ভৃঙ্গচয়। সদা কার ভয়, সদা কাহার অভয়॥ পণ্ডিত উত্তর দিল এ সব প্রশ্নের "ভাগীরথীতীর সমাশ্রিত নিকরের"॥ প্রশ্নকর্ত্তা কহে বহু প্রশ্ন করিয়াছি। কবি কহে সকলের উত্তর দিয়াছি॥ মার্ত্তণ্ডের সার "ভাঃ" অর্থেতে দীপ্তি হয়। কবিরও সার "গী" অর্থেতে বাক্য হয়॥ সংগ্রামের সার "রথী" রিপুসৈন্যদলে। কৃষকের ভয় "ঈতি" অতি বৃষ্টি বলে॥ ভৃঙ্গদের খাদ্য "রস" মধু বলি কয় সদা ভয় "আশ্রিত" যে পর অধীন রয়॥ সর্ব্বদা অভয় সমুদয় উত্তরের। "ভাগীরথীতীর সমাশ্রিত নিকরের"॥ ৪ ॥

বাসঃ কাঞ্চন পিঞ্জরে নৃপকরাম্ভোজৈ স্তনুমার্জ্জনং
ভক্ষ্যং স্বাদু রসাল দাড়িম্ব ফলং পেয়ং সুধাভং
পয়ঃ। পাঠঃ সংসদি রামনাম সততং ধীরস্য কীরস্য
মে, হাহা হন্ত তথাপি জন্মবিটপি ক্রোড়ে মনো
ধাবতি ॥ ৫ ॥

কোন সময়েতে রাজগৃহে বিজ্ঞ শুক। আবাস নীড়ার্থে মনে হইয়া উৎসুক॥ পরক্ষণে আপনাআপনি কহে দুঃখে। রাজগৃহে সুবর্ণ পিঞ্জরে আছি সুখে॥ ভূপতি করেন মম শরীর মার্জ্জন। রসাল দাড়িম্ব ফল খাই অনুক্ষণ॥ সুধা সম পানীয় পানেতে পেট ভরি। সভাতে সর্ব্বদা রামনাম পাঠ করি॥ এ সব বিভব হ্রদে কি খেদ উদিত। জন্মতরু কোটরার্থ মন ব্যাকুলিত॥ ৫ ॥

উদয়তি যদি ভানুঃ পশ্চিমে দিগ্বিভাগে, বিক-
সতি যদি পদ্মং পর্ব্বতানাং শিখাগ্রে। প্রচলতি

যদি মেরুঃ শীততাং যাতি বহ্নিং ন চলতি খলুং
বাক্যং সজ্জনানাং কদাচিৎ ॥ ৬ ॥

যদিচ পশ্চিমে হয় তপন উদিত। যদি নগশৃঙ্গে হয় পদ্ম বিকশিত॥ যদি সুমেরুর গতি হয় চলাচল। যদ্যপি কখন হয় অনল শীতল॥ সজ্জন যে জন তাঁর বচন কখন। অন্যথা হবে না তবু জানিবে এমন॥ ৬॥

নির্ব্বাণ দীপে কিমু তৈলদানং, চৌরে গতে বা কিমু
সাবধানং। বয়োগতে কিং বনিতা বিলাসঃ, প-
য়োগতে কিং খলু সেতুবন্ধঃ ॥ ৭ ॥

নির্ব্বাণ হইলে দীপ তৈল দিলে তায়। কি আর হইবে বল তাহাতে উপায়॥ চুরি করি চোর করিয়াছে পলায়ন। পশ্চাৎ সতর্ক হোলে কি হবে তখন॥ বিলাসে কি কার্য্য হোলে বার্দ্ধক্য উদয়। জল গত হোলে বাঁধে কিবা ফল হয়॥ ৭॥

বরমসিধারা তরুতলেবাসো বরমিহ ভিক্ষা বরমু-
পবাসঃ। বরমপি ঘোরে নরকে পতনং, নচ ধন-
গর্ব্বিত বান্ধব শরণং ॥ ৮ ॥

অসীধারা ব্রত কিম্বা বৃক্ষ তলে বাস। দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করা কিম্বা উপবাস॥ নরকে পতন হওয়া তাও বরং শয়। ধন মদে গর্ব্বিত যে জন জ্ঞাতি হয়॥ তাহার অধীন হোয়ে তাহার নিকটে। কখন রবেনা যার বুদ্ধি আছে ঘটে॥ ৮॥

কুগ্রামবাসঃ কুজনস্য সেবা, কুভোজনং ক্রোধমুখী
চ ভার্য্যা। মূর্খশ্চ পুত্রো বিধবা চ কন্যা, বিনা-
গ্নিনা সংদহন্তে শরীরং ॥ ৯ ॥

কুৎসিত গ্রামেতে বাস, কুদ্রব্য ভোজন। ক্রোধমুখী ভার্য্যা, পুত্রহীন অধ্যয়ন ।। বিধবা তনয়া, এই কয়ের দ্বারায়। বিনা অনলেতে সদা শরীর জ্বালায় ।। ৯ ।।

বরং মৌনং কার্য্যং নচ বচনমুক্তং যদনৃতং, বরং ক্লৈব্যং পুংসাং নচ পর কলত্রাভিগমনং। বরং ভৈক্ষ্যাশিত্বং নচ পরধনাস্বাদন সুখং, বরং প্রাণত্যাগো নচ পিশুন বাদেষ্বভিরুচি ।। ১০ ।।

বরং মৌনী হোয়ে থাকা ভাল বোধ হয়। তথাচ যে মিথ্যা কথা বলা যুক্তি নয় ।। নপুংসক হোয়ে কাল করিবে হরণ। তথাচ না করিবেক পরস্ত্রী গমন ।। ভিক্ষা করি ভোজন করাও ভাল জানি পরধন আস্বাদন মনে হেয় মানি ।। বরং প্রাণত্যাগ ভাল জানিতেছি মনে! অনুরাগ করিবেনা পিশুন বচনে ।। ১০ ।।

নিঃস্বো বষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষংসহস্রধিপো। লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতি শ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ। চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতি র্ব্রাহ্মং পদং বাঞ্ছতি, ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং হরিঃ শিবপদং ত্বাশাবধি কো গতঃ ।। ১১ ।।

শত মুদ্রা আশা করে নিঃস্ব ব্যক্তি যত। সহস্রেতে আশা করে হোলে এক শত ।। দশ সহস্রেতে আশা সহস্র পাইলে। লক্ষে আশা জন্মে দশ সহস্র হইলে ।। লক্ষপতি আশা করে হতে রাজ্যেশ্বর। রাজ্যেশ্বর আশা করে হোতে চক্রেশ্বর ।। চক্রেশ্বর ইন্দ্রত্ব লভিতে আশা করে। বাসব ব্রহ্মারপদ চিন্তেন অন্তরে ।। বিষ্ণুপদ সর্ব্বদা প্রার্থিত সৃষ্টি পতি। শিবপদ লাভেচ্ছায় রত রমাপতি ।। একারণ আশার সীমার নাহি শেষ। করিতে পারে না কেহ আশার উদ্দেশ ।। ১১ ।।

পদ্য সংগ্রহ সমাপ্ত।

মহাপদ্য।

ভোজ ভূপতির কথা আছয়ে প্রচার। বিস্তর বিদ্যায় তার ছিল অধিকার।। পণ্ডিত মণ্ডলী তিনি লয়ে অনুক্ষণ। সদানন্দে করিতেন সর্ব্বদা যাপন।। কতিপয় শ্রুতিধর শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত। সভ্য হোতে নরপতি হন আনন্দিত।। একদা কৌতুক আর শঠতা কারণ। সর্ব্বত্রে দিলেন ভোজ ঘোষণা এমন।। যে কেহ নূতন শ্লোক রচনা করিয়া। শ্রবণ করাবে মম সভাতে আসিয়া।। লক্ষ মুদ্রা তাঁরে আমি দিব পুরস্কার। অন্যথা হবেনা এই বচন আমার।। নূতন কবিতা ভোজে করালে শ্রবণ। লক্ষ মুদ্রা লাভ হবে সর্ব্বত্রে এমন।। প্রচার হইতে মহা মহা কবিগণ। ভোজের সভাতে ক্রমে করেন গমন।। নবীনা কবিতা করি রচনা যতনে। শ্রবণ করান ভোজে আনন্দিত মনে।। শ্রবণ মাত্রেতে যত শ্রুতিধর গণ। অবিলম্বে সেই শ্লোক বলিয়া তখন।। ভোজরাজে সম্বোধন করি সবে কহে। এই শ্লোক নূতন যে, কভু ইহা নহে।। বহুকালাবধি আছি আমরা বিদিত। শ্রবণ করিয়া কবি হইল লজ্জিত।। হতাস হইয়া সভা ত্যজিয়া তখন। অমনি আপনস্থানে করেন গমন।। এরূপে যে কবি এসে রাজার সভায়। লজ্জিত হইয়া পুনঃ গৃহে ফিরে যায়।।

মহাকবি কালীদাস একদা তখন। ভোজের বৃত্তান্ত তিনি করিয়া শ্রবণ।। শঠতার উপরেতে শঠতা করিতে। ভোজ নগরেতে যাত্রা করেন ত্বরিতে।। শঙ্কর নামেতে এক ভোজের পণ্ডিত। তাঁহার কবিত্ব শক্তি ছিল যথোচিত।। কবিত্ব গুণায়ে ভোজে খ্যাতি বাড়ে তাঁর। তাহার কারণে প্রিয় অধিক রাজার।। কিন্তু তিনি সদা এই ছিলেন চিন্তায়। কালীদাস যদি এসে ভোজের সভায়।। তাহার রচনা রাজা করিলে শ্রবণ। আমার সম্মান আর রবে না এমন।। একারণ কালীদাস যাহাতে কখন।

ভোজের সভায় নাহি করেন গমন ।। সর্ব্বদা শঙ্কর ছিল তাহাতে শঙ্কিত। কালীদাস সে বিষয় হইয়া বিদিত ।। আপনার মনে মনে ভাবিল এমন। শঙ্করের সমীর্ভারী না হোলে কখন ।। প্রবেশিতে পারিব না ভোজের সভায়। শঙ্কর বিষম দ্বেষী হইবেক তায় ।। আর মম নিজবেশে শঙ্কর সদনে। যাওয়াও বিহিত বোধ নাহি হয় মনে ।। এত ভাবী আপনার বেশ পরিহরি। সাধারণ পণ্ডিতের সম বেশ ধরি ।। সামান্য কবিতা এক করেন রচন। ভোজ ভূপতির যশঃ করিয়া বর্ণন ।। আপনার মূর্খতাও করেন প্রকাশ। যাহাতে শঙ্কর নাহি ভাবে কালীদাস ।।

শ্লোক।

অস্থিবৎ দধিবচ্চৈব শঙ্খবদ্ধকবত্তথা।
রাজন্ তব যশো ভাতি পুনঃ সন্ন্যাসিদন্তবৎ ।।

কালিদাস পূর্ব্বোক্ত কবিতা লয়ে করে। উপনীত হইলেন শঙ্কর গোচরে ।। কহিলেন পণ্ডিতেরে করিয়া পঠন। রচনা কোরেছি আমি কবিতা নূতন ।। মহারাজা ভোজের ইহাতে যশঃ গান। আপনি আমার প্রতি করি কৃপাদান ।। লইয়া চলুন ভোজ রাজার সদনে। ইহাই প্রার্থনা আমি করিয়াছি মনে ।।

সুচতুর কালিদাস চাতুরী তাহার। বুঝিবে শঙ্কর কিবা সাধ্য আছে তার ।। সামান্য এ কবিতাটী শ্রবণ করিয়া। কালিদাসে সাধারণ ব্রাহ্মণ ভাবিয়া ।। অন্তরেতে আনন্দিত হোয়ে অতিশয়। মনে মনে ভাবিলেন এই সে সময় ।। অদ্য আমি সভাস্থলে হোয়ে উপনীত। কি প্রসঙ্গ করা যাবে ছিলাম চিন্তিত ।। ভাল হোলো এই শ্লোক লইয়া সভায়। কৌতুক করিব, ভূপ তুষ্ট হবে তায় ।। কবিতাটী হস্তগত করিয়া তখন। কালীদাসে লয়ে সনে করেন গমন ।। উপনীত হোয়ে সেই ভোজের সভায়।

ছন্দোবন্ধে আশীর্ব্বাদ করিল রাজায়।। রাজাও যা কহিলেন করিয়া রচন। তাহাতে শ্লোকের হয় অর্দ্ধাঙ্গ শোভন।। কালিদাস করিলেন সর্ব্বাঙ্গ শোভন। ইহার নিম্নেতে তাহা হইল লিখন।।

শঙ্কর পণ্ডিতের, ভোজরাজার, এবং কালীদাসের

শ্লোক।

মূল।

(শ) রাজন্নভ্যুদয়োহস্তু (ভো) শঙ্কর কবে কিং পত্রিকায়া (শ) মিদং পদ্যং (ভো) কিং হি (শ) তবৈব কীর্ত্তি রচনা (ভো) তৎ পঠ্যতাং (কা) পঠ্যতে কিন্ত্বাসামরবিন্দসুন্দরদৃশাং দ্রাক্ চামরান্দোলনাদুদ্বেলভুজবল্লিকঙ্কণ-ঝণৎকারঃ ক্ষণং বার্য্যতাম।।

পদ্য অনুবাদ।

শঙ্কর পণ্ডিত। মহারাজ! মঙ্গল হউক আপনার।

ভোজরাজা। হে শঙ্কর কবে! হস্তে কি লিপী তোমার।।

শঙ্কর পণ্ডিত। ইহা জানিবেন এক কবিতা নূতন।

ভোজরাজ। কিবা বিষয়েতে উহা হোয়েছে রচন।।

শঙ্কর পণ্ডিত। আপনার যশঃ গুণ হোয়েছে বর্ণনা।

ভোজরাজ। পড়ুন, শ্রবণ করি, কেমন রচনা।।

(কালীদাস সেই ক্ষণে ত্বরায় অমনি)

কালীদাস। পড়িতেছি, কিন্তু বলি শুন নৃপমণি।।

কমলাস্যা সুনয়না যত রামাগণ।

করিতেছে আপনারে চামর ব্যজন।।

ভুজ লতা সঞ্চালন হোতেছে সবার।

স্বর্ণময় কঙ্কণ করিছে ঝনৎকার।।

ক্ষণেক কালের জন্য কঙ্কণ নিঃস্বন।
যাহাতে স্থগিত হয় করুন এখন॥

(এমত বলিয়া অন্য কবিতা তখন। রচনা করিয়া ভোজে করান শ্রবণ॥)

শ্লোক।

মহারাজ শ্রীমন্ জগতি যশসা তে ধবলিতে পয়ঃ
পারাবারং পরমপুরুষোঽয়ং মৃগয়তে। কপর্দ্দী
কৈলাশং করিবর মথোঽয়ং কুলিশভৃৎ কলানাথং
রাহুঃ কমলভবনো হংস মধুনা॥

পদ্য অনুবাদ।

ওহে মহারাজ ভোজ! যশে আপনার। সমস্ত জগৎ হোতে ধবল আকার॥ সমস্ত ধবলময় হেরি ভগবান্। কোথায় ক্ষীরদ সিন্ধু দেখিতে না পান॥ তাহাতে সর্ব্বত্রে তিনি করিয়া ভ্রমণ। করিছেন ক্ষীরদ সিন্ধুর অন্বেষণ॥ আর মহাদেব হন যথায় উদয়। কৈলাস বলিয়া তাঁর তথা বোধ হয়॥ একারণ পশুপতি সকল ভুবন। করিছেন দরশন করিয়া ভ্রমণ॥ শ্বেতহস্তি ঐরাবত তাহার কারণে। ভ্রমিছেন সুরপতি সকাতর মনে॥ শ্বেত অঙ্গ শশাঙ্কে করিতে অন্বেষণ। রাহুও হোয়েছে অতি ব্যাকুলিত মন॥ মরালের উদ্দেশার্থে অন্তরে ব্রহ্মার। দুঃখের নাহিক সীমা কি বলিব আর॥

অতিথির পণ্ডিতেরা শ্রবণ করিয়া। তৎপরেই উক্ত শ্লোক পঠন করিয়া॥ সম্বোধন করি ভোজে বলেন এমন। ওহে মহারাজ। এ কবিতা পুরাতন॥ শঙ্কর পণ্ডিত হয় দুঃখিত হৃদয়। বলে মনোভাবে এ সামান্য কবি নয়॥ কালিদাস পুনঃ শ্লোক করিয়া রচন। ভোজ ভূপতিকে তাহা করান শ্রবণ॥

শ্লোক।

নীরক্ষীরে গৃহীত্বা সকলখগপতীন্ যাতি নালীক-জন্মা তক্রং ধৃত্বা করাজ্ঞে সকল জলনিধীন চক্রপাণি মুর্কুন্দঃ। সর্ব্বানুর্দ্ধৃত্য শৈলান্ দহতি পশুপতি র্ভালনেত্রেণ পশেন্ ব্যাপ্তে ত্বৎকীর্ত্তিরাশৌ সকল বসুমতীং ভোজরাজ ক্ষিতীন্দ্র॥

পদ্য অনুবাদ।

ওহে ভোজরাজ! ওহে বসুন্ধরাপতে! আপনার কীর্ত্তি ব্যাপ্ত হইয়া জগতে॥ সকল পদার্থে করে ধবল আকার। বাছিয়া লইতে বিধি বাহন তাঁহার॥ দুগ্ধ আর জল এক পাত্রে লয়ে করে। যাইছেন যাবদীয় পক্ষীর গোচরে॥ তাহার তাৎপর্য্য হংস ত্যজিয়া জীবন। কেবল দুগ্ধের ভাগ করয়ে গ্রহণ॥ চক্র-পাণী মুকুন্দ লইয়া তক্র করে। যাইছেন সমুদয় সিন্ধুর গোচরে তাহার তাৎপর্য্য এই জানিবে নিশ্চয়। তক্র স্পর্শে দুগ্ধ, দধি হোয়ে গাঢ় হয়॥ যাহাতে এমন তাঁর দর্শন হইবে। তাহাই ক্ষীরদ সিন্ধু নিশ্চয় হইবে॥ পশুপতি আপনার কৈলাস ভবন। চিনিবার জন্য করি শৈল উৎপাটন॥ কপাল নেত্রের কাছে ধরিয়া যতনে। দেখিছেন; তাহাতে তাঁহার এই মনে॥ যে প্রস্তর কপালস্থ নেত্রের শিথায়। না পুড়িবে জানিবেন কৈলাস তাহায়॥

ভোজরাজ এ কবিতা করিয়া শ্রবণ। ভাবেন এমন কবি দেখিনে কখন॥ শঙ্কর জানিছে মনে প্রমাদ ঘটিল। আজি হোতে আমা-দের সম্ভ্রম ঘুচিল॥ প্রতিরূপগণ কোপে বলিল তখন। ওহে মহারাজ! এ কবিতা পুরাতন॥ এমত বলিয়া তাহা পাঠন করিল। কালীদাস পুনঃ শ্লোক ভোজেরে কহিল॥

শ্রীমদ্রাজ শিখামণে তুলয়িতুং ধাতা ত্বদীয়ং যশঃ
কৈলাসঞ্চ নিরীক্ষ্য তত্র লঘুতাং তৎপূর্ত্তয়ে পর্য্যধাৎ।
উক্ষাণং তদুপর্য্যুমাসহচরং তন্মূর্দ্ধ্নি গঙ্গাধরং
তস্যাগ্রে ফণিপুঙ্গবং তদুপরি স্ফারং সুধাদীধিতিম্ ॥

রাজচক্রচূড়ামণি ভোজ যশঃ নিধি। তোমার যশের তুলা করিবারে বিধি॥ কৈলাস পর্ব্বত অগ্রে করেন স্থাপন। তুলনায় লঘু হয় তাহার কারণ॥ তদুপরি শ্বেত কায় মহা বৃষবরে। স্থাপন করেন তুলা করিবার তরে॥ তাহাতেও সমান না হয় পরিমাণে। তৎপর ঈশানীসহ স্থাপেন ঈশানে॥ তাঁর শিরো-ভাগে গঙ্গা ভালে দ্বিজরাজ। ফণিশ্রেষ্ঠ কলেবরে করয়ে বিরাজ এ সব ভূষণে গুরু হবে দেহ তাঁর। ইহাই অন্তরে বোধ ছিল বিধাতার॥

অপায়ি মুনিনা পুরা পুনরমায়ি মর্য্যাদয়া, অতারি কপিনা পুরা পুনরদাহি লঙ্কারিণা।, অমন্থি সুরবৈ-রিণা পুনরবন্ধি লঙ্কারিণা, ক নাম বসুধাপতে তব যশোম্বুধিঃ কাম্বুধিঃ॥

ওহে ক্ষিতিনাথ! তব যশঃ রত্নাকর। অম্বুনিধি সহ হয় অনেক অন্তর॥ অগস্ত্য অম্বুধি করে গণ্ডুষেতে পান। সীমা দ্বারা আর তাহা হয় পরিমাণ॥ লঙ্ঘিল তাহার পার বানর নিচয়। লঙ্কারি রামের কোপানলে দগ্ধ হয়॥ দৈবগণ আর তাহা করেন মন্থন। আর দেখ সেতু দ্বারা হইল বন্ধন॥ এ প্রকার অম্বুধির সহ মহাশয়। তব যশঃ সমুদ্রের উপমা না হয়॥ কালিদাস এ প্রকারে কহেন বচন। কণ্ঠস্থ করিয়া লয় প্রতিভর গণ॥ পরক্ষণে তারা তাহা কহিতে লাগিল। 'তোমার, রাজা কালিদাসে তখন কহিল॥ পুস্তক কবিতা আমি করিলে

শ্রবণ। লক্ষ টাকা দিব এই করিয়াছি পণ॥ কিন্তু এ সকল শ্লোক অভিনব নহে। কালিদাস অবিলম্বে পুনঃ শ্লোক কহে॥

স্বস্তি শ্রীভোজরাজ ত্রিভুবন বিজয়ী ধার্ম্মিকঃ সত্য-
বাদী পিত্রা তে মে গৃহীতা নব নবতিযুতা রত্ন-
কোটির্মদীয়া। তাং ত্বং মে দেহি শীঘ্রং সকল-
বুধজনৈর্জ্ঞায়তে সত্য মেতৎ নোবা জানন্তি কেচি-
ন্নবকৃত মিতি চেৎ দেহি লক্ষং ততো মে॥

ওহে ত্রিভুবনজয়ী ভোজ দণ্ডপাণি। ধার্ম্মিক ও সত্যবাদী আপনারে জানি॥ সর্ব্বতো প্রকারে হোক মঙ্গল তোমার। হে রাজন! তব পিতা নিকটে আমার॥ নিরানই কোটি রত্ন করেন উধার। ঋণ হোতে মুক্ত কর জনকে তোমার॥ সত্বরে আমাকে মুদ্রা করুন অর্পণ। মিথ্যা এ আমার বাক্য ভেবনা এমন॥ আপনার সভাস্থ পণ্ডিত জনগণে। বিদিত আছেন ইহা জানিতেছি মনে॥ যদিস্যাৎ ইহারা না থাকেন বিদিত। তবে মম এই শ্লোক নূতন প্রণীত॥ নূতন কবিতা তুমি করিলে শ্রবণ লক্ষ মুদ্রা দিবে তব প্রতিজ্ঞা এমন॥ সেই লক্ষ মুদ্রা দান করিয়া এক্ষণে। প্রতিজ্ঞা পালন কর আমার বচনে॥

কালিদাস এই শ্লোক পঠিল যখন। অবাক হইয়া রহে শ্রুতি-ধর গণ॥ ভোজ নরপতি এই কবিতা শ্রবণে। অসামান্য প্রীতি লাভ করিলেন মনে॥ সম্মুখের রাজ্য ভাগ করিব প্র-দান। এমত ভাবিয়া মনে ভোজ মতিমান॥ বসিলেন কালি-দাসে পশ্চাত করিয়া। কালিদাস ভূপতির সে ভাব দেখিয়া॥ ভাবিলেন বুঝি কিছু দিতে হবে দান। তাই ভোজ করিলেন এরূপ বিধান॥ কালিদাস পুনঃ শ্লোক করিয়া রচন। ভোজে সম্বোধন করি করেন পঠন॥

শ্লোক।

মাগাঃ প্রত্যুপকার কাতরধিয়া বৈমুখ্য মাকর্ণয়
শ্রীভোজেন্দ্র বসুন্ধরাধিপ সুধাসিক্তানি সূক্তানি মে।
বর্ণ্যন্তে কতি নাম নার্ণবনদীভূগোলবিন্ধ্যাটবী-
ঝঞ্ঝামারুতচন্দ্রমঃ প্রভৃতয়স্তেভ্যঃ কি মাপ্তং ময়া॥

ওহে ভোজ! বলিতেছি তোমায় এখন। মম সুধাসিক্ত পদ্য করহ শ্রবণ॥ প্রত্যুপকারের জন্য ভয় ভাবি মনে। কাতর হোওনা মম কবিতা শ্রবণে॥ সরিৎ সাগর আদ ভূগোল ও বন॥ অরণ্য ও সমীরণ রেবতীমোহন॥ অচেতন পদার্থ যে হয় দরশন॥ তাদেরও করিয়া থাকি আমরা বর্ণন॥ তাহাদের কাছে কিছু লাভ নাহি হয়। কি কারণে আপনি ভাবেন মনে ভয়॥

মহাপদ্য সমাপ্ত।

মহাপদ্য বলিয়া যাহা পরিগণিত আছে তাহা হইতে এই অবধি প্রাপ্ত হইলাম। অপর একটী এমত শ্লোক আছে, যে ভোজরাজা ঐ শ্লোক শ্রবণ করিয়া কালীদাসকে এমত একটী শ্লোক প্রদান করিয়াছিলেন, যে তালবৃক্ষের মস্তকের উপরে যে টাকা আছে আপনি তাহা লইবেন কালীদাস স্বীয় বুদ্ধিবলে তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই শ্লোকটী ছাত্রবোধ আদি অনেক পুস্তকেআছে, পাঠক মহোদয়গণ সহজেই বিদিত হইতে পারিবেন।

গ্রন্থকারকস্য।

মূল

কশ্চিৎ কান্তা বিরহ গুরুণা স্বাধিকার প্রমত্তঃ
শাপে নাস্তং গমিত মহিমা বর্ষভোগ্যেন ভর্ত্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনক তনয়া স্নান পুণ্যোদকেষুস্নিগ্ধ
ছায়াতরুষু বসতিং রামগির্য্যাশ্রমেষু॥ ১॥

মূল

ভাষা। কুবেরানুচর কোন যক্ষের নন্দন। আপন প্রভুর আজ্ঞা করিয়া লঙ্ঘন॥ বনিতা বিরহ শাপ তাহাতে লভিল। আর সে সময়ে তার মাহাত্ম্য হরিল॥ জানকীর স্নান দ্বারা পবিত্র সে জল আর নানা বৃক্ষাদির ছায়া সুশীতল॥ এমত আশ্রম যাহা অতি শোভমান। রামগিরি পর্ব্বত বলিয়া অভিধান॥ এক বর্ষকাল নিজ শাপের কারণ। অবস্থিতি করে তথা যক্ষের নন্দন॥ ১॥

মূল

অস্মিন্নদ্রৌ কতিচিদবলাবিপ্রযুক্তঃ সকামী নীত্বা-
নাস্মান কনক বলয় ভ্রংশ রিক্ত প্রকোষ্ঠঃ। আষাঢ়স্য
প্রথম দিবসে মেঘমাশ্লিষ্টসানুং বপ্রক্রীড়াপরি-
ণত গজপ্রেক্ষণীয়ং দদর্শ॥ ২॥

মূল

ভাষা। রমণীর বিরহেতে শীর্ণ দেহ হয়। প্রকোষ্ঠ হইতে খসি পড়য়ে বলয়॥ ইন্দ্রিয় নিরত যক্ষ পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে। কিছুকাল বাস করি রহে কোনমতে॥ আষাঢ়ের আদ্য দিন হইলে উদয়। বরষার উপক্রম সে সময়ে হয়। পর্ব্বতের উচ্চ ভাগে দেখে ধারাধর। ক্রীড়া জন্য নম্রীকৃত যেন করিবর॥ ২॥

মূল।

ধূম্রজ্যোতিঃ সলিল মরুতাং সন্নিপাতঃ ক্বমেঘঃ
সন্দেশার্থাঃ ক্বপটু করণৈঃ প্রাণিভিঃ প্রাপণীয়াঃ
ইত্যোৎসুক্যাদ পরিগণনয়ন্ গুহ্যকস্তং যযাচেকা-
মার্ত্তাহি প্রকৃতি কৃপণাশ্চেতনাচেতনেষু ॥ ৫ ॥

ধূম, জ্যোতি, জল, বায়ু এই চতুষ্টয়। অচেতন পদার্থের যোগে মেঘ হয় ॥ সর্ব্বেন্দ্রিয় শ্রেষ্ঠশীল হইবে যেজন। সেই শক্ত হয় বার্ত্তা করিতে বহন ॥ মেঘহোতে দৌত্য-কার্য্য সাধন না হয়। বিমুগ্ধের পরবশে যক্ষ সে সময় ॥ কিছুমাত্র বিবেচনা না করি তাহার। স্তব করি প্রার্থনা জানায় আপনার ॥ ইন্দ্রি-য়ের বশে হয় পীড়িত যেজন। বিচার থাকেনা প্রায় চেতনা-চেতন ॥ যক্ষ সংপীড়িত ছিল বিরহে কান্তার। না হয় আশ্চর্য্য তার পূর্ব্বোক্ত ব্যভার ॥ ৫ ॥

মূল।

জাতং বংশে ভুবন বিদিতে পুষ্করা বর্ত্তকানাং
জানামিত্বাং প্রকৃতি পুরুষং কামরূপং মঘোনঃ।
তেনার্থিত্বং ত্বয়িবিধি বশদ্দূর বন্ধুর্গতোঽহং
যাচ্ঞা মোঘা বরমধিগুণে নাধমে লব্ধকামা ॥ ৬ ॥

আদর করিয়া যক্ষ মেঘেরে তখন। সম্বোধন করি, কহে ওহে নবঘন! ॥ পুষ্কর ও আবর্ত্তক আদি মেঘচয়। প্রধান প্রধান বলি গণনীয় হয় ॥ তাঁহাদের বংশে তব হোয়েছে উদয়। প্রধান আমাত্য তুমি ইন্দ্রের নিশ্চয় ॥ এ সকল আছি আমি বিদিত বিশেষ। আর এক আছে মম মহৎ উদ্দেশ ॥ প্রার্থনা করিলে কিছু মহৎ সজনে। বিফল হোলেও তাহা ভাল ভাবি মনে ॥ অধম সদনে গেলে পুরিবে বাসনা। এ প্রকার যদ্যপিও থাকে সম্ভাবনা ॥ তথাপিও সে প্রার্থনা ভাল নাহি হয়। এমত

অন্তরে আমি ভাবিয়া নিশ্চয়॥ আপনার নিকটেতে যাচক হইয়া। উপস্থিত হইয়াছি অনেক ভাবিয়া॥ ৬॥

মূল।

সন্তপ্তানাং ত্বমসি শরণং তৎপয়োদ প্রিয়ায়াঃ
সন্দেশং মে হর ধনপতিক্রোধ বিশ্লেষিতস্য। গন্তব্যা
তে বসতি রলকা নাম যক্ষেশ্বরাণাং বাহ্যোদ্যানস্থিত
হরশিরশ্চন্দ্রিকা ধৌতহর্ম্ম্যা॥ ৭॥

ওহে মেঘ! আমার ঈশ্বর যক্ষপতি। তাঁর শাপে আমার এ হোয়েছে দুর্গতি॥ কোথায় আমার কান্তা আমি বা কোথায়। বিশেষ সন্তাপ মম হইয়াছে তায়॥ হে পয়োদ! জানি তব মহিমা প্রচুর। সন্তপ্ত গণের তুমি তাপ কর দূর॥ একারণ সবিনয়ে করি নিবেদন। কৃপা প্রকাশিয়া, মম প্রিয়ার কারণ॥ আমার সংবাদ দিয়ে এস একবার। তাহাহোলে রক্ষা হবে জীবন তাহার॥ যাহ সেই কুবেরের অলকাপুরীতে। কোন ক্লেশ হইবেনা সে স্থান চিনিতে॥ বহিঃস্থ উদ্যানে ভব আছেন তথায়। তাঁর ভালাস্থিত চন্দ্রকলার জ্যোৎস্নায়॥ ধবলিত হোয়ে আছে হর্ম্ম সমুদায়। দেখিলেই জানিবে, কি বলিব তোমায়। ৭

মূল।

ত্বামারূঢ়ং পবন পদবী মুদগৃহীতালকান্তাঃ প্রেক্ষি-
ষ্যন্তে পথিক বনিতাঃ প্রত্যয়াদাশ্বসত্যঃ। কঃ
সন্নদ্ধে বিরহ বিধুরাং ত্বয্যুপেক্ষেত জায়াং ন
স্যাদন্যোপ্যহ মিব জনো যঃ পরাধীন বৃত্তিঃ॥ ৮॥

হে মেঘ! উঠিলে তুমি বায়ুপথোপরি। পথিকবনিতা সব ঊর্দ্ধদৃষ্টি করি॥ অনিমিষে তোমাকে করিবে দর্শন। তাহার কারণ, তব হেরি আগমন॥ তাহাদের আশ্বাস হইবে এই বলে। গৃহে আসিবেন পতি জলদাগমনে॥ ওহে! ভ্রাত!

বিদেশ হইতে জনগণ। আসিবে না বরষায় ভেব না এমন॥ বৃষ্টির কারণে তুমি হইয়া সজ্জিত। গগণমার্গেতে যদি হও উপস্থিত॥ মম সম পরাধীন যদি নাহি হয়। বনিতার বিরহ যাতনা কেবা সয়॥ ৮॥

মূল।

মন্দং মন্দং নুদতি পবন শ্চা নুকুলো যথা ত্বাং
বামশ্চায়ং নদতি মধুরং চাতকাস্তে সগর্ব্বঃ। গর্ভা-
ধান ক্ষমপরি চয়ং নূন মাবদ্ধ্যমালাঃ সেবিষ্যন্তে
নয়ন সুভগং খে ভবন্তং বলাকাঃ॥ ৯॥

ওহে মেঘ! অনুকূল হইয়া পবন। তোমাকে গমন জন্য করিছে প্রেরণ॥ আর তব বামভাগে চাতক থাকিয়া। করিবে মধুর রব বিভোর হইয়া॥ অতএব বিলম্ব করিছ কেন আর। অবিলম্বে যাত্রা তুমি কর এই বার॥ একাকীও তুমি নাহি গমন করিবে। আকাশ পথেতে তুমি যখন উঠিবে॥ তোমার সম্পর্কে গর্ভ নিষেক কারণ। উৎসুক হইয়া যাবদীয় বক গণ॥ শ্রেণিবদ্ধ হোয়ে সেবা করিতে তোমার। কোনমতে বিলম্ব করিও নাহি আর॥ ৯॥

মূল।

তাঞ্চাবশ্যং দিবস গণনা তৎপরা মেকপত্নী মব্যা-
পন্না মবিহতগতি দ্র ক্ষ্যসি ভ্রাতৃজায়াং। আশাবন্ধঃ
কুসুম সদৃশং প্রায়শো হ্যঙ্গনানাং। সদ্যঃ পাতি
প্রণয়ি হৃদয়ং বিপ্রযোগে রুণদ্ধি॥ ১০॥

ওহে ভ্রাত মেঘ! তুমি করহ গমন। কোনরূপ বাধা তব হবেনা দর্শন॥ সেই সতী যুবতী ও বিরহে ব্যথিতা। মম পরিণীতা তব ভ্রাতার বনিতা॥ মম আগমনাবধি সেই চন্দ্রা-ননা। কেবল করিছে সদা দিবস গণনা॥ তাহাকে তথায়

তুমি করিয়া গমন। অবশ্য জীবনযুতা করিবে দর্শন ॥ কুসুমের সমতুল্য নারির হৃদয়। সদ্যই হইতে পারে বিনষ্ট উদয় ॥ সে সংশয় হইছেনা আমার অন্তরে। আশ্বাস সর্ব্বদা এ বিষয়ে রুদ্ধ করে ॥ ১০ ॥

মূল।

কর্ত্তুং যচ্চ প্রভবতি মহীমুচ্ছিলীন্ধ্রা। তপত্রাং তৎ
শ্রুত্বাতে শ্রবণ সুভগং গর্জ্জিতং মানসোৎসুকাঃ।
আকৈলাসা দ্বিসকিশলয় চ্ছেদ পার্থেয়বন্তঃ সম্পৎ-
স্যন্তে নভসি ভবতো রাজহংসাঃ সহায়াঃ ॥ ১১ ॥

ওহে বন্ধো! তুমি তথা যাবে যে সময়। অনেকে তোমার সঙ্গী হবে সে সময় ॥ মধুর গর্জ্জন তব করিয়া শ্রবণ। আকাশ মার্গেতে যত রাজহংসগণ ॥ তোমার নিকটে আসি সঙ্গী তব হবে। কৈলাস পর্ব্বতাবধি সঙ্গে সঙ্গে রবে ॥ ঐ সময়েতে জানি মরাল নিচয়। মানসবাপীতে যেতে সমুৎসুক হয় ॥ তোমার গর্জ্জন তারা করিলে শ্রবণ। পাথেয় কাদলী খণ্ড লইয়া তখন ॥ তব সমভিব্যাহারী হইবে নিশ্চয়। কিজন্যে বিলম্ব আর কর মহাশয় ॥ ১১ ॥

মূল।

আপৃচ্ছস্ব প্রিয়সখ মমুন্তঙ্গ মালিঙ্গ্য শৈলং বন্দ্যৈ
পুংসাং রঘুপতি পদৈ রঙ্কিতং মেখলাস্থ। কালে
কালে ভবতি ভবতো যস্য সংযোগমেত্য স্নেহব্যক্তি
শ্চিরবিরহজং মুঞ্চতো বাষ্পমুষ্ণং ॥ ১২ ॥

ওহে ভাই! আরো আমি বলি এ সময়। গমন সময়ে যদি বিলম্ব না হয় ॥ পুরোবর্ত্তি পর্ব্বত যে অতি উচ্চতর। শ্রীরামচন্দ্রের পদ চিহ্ন বক্ষোপর ॥ ধারণ করিয়া শোভা করিতেছে ধারক। সমাদরে তাহারে করিয়া আলিঙ্গন ॥ প্রয়োজন কহি তাহা

জিজ্ঞাসা করিবে। তিনি তব প্রিয়সখা নিশ্চয় জানিবে ।। সময়ে সময়ে তব তাঁহার সহিত। মিলন হইলে স্নেহ করে যথোচিত ।। ১২ ।।

মূল।

মার্গং তাবৎ শৃণু কথয়ত স্তৎ প্রয়াণানুরূপং
সন্দেশং মেতদম্বুজলদ শ্রোষ্যসি শ্রোত্রপেয়ং।
খিন্নঃ খিন্নঃ শিখরিষু পদং ন্যস্য গন্তাসি যত্র ক্ষীণঃ
ক্ষীণঃ পরিলঘুপয় স্রোতসাং চোপযুজ্য ।। ১৩ ।।

তোমার গমন যোগ্য পথ এইক্ষণ। বলিতেছি, ওহে মেঘ! কর তা শ্রবণ ।। তৎপর যে সমাচার যাইবে লইয়ে। তাহাও তোমাকে বোলে দিব বিশেষিয়ে ।। যাইতে যাইতে পথে তোমার যখন। শ্রান্তিবোধ হইবেক ভাবিবে এমন ।। পর্ব্বতেতে পদার্পণ তখন করিবে। তাহা হোলে আর তব শ্রান্তি না রহিবে যখন হইবে ক্ষীণ বর্ষণ দ্বারায়। স্রোত-নীর যাহা বহে অতি লঘুতায়। তাহা উপযোগ তুমি করিবে যখন। সচ্ছন্দতা লব্ধ হবে তাহাতে তখন ।। ১৩ ।।

মূল।

অদ্রেঃ শৃঙ্গং হরতিপবনঃ কিং স্বিদিত্যুন্মুখীভি
র্দৃষ্টো চ্ছায় শ্চকিত চকিতং মুগ্ধসিদ্ধাঙ্গনাভিঃ।
স্থানাদস্মাৎ সরসনিচুলা দুৎপতোদঙ্মুখঃ খংদিঙ্-
নাগানাং পথি পরিহরন্ স্থূলহস্তাবলেপান্ ।। ১৪ ।।

হে মেঘ বৃক্ষাদিযুক্ত দেশ পরিহরি। সত্বরে উত্তর মুখে যাহ কৃপাকরি ।। যৎকালীন তোমার হে শুভ গতি হবে। স্থূল কিন্তু মাতঙ্গের গর্ব্ব নাহি রবে।। পর্ব্বতের শৃঙ্গ কি হরিয়ে সমীরণ। শূন্যপথে যাইতেছে ভাবিয়া এমন ।। ঊর্দ্ধমুখী হয়ে সবে অপলক্ষ রূপেতে। তোমাকে দেখিবে তারা সেই সময়েতে ।। ১৪

মূল।

রত্নচ্ছায়া ব্যতিকরইব প্রেক্ষ্যমেতৎ পুরস্তাৎ
বল্মীকাগ্রাৎ প্রভবতি ধনুঃ খণ্ডমাখণ্ডলস্য। যেন
শ্যামং বপুরতিতরাং কান্তিমান পুষ্যতে তে বর্হে-
ণেব স্ফুরিতরুচিনা গোপবেশস্য বিষ্ণোঃ॥ ১৫॥

ওহে মেঘ! ঐ দেখ বল্মীকাগ্রে আর। রত্নসমূহের প্রভা সম চমৎকার। ইন্দ্রধনু সমুৎপন্ন হোতেছে কেমন। তাহে তব শ্যামবর্ণ হইবে শোভন॥ যে প্রকার শ্রীকৃষ্ণের শ্যাম কলেবর। বিচিত্র ময়ূরপুচ্ছ হয় শোভাকর। সেইরূপ ইন্দ্রধনু দ্বারা আপনার। শ্যামাঙ্গের শোভা হবে অতি চমৎকার॥ ১৫।

মূল।

ত্বয্যায়ত্তং কৃষিফলমিতি ভ্রূবিকারানভিজ্ঞৈঃ প্রীতি
স্নিগ্ধৈর্জ্জনপদবধূ লোচনৈঃ পীয়মানঃ। সদ্যঃ
শীরোৎকষণ সুরভি ক্ষেত্র মারুহ্য মালং কিঞ্চিৎ
পশ্চাৎ ব্রজ লঘুগতিঃ কিঞ্চিদেবোত্তরেণ॥ ১৬॥

ওহে মেঘ! তথা হোতে গমন করিয়া। মাল নামে জনপদ ক্ষেত্রেতে উঠিয়া॥ উত্তর বিভাগ দিয়া পশ্চিম প্রদেশে। গমন করিবে তুমি মম উপদেশে॥ তোমার উদয় মাত্রে কৃষক সকল ক্ষেত্র ভূমি কর্ষণ করিবে লয়ে হল॥ তাহা হোলে তাহা অতি সুরভি হইবে। বিশেষ তোমার তাহে প্রীতি জন্মাইবে॥ আর তুমি সেই স্থানে করিলে গমন। তথাকার সুশোভনা পুরাঙ্গনা গণ॥ কৃষিফল তোমার আয়ত্ত বিচারিবে। নিমেষ নেত্রে তব দিকে রহিবে চাহিয়ে॥

মূল।

ত্বা মাসার প্রশমিতবনোপপ্লবং সাধুমূর্দ্ধা। বক্ষ্যত্য
ধ্বশ্রমপরিগতং সানুমানাম্রকূটঃ। ন ক্ষুদ্রোপি

প্রথম সুহৃদাপেক্ষয়া সংশ্রয়ায় প্রাপ্তে মিত্রে ভবতি
বিমুখঃ কিং পুনর্যস্তথোচ্চৈ ॥ ১৭ ॥

ওহে মেঘ! ঐ স্থান ত্যজিয়া তৎপর। যাইবে যথায় আম্র-কূট গিরিবর॥ তব জলধারা তথা হইলে বর্ষণ। দাহাদি উৎ-পাত তাহে হবে নিবারণ॥ সংরক্ষিত হইবেক বন সমুদায়। সন্তোষ লভিয়া ঐ পর্ব্বত তাহায়॥ আপন মস্তক দ্বারা তো-মাকে রক্ষিবে। সন্দেহ তাহাতে নাহি নিশ্চয় জানিবে॥ ক্ষুদ্র-মিত্র যদ্যপী আশ্রয় দান চায়। কেহই বিমুখ কভু নাহি হয় তায়॥ অত্যন্ত মহৎ আম্রকূট গিরিবর। তোমাকে আশ্রয় দিতে দিতে হবেনা কাতর॥ যে যে পরাঙ্মুখ হবে ভাবিনে এমন। ওহে ভাই! অবিলম্বে করহ গমন॥ ১৭॥

মূল।

ছন্নোপান্তঃ পরিণত ফলদ্যোতিভিঃ কাননাম্রৈ
স্ত্বয্যা রূঢ়ে শিখর মচলঃ স্নিগ্ধবেণী সবর্ণে। নূনং
যাস্যত্যমর মিথুন প্রেক্ষণীয়া মবস্থাং মধ্যে শ্যাম-
স্তনইবভবঃ শেষ বিস্তার পাণ্ডুঃ॥ ১৮॥

পুনর্ব্বার জলধরে করিয়া বিনয়। সম্বোধন করি, কহে শুন মহাশয়॥ আম্রকূট পর্ব্বতের প্রান্তস্থ কানন। আম্রবৃক্ষ সমা-কীর্ণ অত্যন্ত শোভন॥ সেই পর্ব্বতের শৃঙ্গে যখন উঠিবে। স্নিগ্ধবেণী সম বর্ণ তোমার হইলে॥ পৃথিবীর স্তনরূপ সেই গিরিবর। মধ্যস্থল শ্যামবর্ণ অতি শোভা কর॥ অমর দম্পতি গণ থাকেন তথায়। লভিবে দর্শন, নাহি সন্দেহ তাহায়॥ ১৮॥

মূল।

অধ্বক্লান্তং প্রতিমুখগতং সানুমানাম্রকূট স্তুঙ্গে ন
স্থাং জলদ শিরসা রক্ষতি শ্লাঘমানঃ। আসা-

রেণ ক্ষমপি শময়ে স্তস্য নৈদাঘমগ্নিং সন্তাবার্দ্রঃ
ফলতি ন চিরেণোপকারো মহৎ সু ॥ ১৯ ॥

ওহে জলধর! তার পশ্চাতে যখন। চিত্রকূট সন্নিধানে করিবে গমন॥ দূরপথ গমন করিয়া সে সময়। যদ্যপি তা-হাতে হও ক্লান্ত অতিশয়॥ তৎকালীন সেই চিত্রকূট গিরিবর। রাখিবেন তোমারে হে উচ্চ শৃঙ্গোপর॥ কিছুমাত্র ক্লেশ তাঁর হবেনা তাহায়! বরঞ্চ হবেন তুষ্ট দেখিয়া তোমায়॥ তাঁর ব্যবহারে তুমি হোয়ে হরষিত। প্রত্যুপকারের জন্য হবে সচে-ষ্টিত॥ অবশ্য বর্ষণ-কৃপা করি বিতরণ। পর্ব্বতের নিদাঘাগ্নি কোরো নিবারণ। মহতের উপকার করিলে সাধন। সদ্ভা-বেতে আর্দ্র হোয়ে মহৎ তখন॥ ফলপ্রদ হোয়ে ফল করেন প্রদান। অধিক কি কব আর তব বিদ্যমান॥ ১৯॥

মূল।

স্থিত্বা তস্মিন্ বনচরবধূভুক্ত কুঞ্জেমুহূর্ত্তং তোয়োৎ-
সর্গ দ্রুততরগতি স্তৎপরং বর্ত্ম তীর্ণঃ। রেবাং
দ্রক্ষ্যস্যু পল বিষয়ে বিন্ধ্যপাদে বিশীর্ণাং ভক্তি-
চ্ছেদৈ রিব বিরচিতাং ভূতিমঙ্গে গজস্য॥ ২০॥

আর সেই পর্ব্বতের যে সব কুঞ্জেতে। কিরাত রমণীগণ আনন্দ মনেতে॥ আপন আপন প্রিয় বঁধুর সহিত। ক্রীড়ায় বিমুগ্ধ হোয়ে থাকেন নিশ্চিত॥ তথায় মুহূর্ত্ত কাল করি অব-স্থান। তৎপর সত্বর পথে করিবে পয়ান॥ যাইতে যাইতে তব জল সমুদায়। নিঃশেষ হইবে তুমি অনায়াসে তাহায়॥ হইবে বিশেষ ক্ষম সত্বর গমনে। উপস্থিত হবে বিন্ধ্য গিরির সদনে॥ উপল রাশিতে তাহা বিষম ভীষণ। অনাগম্য, তার শৃঙ্গে করি আরোহণ॥ তথা হোতে রেবানদী করিবে দর্শন।

রেবার যে নীর তাহা অত্যন্ত শোভন॥ ঐ জল মদমত্ত মাতঙ্গের গায়। বিরচিত বিভূতির মত শোভা পায়। রেবার সলিল তুমি করিলে দর্শন। অবশ্য আশ্চর্য্য তব জন্মিবে তখন॥ ২০॥

মূল।

তস্যা স্তিক্তৈর্ব্বনগজমদৈ র্ব্বাসিতং বান্তবৃষ্টি
র্জম্বূকুঞ্জ প্রতিহতরয়ং তোয় মাদায় গচ্ছেঃ।
অন্তঃসারং ঘনতুলয়িতুং নানিলঃ শক্ষ্যতি ত্বাং
রিক্তঃ সর্ব্বো ভবতি হি লঘুঃ পূর্ণতা গৌরবায়॥ ২১॥

ওহে ভ্রাত! আর ঐ রেবার জীবন। বন্য মাতঙ্গের মদজলে অনুক্ষণ। সুবাসিত হয়ে আছে জানিবে নিশ্চয়। তুমি যদি জলশূন্য হও সে সময়॥ রেবার সুগন্ধ জলে স্রোত বহিয়াছে। জম্বূকুঞ্জাবধি প্রতিহত হোয়ে আছে॥ সেই জল সংগ্রহ করিয়া সেইক্ষণ। অনায়াসে তথা হোতে করিবে গমন॥ ওহে ঘন! তব অভ্যন্তরে আছে সার। এজন্য পবন তব সহ আপনার॥ তুলনা করিতে নাহি হবে ক্ষমবান্। ফলতঃ জানিবে তুমি এমত প্রমাণ॥ রিক্ত হইলেই হয় লঘুতা নিশ্চয়। পরিপূর্ণতায় হয় গৌরব উদয়॥ ২১॥

মূল।

নীপং দৃষ্ট্বা হরিতকপিষং কেশরৈ রর্দ্ধরূঢ়ৈ,
রাবির্ভূত প্রথম মুকুলাঃ কন্দলী শ্চানুকচ্ছং।
দগ্ধারণ্যেষ্বধিক সুরভিং গন্ধমাঘ্রায় চোর্ব্ব্যাঃ,
সারঙ্গাস্তে জললবমুচঃ সূচয়িষ্যন্তি মার্গং॥ ২২॥

ওহে মেঘ! আর আমি করি নিবেদন। কণামাত্র যদি তথা কর বরিষণ। কুসুম নিচয় তাহে হবে বিকসিত। কদম্ব বৃক্ষের হবে শোভা যথোচিত॥ ভ্রমর নিকর তাহা করিয়া দর্শন। মধুপানোৎসবে মুগ্ধ হইয়া তখন॥ পথ প্রদর্শক তারা নিশ্চয় হইবে

তোমার গমন জন্য পথ দেখাইবে।। ওহে মেঘ! আর সেই জলের সময়। নব মুকুলিত হবে কন্দলী নিচয়।। ভক্ষণ মানসে যাবদীয় মৃগগণ। আনন্দিত হোয়ে তথা করিবে গমন। সেই সব মৃগগণ নিশ্চয় জানিবে। তোমার গমনপথ জ্ঞাপক হইবে।। দবদাহ দ্বারা দগ্ধ মৃত্তিকায় আর। তোমার প্রদত্ত জল হইলে সঞ্চার।। সুরভি সৌগন্ধ যুক্ত হইবে তখন। আনন্দিত হোয়ে যত গজযুথ গণ।। তাহারাও তব বর্ত্ম-বোধক হইবে। আর যে সময়ে তুমি বর্ষণ করিবে।। তব জল ভক্ষি যত চাতক নিচয়। তব জলপাতে হোয়ে পুলক হৃদয়।। তব জলকণা পান করিয়া তখন। দেখাইবে পথ, তব গমন কারণ।। ২২।।

মূল।

অম্ভোবিন্দু গ্রহণ রভসাংশ্চাতকান্ বীক্ষ্যমাণাঃ
শ্রেণীভূতাঃ পরিগণনয়া নির্দ্দিশন্তো বলাকাঃ। ত্বামা-
সাদ্য স্তনিত সময়ে মানয়িষ্যন্তি সিদ্ধাঃ সোৎ-
কম্পানি প্রিয় সহচরী সম্ভ্রমালিঙ্গিতানি।। ২৩।।

ওহে মেঘ! তোমার গর্জ্জনকালে আর। স্মর শরে পীড়িতা কম্পিতা অবলার।। বাহু দ্বারা আলিঙ্গিত হোয়ে সিদ্ধগণ। করিবেন সবে তব মান সম্বর্দ্ধন।। চাতক নিকর তব কণামাত্র জল। লভ্য করি' প্রকাশয়ে উৎসব কেবল।। ঐ সব চাতকের উৎসব তখন। পূর্ব্ব উক্ত সিদ্ধগণ করেন দর্শন।। ওহে ঘন! আর তব গর্জ্জন সময়। যাবদীয় বক সব শ্রেণীবদ্ধ হয়।। আপন আপন প্রেয়সীকে সিদ্ধগণ। গণনা করিতে তাহা বলেন তখন।। ২৩।।

মূল।

উৎপশ্যামি দ্রুতমপি সখে মৎ প্রিয়ার্থং যিয়াসোঃ
কালক্ষেপং ককুভ সুরভৌ পর্ব্বতে পর্ব্বতে তে।

শুক্লাপাঙ্গৈঃ সজল নয়নৈঃ স্বাগতীকৃত্য কেকাঃ
প্রত্যুদ্যাতঃ কথমপি ভবান্ গন্তু মাশু ব্যবসেৎ ॥ ২৪ ॥

সখে! মম প্রিয়া জন্য করিবে গমন। দেখিতেছি, সত্য তাহে আছে তব মন ॥ পর্ব্বতাদি পথ দিয়া যাইতে তোমার বিলম্ব হইবে নাহি অন্যথা তাহার ॥ একারণ বলি, শুক্লবর্ণ শিখি গণে। অপাঙ্গ নেত্রেতে আর সজল নয়নে ॥ তোমার স্বাগত প্রশ্ন অবশ্য করিবে। প্রত্যুদ্গাত হোয়ে তুমি সত্বরে যাইবে ॥ ২৪ ॥

মূল।

পাণ্ডুচ্ছায়োপবন বৃতয়ঃ কেতকৈঃ সূচিভিন্নৈ নীড়া
রম্ভে গৃহবলিভুজা মাকুল গ্রামচৈত্যাঃ। ত্বয্যাসন্নে
ফল পরিণতি শ্যামজম্বূবনান্তাঃ সম্পৎস্যন্তে
কতিপয় দিন স্থায়িহংসা দশার্ণাঃ ॥ ২৫ ॥

হে মেঘ! নিকটবর্ত্তী হইবে যখন। দশার্ণ প্রদেশ কিছু দিনের কারণ। হইবে সম্পত্তিশালী তাহাতে নিশ্চয়। প্রফুল্ল কেতক দ্বারা বন সমুদয় ॥ অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিবে। গৃহস্থিত কাক যত নীড় নির্ম্মাইবে ॥ উচ্চ উচ্চ গ্রামস্থ পাদপ প্রায় তায়। ব্যাকুলিত হইবেক বলিনু তোমায় ॥ আর জম্বূ ফল যত হোয়ে পরিণত। শ্যামবর্ণ ধরিবেক শোভা তার কত ॥ আর হংসকুল যত দেখিয়া তোমায়। কিছু দিবসের জন্য রহিবে তথায় ॥ ২৫ ॥

মূল।

তেষাংদিক্ষু প্রথিত বিদিশা লক্ষণাং রাজধানীং
গত্বা সদ্যঃ ফল মতিমহৎ কামুকত্বস্য লব্ধা। তীরো-
পান্ত স্তনিত সুভগং পাস্যসি স্বাদুযুক্তং স্বভ্রূভঙ্গং
মুখমিব পয়ো বেত্রবত্যা শ্চলোর্ম্মি ॥ ২৬ ॥

দশার্ণদেশের এক দিকেই শোভিতা। রাজধানী বিদিশা আছয়ে সংস্থাপিতা॥ সেই বিদিশায় তুমি করিলে গমন। মহাফল অনাশে করিবে উপার্জ্জন॥ বেত্রবতী নদীর সুস্বাদু নীর অতি। ভ্রুভঙ্গি সংযুক্ত, যত প্রথমা যুবতী॥ শশাঙ্কের সম আস্য অতি সমুজ্জল। তাহাদের মুখামৃত সম সেই জল॥ ওহে ঘন! তথা তুমি করিয়া গর্জ্জন। সেই জল পান করি হবে তৃপ্ত মন॥ ২৬॥

মূল।

নীচৈরাখ্যং গিরিমধিবসে স্তত্র বিশ্রামহেতো স্ত্বৎ
সম্পর্কং পুলকিত মিব প্রৌঢ় পুষ্পৈ কদম্বৈঃ। যঃ
পণ্যস্ত্রী রতি পরিমলোদ্গারিভি র্নাগরাণা মুদ্দা-
মানি প্রথয়তি শিলা বেশ্মভি যৌবনানি॥ ২৭॥

বিশ্রাম করিবে যথা শুন বারিধর।। বিদিশার অধিনস্থ নীচ গিরিবর॥ সেই পর্ব্বতেতে গিয়া বিশ্রাম করিবে। অপার আনন্দ তুমি তাহাতে লভিবে॥ পণ্যা স্ত্রীদিগের যেন বিলাস ভবন। সুরভি সৌগন্ধ করে সর্ব্বদা বহন॥ সেইরূপ হয় ঐ নীচ গিরিবর। সর্ব্বদা সৌগন্ধ যুক্ত জন মনোহর॥ সৌগন্ধ সংযুক্ত যত প্রস্তর ভবন। তাহাতে ভাবিবে তুমি অন্তরে এমন॥ পণ্যাস্ত্রীদিগের প্রৌঢ় যৌবন বিস্তার। করিতেছে, যেন বোধ হইবে তোমার॥ আর সেই গিরিবর ওহে জলধর!। তোমার সংসর্গে হবে পুলক অন্তর॥ ২৭॥

মূল।

বিশ্রান্তঃ সন ব্রজ নগনদী তীরজাতানি সিঞ্চ-
ন্নুদ্যানানাং নবজলকণৈ র্যূথিকা জালকানি।
গণ্ডস্বেদাপনয়নরুজা ক্লান্তকর্ণোৎপলানাং ছায়া-
দানাৎ ক্ষণপরিচিতঃ পুষ্প লাবী মুখানাং॥ ২৮॥

আর এক কথা বলি তোমার সদনে। ওহে বারিধর! তব দর্শন বিহনে।। মালাকারপত্নীগণ হইয়া দুঃখিত। জলসেক করে বৃক্ষে, কষ্ট যথোচিত।। কর্ণোৎপল যুক্ত মুখ অরবিন্দ প্রায়। ঘর্মাক্ত হইয়া, হয় বিবর্ণ তাহায়।। তব ছায়া তাহাদের করিলে প্রদান। পরীচিত হবে, আর পাবে বহুমান।। ওহে মেঘ! আর তব সম্পর্কে নিশ্চয়। যূথিকা প্রভৃতি যত পুষ্প বৃক্ষচয়।। মুকুলিত হোয়ে যেন হবে পুলকিত। তথায় বিশ্রাম তুমি করিবে কিঞ্চিৎ।। তথাকার উদ্যানস্থ বৃক্ষ বাটিকায়। তব নব জল সেক করিবে ত্বরায়। কিছুক্ষণ সেই স্থানে বিশ্রাম করিবে। তৎপর সে স্থান ত্যজি গমন করিবে।। ২৮।।

মূল।

বক্রঃপন্থা যদপি ভবতঃ প্রস্থিতস্যোত্তরাণাং সৌ-
ধোৎ সঙ্গ প্রণয় বিমুখো মাচভুরুজ্জয়ন্যাঃ। বিদ্যু-
দ্দাম স্ফুরণ চকিতৈ স্তত্র পৌরাঙ্গনানাং লোল্যা-
পাঙ্গৈর্যদি ন রমসে লোচনৈ র্বঞ্চিতোসি।। ২৯।।

ওহে মেঘ! উত্তরেতে যাইবে নিশ্চয়। উজ্জয়িনী যেতে যদি বক্র পথ হয়।। উজ্জয়িনী নগরের রাজার সদন। দর্শন স্পর্শনে ক্ষোভ রেখনা তখন।। যদিও সরল পথ না হয় তোমার তথাচ তথায় তুমি যাবে একবার।। নগরীস্থ নারিদের নয়ন সহিত। যদ্যপি না কর ক্রীড়া তা হোলে নিশ্চিত।। নিতান্ত বঞ্চিত বোধ করিব তোমায়। তাহাদের নেত্র অসামান্য শোভা পায়।। অপাঙ্গ চঞ্চল সদা অতি সুশোভিত। বিদ্যুতের প্রভার সদৃশ সচকিত।। অতএব তাহাদের নয়ন দর্শন। করিলে অসীম সুখ লভিবে তখন।। ২৯।।

মূল।

বীচিক্ষোভ স্তনিত বিহগ শ্রেণীকাঞ্চীগুণায়াঃ
সংসর্পন্ত্যাঃ স্খলিত সুভগং দর্শিতাবর্ত্তনাভেঃ। নি-
র্ব্বিন্ধ্যায়া পথি ভব রসাভ্যন্তরঃ সন্নিপত্য স্ত্রীণা-
মাদ্যং প্রণয় বচনং বিভ্রমো হি প্রিয়েষু ॥ ৩০ ॥

যখন যাইবে ভাই ঐ পথ ধরি। নির্ব্বিন্ধ্যা নদীর রস অনুভব করি ॥ পথবাহী হোয়ে যাবে আনন্দ মনেতে। তোমাকে দর্শন করি তরঙ্গ ক্ষোভেতে ॥ নদীর বিহঙ্গ শ্রেণীরূপ কাঞ্চীগুণ। শব্দ করি প্রকাশ করিবে তব গুণ। আর সে তোমাকে তার আবর্ত্ত স্বরূপ। নাভিদেশ দেখাইবে অতি অপরূপ ॥ ওহে ভাই! প্রিয় প্রতি বিভ্রম প্রকাশ। প্রথমানুরাগ বাক্য ইহাই আভাষ ॥ তরঙ্গিণী ঐ রূপ করি ব্যবহার। প্রথমানুরাগ তার করিবে প্রচার ॥ ৩০ ॥

মূল।

বেণীভূত প্রতনু সলিলা তাম তীতস্য সিন্ধুঃ পাণ্ডু-
চ্ছায়া তটরুহতরুভ্রংসিভিঃ শীর্ণপর্ণৈঃ। সৌভাগ্য
স্তে সুভগ বিরহাবস্থ যা ব্যঞ্জয়ন্তী কার্শ্যং যেন
ত্যজতি বিধিনা সত্বয়ৈ বোপপাদ্যঃ ॥ ৩১ ॥

হে ভাই! নির্ব্বিন্ধ্যা নদী হইতে তখন। সিন্ধু সরিতের স্থানে করিবে গমন ॥ তোমার বিরহ বশে কি দশা তাহার। হইয়াছে অতিশয় কৃশতা আকার ॥ যাহাতে সে দশা তার পরিত্যাগ হয়। অবশ্য করিবে তুমি হইয়া সদয় ॥ যে অবধি বিরহিতা কৌ-রেছ তাহারে। এক বেণী রূপে বারি বহে অন্তরারে ॥ তীর স্থিত বৃক্ষ হোতে পত্রাদি পড়িয়া। রহিয়াছে সদা পাণ্ডু বরণ হইয়া ॥ ৩১ ॥

মূল।

প্রাপ্যাবন্তী মুদয়নকথাকোবিদগ্রাম বৃদ্ধাং, পূর্ব্বো
দ্দিষ্টা মনুসর পুরীং শ্রীবিশালাং বিশালাং। স্বল্পী-
ভূতে সুচরিতফলে স্বর্গিণাং গাং গতানাং, শেষৈঃ
পুণ্যৈ হৃত মিব দিবঃ কান্তিমৎ খণ্ডমেকং ॥ ৩২ ॥

তৎপর অবন্তী দেশ হইয়া তখন। উজ্জয়িনী নগরীতে ক-
রিবে গমন। সুপ্রসিদ্ধ বৎসেশ্বর খ্যাত ধরণীতে। তাঁর কথা
শুনিবে সকল নগরিতে॥ ওহে ভাই! ঐ স্থান ধনাদি কারণ।
বিশেষ সৌভাগ্য শোভা কোরেছে ধারণ॥ তাহাতে অন্তরে
হয় এমত উদয়। স্বর্গীয় পুরুষদের হোতে পুণ্য ক্ষয়॥ পৃথিবীতে
তারা পুনঃ করিলে গমন। সেই সব মহাত্মার স্থিতির কারণ॥
তাঁহাদের অবশিষ্ট পুণ্যেই নিশ্চিত অমরার এক খণ্ড হয়েছে
আনীত॥ ৩২ ॥

মূল।

দীর্ঘীকুর্ব্বন্ পটু মদকলং কূজিতং সারসানাং প্রত্যু-
ষেষু স্ফুটিত কমলা মোদমৈত্রী কষায়ঃ। যত্র
স্ত্রীণাং হরতি সুরতগ্লানি মঙ্গানুকূলঃ সিপ্রাবাতঃ
প্রিয়তমইব প্রার্থনা চাটুকারঃ। ৩৩ ॥

ফলতঃ সে দেশ শোভে বিবিধ শোভায়। শিপ্রা নামে নদী
এক আছয়ে তথায়॥ প্রত্যূষে তাহার বায়ু করিয়া সেবন। বি-
লাসের শ্রান্তি শান্তি করে নারিগণ॥ অপর সেখানে তুমি গমন
করিলে। সারস বিহঙ্গ কুল তোমাকে দেখিলে॥ করিবে
মধুর রবে রব অনিবার। তুমিও তাহাতে সুখী হইবে অ-
পার। ৩৩ ॥

কুবলয়রজো গন্ধিভির্গন্ধবত্যাস্তোয়ক্রীড়া বিরত-
যুবতি স্নানতিক্তৈ র্মরুদ্ভিঃ ॥ ৩৫ ॥

ওহে মেঘ! সেই স্থানে থাকি কিছু ক্ষণ। চণ্ডেশ্বর-ধামে তুমি যাইবে যখন ॥ চণ্ডেশ্বর-পার্ষদেরা সাদরে তোমায়। দর্শন করিবে নাহি সন্দেহ তাহায় ॥ তাহার কারণ তব ছবি চমৎকার। শঙ্করের নীলবর্ণ কণ্ঠের আকার ॥ প্রভুর কণ্ঠের রূপ করি দরশন। বিশেষ আনন্দে হবে তাহারা মগন ॥ ওহে ভাই! তথা হোলে গমন তোমার। ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার ॥ উপকার উপলব্ধি নিশ্চয় হইবে। একারণ চণ্ডেশ্বরে অবশ্য যাইবে ॥ আর সেই স্থলে আছে নদী গন্ধবতী। জলক্রীড়া করিবারে বিস্তর যুবতী ॥ প্রতিদিন সেই জলে করয়ে গমন। তাহাদের স্নানীয়াদি সৌগন্ধে রঞ্জন ॥ সুরভি পবন তায় হরণ করিয়া। মৃদুভাব ধরি যায় উপবন দিয়া ॥ মন্দ মন্দ কম্পান্বিত হয় তরুগণ। সে শোভাও সেই স্থলে করিবে দর্শন ॥ আর তথা গেলে হয় পাপ তিরোহিত। যদ্যপি তোমার থাকে দুষ্কৃতি সঞ্চিত ॥ তথায় সে পাপ তব হইবে খণ্ডন। চণ্ডেশ্বরে অত্যাবশ্য করিবে গমন ॥ ৩৫ ॥

মূল।

অপ্যন্যস্মিন্ জলধরমহাকাল মাসাদ্য কালে
স্থাতব্যং তে নয়ন বিষয়ং যাবদত্যেতি ভানুঃ।
কুর্ব্বন্ সন্ধ্যাবলি পটহতাং শূলিনঃ শ্লাঘনীয়া মাম-
ন্দ্রাণাং ফল মবিকলং লপ্স্যতে গর্জ্জিতানাং ॥ ৩৬ ॥

ওহে মেঘ! আর ইহা রাখিবে অন্তরে। অন্য সময়েতে যদি যাহ চণ্ডেশ্বরে ॥ যদবধি নেত্রপথ ত্যজিয়া তপন। বহির্ভূত নাহি হন, দেখিবে এমন ॥ অর্থাৎ যাবৎ সন্ধ্যা না হবে উদয় তাবৎ তথায় তুমি রহিবে নিশ্চয় ॥ সন্ধ্যাবধি তথা স্থিতি

হইলে তোমার। সায়াহ্নের পূজার যে বাদ্য উপহার॥ তাহার স্বরূপ ভাব ধরিবে তখন। বিশেষ তোমার আছে গম্ভীর গর্জ্জন গর্জ্জন করিলে তুমি সন্ধ্যার সময়। পটহস্থ ভাব তাহা হইবে নিশ্চয়॥ অর্থাৎ ঢাকের বাদ্য সমান বাজিবে। তোমার সে ধ্বনি ধরা সার্থক হইবে॥ ৩৬॥

মূল।

পাদন্যাস ধ্বনিত রসনা স্তত্র লীলাবধূতৈ রত্নচ্ছায়া
খচিত বলিভি শ্চামরৈ ক্লান্ত হস্তাঃ। বেশ্যা স্তুত্তো
নখপদ সুখান্ প্রাপ্য বর্ষাগ্রবিন্দুনামোক্ষ্যন্তি
ত্বয়ি মধুকর শ্রেণি দীর্ঘান কটাক্ষান্॥ ৩৭॥

ওকে মেঘ! আরো বলি তোমার সদনে। সেই চণ্ডেশ্বর মহাকালের ভবনে॥ বিস্তর সুরূপা বেশ্যা সমাগতা হয়। নখাঘাত চিহ্ন ধরে তাদের হৃদয়॥ তব বিন্দু বিন্দু জল তাহার উপরি। পড়িলে তাহারা সুখ অনুভব করি॥ ভ্রমর পংক্তির ন্যায় কটাক্ষ দ্বারায়। সকলেই দরশন করিবে তোমায়॥ ওহে ঘন! আর সেই বারাঙ্গণাগণ। চামর ধরিয়া করে শঙ্করে ব্যজন॥ যদিও তাদের হস্ত ক্লান্ত যুক্ত হয়। নখপানন পদদ্বয় করে সে সময়॥ তাহাদের নিতম্বস্থ রসনা তখন। সুমধুর শব্দ করে, করিলে শ্রবণ॥ সকলের অন্তর সরস হোয়ে থাকে। তাহাতেও সন্তোষিত করিবে তোমাকে॥ ৩৭॥

মূল।

পশ্চাদুচ্চৈর্ভুজতরুবনং মণ্ডলেনাভিলীনঃ সান্ধ্যং
তেজঃ প্রতিনবজবাপুষ্পরক্তং দধানঃ। নৃত্যারম্ভে
হর পশুপতে রার্দ্রনাগাজিনেচ্ছাং শান্তোদ্বেগ-
স্তিমিত নয়নং [illegible] র্ভবান্যা॥ ৩৮॥

হে মেঘ ! তৎপর তুমি সন্ধ্যার সময়। শিবের নর্ত্তনকাল হইলে উদয়।। অভিনব জবাপুষ্প সমান বরণ। সন্ধ্যার যেরূপ তেজঃ ধরেন তপন।। সেইরূপ রূপ তুমি ধারণ করিয়া। পূর্ষ্ঠ-স্থোচ্চ ভুজবলে আশ্লিষ্ট হইয়া।। শিবের সরস করিচর্ম্ম লবে হবি। দর্শন করিয়া ভব-ভাবিনী শঙ্করী।। সুস্থির ও শান্তনেত্র দ্বারায় তখন। তোমার অচলা ভক্তি করিবে দর্শন।। ৩৮।।

মূল।

গচ্ছন্তীনাং রমণ বসতিং যোষিতাং তত্র নক্তং
রুদ্ধা লোকে নরপতি পথে সুচিভেদ্যৈ স্তমোভিঃ।
সৌদামিন্যা কনক নিকষ চ্ছায়য়া দর্শয়োর্ব্বীং
তোয়োৎসর্গ স্তনিত মুখরো মা চ ভূর্বিক্লবা স্তাঃ।। ৩৯।

ওহে মেঘ তুমি তথা হইলে উদয়। উজ্জয়িনী নগরীর পথ সমুদয়।। রাত্রিযোগে আবৃত হইবে অন্ধকারে। তৎকালে করিবে দয়া অভিসারিকারে।। প্রিয়তম স্থানে তারা করয়ে গমন। দেখিতে পাবেনা পথ, তাহাতে তখন।। বিদ্যুতের দ্বারা পথ করাবে দর্শন। সে সময়ে করিও না গর্জ্জন বর্ষণ।। গর্জ্জন বর্ষণে তুমি মুখর হইবে। সহজে স্ত্রীজাতি তারা আশঙ্কা পাইবে।। ৩৮।

মূল।

তাং কস্যাঞ্চিদ্ভবন বলভৌ সুপ্তপারাবতায়াং নীত্বা
রাত্রিং চিরবিলসনাৎ খিন্নবিদ্যুৎ কলত্রঃ। দৃষ্টে
সূর্য্যে পুনরপি ভবান্ বাহয়েদধ্বশেষং মন্দায়ন্তে
ন খলু সুহৃদা মভ্যুপেতার্থ কৃত্যাঃ।। ৪০।।

ঐ নগরীর গৃহাদির উচ্চ ভীতে। পারাবত সব যথা রহে নিদ্রাস্থিতে।। কোনমতে রাত্রি তথা করিয়া যাপন। সূর্য্যোদয় হইলেই করিও গমন।। বহুকাল বিহার করিয়া সে সময়। তব

জলপ্রভাপন্থী থিম্না যদি হয়। তথাচ আমার বোধ হোতেছে এমন। গমনে হবেনা তব আলস্য কখন ॥ তাহার কারণ এই মিত্রের নিকটে। অঙ্গিকার করিলে বিরাম নাহি ঘটে ॥ ৪০ ॥

মূল।

তস্মিনকালে নয়ন সলিলং যোষিতাং খণ্ডিতানাং
শাস্তিং নেত্রং প্রণয়িভি বতো বর্ত্ম ভানো স্ত্যজাশু।
প্রালে আত্রং কমলনয়নাৎ সোপিহর্ত্তুং নলিন্যাঃ
প্রত্যাবর্ত্ত স্ত্বয়ি কররুধি স্যাদনল্পাভ্যস্বয়ঃ ॥ ৪১ ॥

ওহে বারিধর! তুমি আর সে সময়। অর্থাৎ প্রভাৎকাল হইলে উদয় ॥ প্রণয়ি কর্ত্তৃক খণ্ডিতার নেত্র জল। নিবারণ করা তুমি ভাবিবে মঙ্গল ॥ একারণ বলিতেছি তোমাকে এখন। সত্বরে সূর্য্যের বর্ত্ম ত্যজিবে তখন ॥ নলিনীর হিমরূপ নয়নের নীর। মোচনার্থে রত হন তখন মিহির ॥ তৎকালে কিরণ তাঁর যদি কর রোধ। তা হোলে হইবে তাঁর অতিশয় ক্রোধ ॥ ৪১ ॥

মূল।

গম্ভীরায়াঃ পয়সি সরিত শ্চেতসিব প্রসন্নে ছায়া-
আপি প্রকৃতি সুভগো লপ্স্যতে তে প্রবেশং।
তস্মাদস্যাঃ কুমুদবিবদান্যর্হসি ত্বং ন ধৈর্য্যান্মো-
ঘীকর্ত্তুং চটুলসকরোদ্বর্ত্তন প্রেক্ষিতানি ॥ ৪২ ॥

ওহে ভাই! গমন করিবে যে সময়। নদীর নির্ম্মল নীর মধ্যে সে সময়। তব শুভ্র প্রতিবিম্ব প্রবিষ্ট হইবে। গম্ভিরা হলেও নদী নিশ্চিত জানিবে ॥ কুমুদ কুসুম সম বরণ ধবল। স্বভাবতঃ সচঞ্চল সফরী সকল ॥ ইতস্ততো ভ্রমণ করিয়া অনুক্ষণ। প্রীতমনে তোমাকে করিবে নিরীক্ষণ ॥ স্বভাবত

নীর তুমি কি বলিব আর। বিফল ভোগ না মনে তাদের ব্যভার ॥ ৪২ ॥

মূল।

তস্যাঃ কিঞ্চিৎ করধৃতমিব প্রাপ্তবানীরশাখং হৃত্বা
নীলং সলিলবসনং মুক্তরোধো নিতম্বং। প্রস্থানং
তে কথমপি সখে লম্বমানস্য ভাবি জ্ঞাতাস্বাদঃ
পুলিন জঘনাং কো বিহর্ত্তুং সমর্থঃ ॥ ৪৩ ॥

ওহে। সেই কামিনী স্বরূপা তটিনীর। নীলাম্বর যেন তাহে কৃষ্ণবর্ণ নীর ॥ তীর রূপ বিকৃত কষন দেশাবধি। পতিত হইয়া রহিয়াছে নিরবধি ॥ জলরূপ বসন বেতস শাখা পেয়ে। তট রূপ নিতম্বেকে দেখিবে না চেয়ে ॥ হইয়া জঘনারূঢ় দেখে সে ব্যাপার। তখন গমন করা হবে তব ভার ॥ কারণ তাহার রস-গ্রহ আছে যার। তেমন জঘন তাহা করি পরিহার। কোন পুরুষেই তাহা পারেনা কখন। তাই বলি ভার হবে তোমার গমন ॥ ৪৩ ॥

মূল।

ত্বন্নিস্যন্দোচ্ছ্বসিত বসুধা গন্ধ সম্পর্কপুণ্যঃ স্রো-
তোরন্ধ্রধ্বনিত সুভগং দন্তিভিঃ পীয়মানঃ। নীচৈ
র্বাস্যত্যুপ জিগমিষো র্দেব পূর্ব্বং গিরিং তে
শীতো বায়ুঃ পরিণময়িতা কাননোদুম্বরাণাং ॥ ৪৪ ॥

ওহে মেঘ! তথা হোতে তৎপরে যখন। দেবগিরি সমী-পেতে করিবে গমন ॥ মন্দ মন্দ শীতল অনীল সে সময়। তো-মার উদ্দেশে হবে বহন নিশ্চয় ॥ আর তব বৃষ্টি জলধারায় নিক্ষিপ্ত। ক্ষিতি হোতে হইবে যে সদ্গন্ধ উত্থিত ॥ তাহাতেই সেই বায়ু সুগন্ধি হইবে। সহজেই করি কুল উৎসবে আতিবে

থ স্ব করচ্ছিদ্র দ্বারা ঘ্রাণ লবে তার। উডুম্বর বৃক্ষফল পক্ক হবে আর॥ ৪৪॥

তত্র স্কন্দং নিয়তবসতিং পুষ্পমেঘীকৃতাত্মা পুষ্পা
সারৈঃ স্নপয়তু ভবান্ ব্যোমগঙ্গাজলার্দ্রৈঃ। রক্ষা-
হেতোর্নবশশিভৃতা বাসবীনাঞ্চমূলা মত্যাদিত্যং
হুতবহমুখে সম্ভৃতং যদ্ধিতেজঃ। ৪৫॥

ওহে ভাই। ইন্দ্রসেনা রক্ষার কারণ। শিবের প্রচণ্ড তেজঃ জিনিয়া তপন। অগ্নি মুখে নিক্ষিপ্ত হইলে সে সময়। তাহা-তেই কুমারের অবতার হয়॥ সেই সুরসেনা কার্ত্তিকেয় মহা-মতি। পূর্ব্বোক্ত পর্ব্বতে তিনি করেন বসতি॥ আকাশ গঙ্গার নীরে তুমি সুশীতল। আর তুমি কুসুম সদৃশ সুকোমল॥ অতএব নিজ দেহ নিঃসৃত ধারায়। অত্যাবশ্য অভিষিক্ত করিবে তাঁহায়॥ ৪৫॥

মূল।

জ্যোতির্লেখা বলয়ি গলিতং যস্য বর্হং ভবানী পুত্র
প্রেম্ণা কুবলয়দলপ্রাপি কর্ণে করোতি। ধৌতাপাঙ্গং
হর শশিরুচাপাবকেস্তং ময়ূরং পশ্চাদদ্রি গ্রহণ
গুরুভি গর্জিতৈর্নর্ত্তয়েথাঃ॥ ৪৬॥

ওহে মেঘ। আর সেই পর্ব্বত উপরে। কার্ত্তিকের বাহন ময়ুর বাস করে॥ প্রথমে তুষিবে তাঁরে বর্ষণ দ্বারায়। পশ্চাৎ গর্জ্জনে নৃত্য করাইবে তায়॥ সামান্য সে ময়ূরেরে ভাবিওনা মনে। ভগবতী তনয়ের স্নেহের কারণে॥ ময়ূরের পুচ্ছ কর্ণে করেন ধারণ। কুবলয় সম তাহা হয় সুশোভন॥ ৪৬॥

মূল।

আরাধ্যৈনং শরবনভবং দেবমুল্লঙ্ঘিতাধ্বা সিদ্ধ
দ্বন্দ্বৈর্জ্জলকণভয়াদ্বীণিভির্মুক্তমার্গঃ। ব্যালয়েথাঃ

সুরভি তনয়ালম্ভজাং মানয়িষ্যন্ স্রোতোমূর্ত্ত্যা
ভুবি পরিণতাং রন্তিদেবস্য কীর্ত্তিং ॥ ৪৭ ॥

ওহে ঘন ! শরবনভব ষড়মুখে। আরাধনা করি, তুমি নিজ মন সুখে। তথা হোতে নানাস্থানে করিয়া ভ্রমণ। গোমতী নদীর তীরে করিবে গমন ॥ সুপবিত্র গোমতীর সলিল নিশ্চয়। করিল গোমেধ যজ্ঞ রন্তি যে সময় ॥ গোরক্তে হোয়েছে ঐ নদীর সৃজন। সেই হেতু অত্যাবধি যত জনগণ ॥ রন্তিরাজ কীর্ত্তি ঐ গোমতীকে বলে। পবিত্র হইবে তুমি গোমতীর জলে ॥ ওহে মেঘ ! তথা তুমি যাইবে যখন। করিবেনা পথ রোধ যত সিদ্ধগণ ॥ বরঞ্চ তোমার পাছে পড়ে জলধারা। সেই ভয়ে সশঙ্কিত হইয়া তাহারা ॥ বীণা * হস্তে লয়ে তারা সত্বরে তখন। তোমাকে উত্তম পথ করাবে দর্শন ॥ ৪৭ ॥

মূল।

ত্বয্যাদাতুং জল মবনতে শার্ঙ্গিণো বর্ণচৌরে তস্যাঃ
সিন্ধোঃ পৃথুমপি তনুং দূরভাবাৎ প্রবাহং।
প্রেক্ষিষ্যন্তে গগন গতয়ো নূনমাবর্জ্জ্য দৃষ্টিরেকং
মুক্তাগুণমিব ভুবঃ স্থূলমধ্যেন্দ্রনীলং ॥ ৪৮ ।

ওহে বারিধর ! তব নীল কলেবর। শ্রীকৃষ্ণের কান্তী সম কান্তী মনোহর ॥ আর গোমতীর নীর স্বচ্ছ অতিশয়। দূর হোতে সূক্ষ্ম মুক্তাহার বোধ হয় ॥ যখন নদীর জল করিতে গ্রহণ। অবনত হবে তুমি ইচ্ছায় আপন ॥ দূরস্থিত সিদ্ধগণ বিস্তৃত নয়নে। তোমাকে দর্শন করি ভাবিবেন মনে ॥ পৃথিবীর মুক্তাময় হারের সহিত। নীলকান্ত মণি যেন হোয়েছে শোভিত ॥ ৪৮ ॥

* (অর্থাৎ বীনায় রাগ আলাপন ছলে।
উড়াইবে মেঘে, এই ভাব এই স্থলে ॥)

মূল ।

তামুত্তীর্য্য ব্রজ পরিচিত ভ্রূলতা বিভ্রমাণাং
পক্ষ্মোৎক্ষেপাদুপরি বিলসৎ কৃষ্ণসার প্রভাণাং ।
কুন্দক্ষেপানুগমধুকর শ্রীমুষামাত্মবিম্বং পাত্রী-
কুর্ব্বন্ দশপুর বধূনেত্র কৌতূহলানাং ॥ ৪৯ ॥

ওহে ভাই ! গোমতী হইতে তার পর । দশপুর নগরীতে যাইবে সত্বর ॥ তথাকার নারীদের সুন্দর নয়ন । ভ্রূভঙ্গি সংযুক্ত সদা শোভার সদন ॥ তাহাদের সেই নেত্র পংক্তিতে, তোমার । প্রতিবিম্ব দেখাইবে বাসনা আমার ॥ বিস্মৃত হবেনা ইহা অন্তরে রাখিবে । অতিশয় রমণীয় তাহারা জানিবে ॥ তাহাদের নেত্র পক্ষ্ম উর্দ্ধক্ষেপ জন্য । কৃষ্ণসার হরিণের প্রভাসম গণ্য ॥ কুন্দ পুষ্পে উপবিষ্ট যেন মধুকর । সেইরূপ তাহাদের শোভা মনোহর ॥ ৪৯ ॥

মূল ।

ব্রহ্মাবর্ত্তং জনপদ মধশ্ছায়য়া গাহমানঃ ক্ষেত্রং
ক্ষত্র প্রধন পিশুনং কৌরবং তদ্ভজেথাঃ । রাজ-
ন্যানাং শিত শরশতৈর্যত্র গাণ্ডীবধন্বা ধারাপাতৈ-
স্ত্বমিব কমলান্যভ্যবর্ষন্মুখানি ॥ ৫০ ॥

ব্রহ্মাবর্ত্ত দেশে পরে উত্তরিবে গিয়া । অধচ্ছায়া দ্বারা স্পর্শ সে দেশ করিয়া ॥ তথা হোতে কুরুক্ষেত্রে করিবে গমন । প্রসিদ্ধ সে স্থান, ইহা বিখ্যাত ভুবন ॥ আর তাহা [illegible] সূচক হয় । তথায় গাণ্ডীবধারী বীর ধনঞ্জয় ॥ তব জলধারাসম শত শত শরে । বিদীর্ণ করেন রণে নৃপতি নিকরে ॥ বহুল ক্ষত্রিয় তথা হোতে [illegible] । [illegible] ৫০

মূল।

হিত্বা হালামভিমতরসাং রেবতীলোচনাঙ্কাং
বন্ধুপ্রীত্যা সমরবিমুখো লাঙ্গলী যাঃ সিষেবে।
কৃত্বা তাসামভিগমমপাং সৌম্য সারস্বতীনা
মন্তঃশুদ্ধস্ত্বমসি ভবিতা বর্ণমাত্রেণ কৃষ্ণঃ ॥ ৫১ ॥

ওহে ভাই! ভগবান রেবতী-রমণ। কুরু-পাণ্ডবের দ্বন্দে স্নেহের কারণ॥ ভাবিয়া চিন্তিয়া রণে বিমুখী হইয়া। অভীষ্ট ও স্বাদযুক্ত সুরায় ত্যজিয়া॥ করিলেন সরস্বতী নদীর সেবন! অতএব তুমি তথা করিয়া গমন॥ সারস্বত তোয় সেবা যতনে করিবে। অবশ্য অন্তর শুদ্ধ তাহাতে হইবে॥ ৫১॥

মূল।

তস্মাদগচ্ছেরনু কনখলং শৈলরাজাবতীর্ণাং
জহ্নোঃ কন্যাং সগরতনয়স্বর্গসোপানপংক্তিং।
গৌরীবক্ত্রভ্রুকুটিরচনাং যা বিহস্যেব ফেনৈঃ
শম্ভোঃ কেশগ্রহণমকরোদিন্দুলগ্নোর্ম্মিহস্তা॥ ৫২ ॥

কুরুক্ষেত্র হোতে তুমি করিয়া গমন। সহজেই করিতে পারিবে দরশন॥ কনকাচলের সমীপস্থ হিমালয়। তথা হোতে হোতেছেন জাহ্নবী উদয়॥ ত্রিলোকপাবনী তিনি তাঁহা হোতে আর। সগরতনয়গণে লভিল উদ্ধার॥ আর তিনি সাপত্ন্য রোষেতে আপনার। ফেনা দ্বারা বক্ত্রস্থ ভ্রুকুটী অধিকার॥ উপহাস করি, শঙ্করের শিরস্থিত। শশিরূপে শশাঙ্ক যে রয়েছে বিরাজিত॥ তাহাতে তরঙ্গ রূপ হস্তার্পণ করি। বিরাজ করেন সুখে শিবকেশ ধরি॥ ৫২॥

মূল।

তস্যাঃ পাতুং সুরগজ ইব ব্যোম্নি পূর্ব্বার্দ্ধলম্বী
ত্বঞ্চেৎ অচ্ছস্ফটিকবিশদং তর্কয়েস্তির্য্যগম্ভঃ।

যদি তব [illegible] স্রোতসিচ্ছায়যাসৌ স্যাদস্থানো-
পগতযমুনা সঙ্গমেবাভিরামা ॥ ৫২ ॥

ওহে জলধর ! এই জাহ্নবীর জল। স্ফটিক [illegible] স্বচ্ছ
বিশেষ নির্ম্মল ॥ সে জল যখন তুমি দর্শন করিবে। অবশ্য
পানের ইচ্ছা অন্তরে হইবে ॥ আর যদি সে সময় গগণ উপরি।
শরীরের পূর্ব্ব অর্দ্ধ বক্রীভূত করি ॥ জলপান কর তাহা হইলে,
তখন। তব প্রতিবিম্ব হবে গলিলে পতন ॥ যথায় যমুনা সঙ্গ
কভু না সম্ভবে। তথায় যমুনা সঙ্গ সমবোধ হবে ॥ তাহাতে
গঙ্গার শোভা হবে অতিশয়। ওহে বারিধর ! ইহা জানিবে
নিশ্চয় ॥ ৫২ ॥

মূল।

আসীনানাং সুরভিতশিলং নাভিগন্ধৈর্ম্মৃগাণাং তস্যা-
এব প্রভব মচলং প্রাপ্য গৌরং তুষারৈঃ। রক্ষ-
স্যধ্বশ্রম বিনয়নে তস্যশৃঙ্গে নিষণ্ণঃ শোভাং শুভ্র
ত্রিনয়ন বৃষোৎখাত পঙ্কোপমেয়াং ॥ ৫৩ ॥

ওহে ভ্রাতঃ ! যাইতে যাইতে যে সময়। মনোমধ্যে যদি
তব শ্রান্তিবোধ হয় ॥ হিমালয় শৃঙ্গেতে করিবে অবস্থান। সেই
শৃঙ্গ স্বচ্ছ শুভ্র স্ফটিক সমান ॥ নিকটেতে [illegible]
নিঃশঙ্কেতে অবস্থিতি করে অনুক্ষণ ॥ তাহাদের নাভি আর
সুরভি [illegible] সুখী তুমি হবে তথা করি অবস্থান ॥ ওহে
তুমি সেই শৃঙ্গে [illegible] হবে। [illegible] হবে।
তাহাতে [illegible] শোভা হইবে [illegible]
জন্মিবে অপার ॥ ৫৩ ॥

মূল।

[illegible]

[illegible]

স্যেনং শময়িতু মলং বারিধারা সহস্রৈ রাপন্নার্ত্তি
প্রশমনকলাঃ সম্পদোহ্যুত্তমানাং ॥ ৫৫ ॥

আর সেই হিমালয় পর্ব্বত উপর। সরল পাদপ সব আছয়ে বিস্তর ॥ তব অবস্থিতি জন্য যদ্যপি তখন। প্রচণ্ড ভাবেতে করে পবন গমন ॥ তাহাতে যদ্যপি সব বৃক্ষের ঘর্ষণে। দাবানল সমুদ্ভব হয় সেইক্ষণে ॥ ওহে বারিধর! তুমি কৃপা প্রকাশিবে। বারিধারা দ্বারা তাহা নির্ব্বাণ করিবে ॥ সাধুদের সম্পত্তির ফল সেই সার। বিপন্ন জনায় করা বিপদে উদ্ধার ॥ ৫৫ ॥

মূল।

যে ত্বাং মুক্তধ্বনি মসহনাঃ স্বাঙ্গভঙ্গায় তস্মিন
দর্পোৎ সেকাদুপরি শরভা নঙ্ঘয়িষ্যন্ত্য লঙ্ঘ্যং।
তান্ কূর্ব্বীথাস্তু মুলকরকা বৃষ্টি হাসাবকীর্ণান্
কে বা নস্যুঃ পরিভবপদং নিষ্ফলারম্ভ যত্নাঃ ॥ ৫৬ ॥

ওহে মেঘ! আর সেই পর্ব্বত উপর। সিংহ ব্যাঘ্র আদি পশু আছয়ে বিস্তর ॥ শরভ সকল স্বাঙ্গ ভঙ্গের কারণ। কোপবশে করিবেক তোমাকে লঙ্ঘন ॥ করকা বর্ষণ তুমি করি সে সময়ে। বিক্ষিপ্ত করিও সেই শরভ নিচয়ে ॥ কর্ম্মার্থে যাদের হয় উদ্যোগ নিষ্ফল। তাহারাই প্রাপ্ত হয় পরাভব স্থল ॥ ৫৬ ॥

মূল।

তত্রব্যক্তং দৃষদি চরণন্যাস মর্দ্ধেন্দুমৌলেঃ শশ্বৎ
সিদ্ধৈ রুপহিতবলিং ভক্তি নম্রঃ পরীয়াঃ। যস্মিন
দৃষ্টে করণ বিগমাদূর্দ্ধ মুদ্ধূত পাপঃ কল্পন্তেস্য
স্থিরগণপ্রদ প্রাপ্তয়ে শ্রদ্ধধানাঃ ॥ ৫৭ ॥

ওহে মেঘ! তথা কোন শিলাতলে আর। চন্দ্রার্দ্ধ মৌলীর পাদচিহ্ন চমৎকার ॥ দর্শন হইবে, তাহা করিয়া দর্শন। নম্র হোয়ে প্রদক্ষিণ করিবে তখন ॥ সিদ্ধগণ নানা উপহার আয়োজনে।

সেই পাদচিহ্ন পূজা করেন যতনে ॥ ওহে ভাই! বলিতেছি ইহাও নিশ্চয়। সেই যে চরণ চিহ্ন সামান্য সে নয় ॥ শ্রদ্ধাবান পুরুষেরা করিলে দর্শন। দেহত্যাগ পরে সেই ফলের কারণ প্রমথগণের যে শাশ্বত পুণ্যস্থান। তথায় করয়ে বাস সেই ভাগ্যবান ॥ ৫৭ ॥

মূল।

শব্দায়ন্তে মধুর মনিলৈঃ কীচকাঃ পূর্য্যমাণাঃ সংশ
ক্তাভিঃ স্ত্রিপুরবিজয়ো গীয়তে কিন্নরীভিঃ। নি-
র্হ্রাদী তে মুরজইব চেৎ কন্দরেষু ধ্বনিঃ স্যাৎ স-
ঙ্গীতার্থো নন্নুপশুত পে স্তত্র ভাবী সমগ্রঃ ॥ ৫৮ ॥

ওহে মেঘ! বলিতেছি ইহাও তোমায়। কীচক আখ্যান বংশ আছয়ে তথায় ॥ সরন্ধ্র অনীলে পূর্ণ হোয়ে অনুক্ষণ। অতিশয় সুমধুর করয়ে নিঃস্বন ॥ কিন্নরীরা অনুরক্তা হইয়া তাহায়। ত্রিপুরবিজয়গাণ করেন তথায় ॥ যদ্যপি নির্হ্রাদ তুমি কর সেই স্থলে। মুরুজ ধ্বনির সম ভাবিবে সকলে ॥ শঙ্ক-রের সঙ্গীত সামগ্রী সমুদয়। প্রস্তুত হইবে নাহি সংশয় তাহায় ॥ ৫৮ ॥

প্রালেযাদ্রে রুপতট মতিক্রম্য তাং স্তান্ বিশেষান্
হংসদ্বারং ভৃগুপতিযশো বর্ত্ম যৎ ক্রৌঞ্চ রন্ধ্রং।
তেনো দীচীং দিশ মনসরে স্তির্য্যগায়ীমশোভি
শ্যামঃ পাদো বলিনিয়মনাভ্যুদ্যতস্য বিষ্ণোঃ ॥ ৫৯

ওহে ঘন! হিমালয় পর্ব্বত উপর। দ্রষ্টব্য পদার্থ সব দেখিয়া সত্বর ॥ “ক্রৌঞ্চ রন্ধ্র,” যাহা হংস সকলের দ্বার। পরুষ রামের যশঃ প্রবৃত্তির সার ॥ ক্রৌঞ্চরন্ধ্র দিয়া কোরো উত্তরে গমন। তুমি ওহে বক্র আর বিস্তৃত শোভন ॥ বলি

দমনার্থে যেন হরির চরণ। তদ্রূপ শ্যামাঙ্গ তব হইবে শোভন ॥ ৫৯ ॥

মূল।

গত্বা চোর্দ্ধং দশমুখভুজো চ্ছ্বাসিত প্রস্থসন্ধিঃ কৈ-
লাসস্য ত্রিদশ বনিতা দর্পণস্যাতিথিঃ স্যাৎ।
শৃঙ্গোচ্ছ্রায়ৈঃ কুমুদ বিষদৈর্যো বিতত্য স্থিতঃ খং
রাশীভূতঃ প্রতিদিশ মিব ত্র্যম্বকস্যাট্টহাসঃ ॥ ৬০ ॥

ক্রৌঞ্চবিল ত্যজি তুমি যাইবে যখন। কিঞ্চিৎ উর্দ্ধেতে উঠি করিবে গমন ॥ কৈলাস পর্ব্বত তবে দেখিতে পাইবে। রজতে নির্ম্মিত তাহা নিশ্চিত জানিবে ॥ দেবাঙ্গণাদের তাহা দর্পণের প্রায়। অবশ্য অতিথি তুমি হইবে তথায় ॥ ওহে ভাই! তোমাকে বিশেষ কোরে বলি। দশমুখ লঙ্কেশ্বর ছিল অতি বলী ॥ কৈলাসের সানুসন্ধি বাহুবলে তার। শ্লথ হইয়াছে নহে অন্যথা তাহার ॥ কুমুদ বিশদ শৃঙ্গ আকাশ ব্যাপিয়া। শঙ্করের অট্টহাস সরূপ হইয়া ॥ অবস্থিতি করিতেছে জানিবে এখন। কহিলাম ইহা তব বোধের কারণ ॥ ৬০ ॥

মূল।

উৎপশ্যামি ত্বয়িতটগতে স্নিগ্ধভিন্নাঞ্জনাভে সদ্যঃ
কৃত্তদ্বিরদ দশন ছেদগৌরস্য তস্য। শোভামদ্রে
স্তিমিত নয়ন প্রেক্ষণীয়াং ভবীত্রীং সংমস্তস্কে সতি
হল ভৃতো মে চকে বাসসীব ॥ ৬১ ॥

দ্বিরদের সদ্য ছিন্ন বদন যেমন। তদ্রূপ ধবল ঐ পর্ব্বত শো-ভন ॥ ওহে মেঘ! স্নিগ্ধ ভিন্নাঞ্জন যে প্রকার। তদ্রূপ তোমার আভা অতি চমৎকার ॥ কৈলাস পর্ব্বতে তুমি যাইবে যখন। শ্যামবর্ণ বসনেতে রোহিণী নন্দন ॥ যে প্রকার শোভা তিনি করেন বিস্তার। কৈলাস তদ্রূপ হবে শোভার আধার ॥ ৬১ ॥

মূল।

তস্মিন্‌হিত্বা ভুজগ বলয়ং শম্ভুনা দত্তহস্তা ক্রীড়া-
শৈলে যদিচ বিহরেৎ পাদচারেণ গৌরী। ভঙ্গী-
ভক্ত্যা বিরচিত বপুঃ স্তম্ভিতান্তর্জলৌঘঃ শোপানত্বং
ব্রজ পদসুখস্পর্শ মারোহণেষু॥ ৬২॥

শঙ্করের ক্রীড়া শৈল কৈলাস শোভন। যদ্যপি তথায় তুমি করিয়া গমন॥ শঙ্করীকে দেখ পদে বিহার করিতে। পর্ব্ব রচনার দ্বারা অমনি ত্বরিতে॥ কম্পিত শরীর তুমি ধরিবে তখন। শঙ্করীর তট আরোহণের কারণ॥ সোপান স্বরূপ তুমি ধরিবে আকার। পদসুখ স্পর্শ হবে তা হলে তাঁহার॥

মূল।

তত্রাবশ্যং বলয় কুলিশোদ্‌ঘট্টনোদগীর্ণতোয়ং নে-
ষ্যন্তিত্বাং সুবযুবতয়ো যন্ত্রধারা গৃহত্বং। তাভ্যো
মোক্ষ স্তব যদি সখে ঘর্ম্মলব্ধস্য নস্যাৎ ক্রীড়ালোলাঃ
শ্রবণপরুষৈ গর্জ্জিতৈ র্ভায়য়ে স্তাঃ॥ ৬৩॥

কৈলাসের সন্নিহিত হইবে যখন। তোমাকে দর্শন করি সুরাঙ্গনাগণ॥ স্বীয় স্বীয় কঙ্কণাস্ত্র প্রহার দ্বারায়। নিগত্ত তোমার জল করিয়া ত্বরায়॥ কাল্পনিক ধারা গৃহ তোমায় করিবে। ওহে জলধর! ইহা নিশ্চয় জানিবে॥ নিদাঘেতে তা-হাদের হস্তগত হয়ে। মুক্ত হোতে যদি নাহি পার সে সময়ে॥ ক্রীড়ালোল সুরাঙ্গনাগণেরে তখন। শ্রুতিকটু নাদ তব করায়ে শ্রবণ॥ দেখাইবে ভয়, তাহে মঙ্গল হইবে। ওহে বারিধর! ইহা নিশ্চয় জানিবে॥ ৬৩॥

মূল।

হেমাম্ভোজ প্রসবি সলিলং মানসস্যাদদানঃ কুর্ব্বন্
কামাৎ ক্ষণমুখপট প্রীতিমৈরাবতস্য। ধুন্বনবাতৈঃ

সজল পৃষতৈঃ কল্পবৃক্ষাংশুকানি চ্ছায়াভিন্ন স্ফটিক
বিষদং নির্বিশে স্তং নগেন্দ্রং ॥ ৬৪ ॥

ওহে মেঘ ! মানস বাপির স্বচ্ছ জল। প্রসব করিয়া থাকে সুবর্ণ কমল ॥ সেই জল যে সময়ে গ্রহণ করিবে। ঐরাবত হস্তীদের প্রীতি বাড়াইবে ॥ পরে বায়ুযোগে তুমি বস্ত্রের সমান। কল্পদ্রুম কিসলয় করি কম্পমান ॥ বিবিধ ক্রীড়ায় রত তখন হইবে। পর্ব্বতের উপভোগ সম্ভোগ করিবে ॥ ৬৪ ॥

মূল।

তস্যোৎসঙ্গে প্রণয়িনইব স্রস্তগঙ্গা দুকূলাং নত্বা দৃষ্টা।
ন পুনরলকাং জ্ঞাস্যসে কামচারিন্। যা বঃ কালে
বহতি সলিলোদ্গার মুচ্চৈর্ব্বিমানৈ র্মুক্তাজাল
গ্রথিত মলকং কামিনীবাভ্রবৃন্দং ॥ ৬৫ ॥

ওহে মেঘ ! কহিতেছি শুন সমাচার। সেই পর্ব্বতের ঊর্দ্ধে কটিদেশে আর ॥ আছয়ে অলকাপুরী শোভা তার অতি। যক্ষরাজ কুবেরের তথায় বসতি ॥ অধিক তাহার কথা কি আর শুনিবে। দেখিয়াই অনায়াসে জানিতে পারিবে ॥ ওহে মেঘ ! ভাগিরথী যেন অলকার। বসনের সম শোভা পায় চমৎকার ॥ আর বলি মুক্তাবলি গ্রথিত যেমন। চূর্ণ কেশ ধরি হয় শোভার সদন ॥ সেইরূপ সে অলকাপুরী বরষায়। সমূহ মেঘের সহ সদা শোভা পায় ॥ ৬৫ ॥

মূল।

বিদ্যুত্বন্তং ললিতবনিতাঃ সেন্দ্রচাপং সচিত্রাঃ সঙ্গী-
তায় প্রহত মুরজাঃ স্নিগ্ধ গম্ভীরঘোষং। অন্ত-
স্তোয়ং মণিময় ভুবস্তুঙ্গ মভ্রং লিহাগ্রাঃ প্রাসা-
দাস্ত্বাং তুলয়িতুমলং যত্র তৈ স্তৈ র্ব্বিশেষৈঃ ॥ ৬৬ ॥

তব সম ভাগ্যযুক্ত ওহে জলধর!। অলকায় দেবালয় আছয়ে বিস্তর ॥ দেখিলে অবশ্য জ্ঞাতো হবে সমুদায়। সকল প্রাসাদ কামিনীতে শোভা পায় ॥ চঞ্চল স্বভাব সেই সব অবলার। সৌদামিনী সম সবে সুশোভিতা আর ॥ ইন্দ্রচাপ সম চিত্র সকল সদন। আর তথা সদা সবে সঙ্গীতে মগন ॥ স্নিগ্ধ ও গম্ভীর ঘনঘোষ বোধ হয়। এমন মুরজ বাজে সঙ্গীত সময় ॥ গর্ভস্থ সলিল সহ তথা নবঘন। জ্যোতি যুক্ত চন্দ্রকান্ত মণিতে শোভন ॥ আর সেইরূপে রহে হোয়ে উচ্চতর। এমন অলকা-পুরী ওহে জলধর ॥ ৬৬ ॥

মূল।

হস্তে লীলা কমল মলকং বালকুন্দানুবিদ্ধং নীতা
লোধ্র প্রসব রজসা পাণ্ডুতা মাননশ্রীঃ। চূড়া-
পাশে নব কুরুবকং চারুকর্ণে শিরীষং সীমন্তে চ
ত্বদুপগমজং যত্র নীপং বধূনাং। ৬৭ ॥

ওহে! যথা পুরাঙ্গনা যুবতী নিচয়। করপদ্মে লীলাপদ্ম ধরি সদা রয় ॥ কলিকা সংযুক্ত কুন্দ কুসুমেতে আর। অলকা-বলীর কিবা শোভা চমৎকার ॥ তব আগমন জাত কদম্ব লইয়া। শোভাতীত শোভা ধরে সীমন্তে ধরিয়া ॥ কবরীর শোভা করে কুরুবক লয়ে। কোমল শিরীষ পুষ্প ধরে কর্ণদ্বয়ে ॥ লোধ্র পুষ্প রেণু দ্বারা যথা অবলায়। পাণ্ডুবর্ণ মুখশ্রী ধরিয়া শোভা পায় ॥ এমন যে স্থান তুমি দর্শন করিবে। অবশ্য অলকাপুরী তাহাকে ভাবিবে ॥ ৬৭ ॥

মূল।

যস্যাং যক্ষাঃ সিতমণিময়ান্যেত্য হর্ম্ম্যস্থলানি
জ্যোতিশ্ছায়া কুসুম রচিতান্যুত্তম স্ত্রীসহায়াঃ।

আসেবন্তে মধুরতি রসং কল্পবৃক্ষ প্রসূতং তক্কা-
ম্ভীর ধ্বনিষু শনকৈঃ পুষ্করে ষ্বাহতেষু ॥ ৬৮ ॥

যে অলকাপুর মধ্যে কুসুম সমান। চন্দ্রকান্তি যুক্ত অতি শুভ্র শোভমান॥ মণিময় অট্টালিকা তাহে যক্ষগণ। রমণীয় কামিনীর সহ সর্ব্বক্ষণ॥ বিলাস বর্দ্ধক হোয়ে হরেন বিষাদ। কল্পবৃক্ষোদ্ভব মধু সুধার আস্বাদ॥ সর্ব্বদা সুখেতে তাহা করেন সেবন। ওহে জলধর! তথা করিয়া গমন॥ সংশয় কিছুই আর মনে না ভাবিবে। তাহাই অলকাপুরী নিশ্চয় জানিবে॥ ৬৮॥

মূল।

গত্যুৎ কম্পাদলক পতিতৈর্যত্র মন্দার পুষ্পৈঃ ক্লপ্ত
চ্ছেদ্যৈঃ কনক নলিনৈঃ কর্ণবিভ্রংসিভিশ্চ। মুক্তা-
জাল স্তন পরিসর ছিন্নসূত্রৈশ্চ হারৈ র্নৈশো মার্গঃ
সবিতুরুদয়ে সূচ্যতে কামিনীনাং॥ ৬৯॥

ওহে মেঘ! অলকার যুবতি নিচয়। সঙ্কেত স্থানেতে রাত্রে যায় যে সময়। সভয় চঞ্চল গতি কারণে সবার। কবরী হইতে খসি পড়য়ে মন্দার॥ অবশ্য ছেদীয়ছিন্ন লোমচ্যুত হয়। গমন কালীন কর্ণে কমল না রয়॥ বহুমূল্য মুক্তা হারে বক্ষ শোভা করে। ছিন্ন হোয়ে পড়ে তাহা পথের উপরে॥ ঘণাবৃত যামি-নীতে কামিনী নীচয়। যে পথে গমন করে হোলে সূর্য্যো-দয়॥ পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি পথে হয় দরশন। জানা যায় সজ্জী-ভূতা হোয়ে নারীগণ॥ সেই পথ দিয়া গেছে সঙ্কেত কাননে ওহে জলধর! বলি তোমায় এক্ষণে॥ পূর্ব্বোক্ত ভূষাদি তুমি যে পথে দেখিবে। অবশ্য অলকা বলি তাহাকে ভাবিবে॥ ৬৯

মূল।

নীবীবন্ধোচ্ছ্বলিত শিথিলং যত্র যক্ষাঙ্গনানাং বাসঃ
কামাদনিভৃত করেষ্বাক্ষিপৎস্যু প্রিয়েষ। অর্চ্চি-
স্তুঙ্গানভিমুখগতান্ প্রাপ্য রত্ন প্রদীপান হ্রীমূঢ়ানাং
ভবতি বিফল প্রেরণা চূর্ণমুষ্টি॥ ৭০॥

ওহে মেঘ! প্রিয়তমগণ অলকায়। স্বেচ্ছাধীন সচঞ্চল করের দ্বারায়॥ যক্ষাঙ্গনাদের স্থূল নিতম্ব সংস্থিত। রতন মেখলা গ্রন্থি অতি সুশোভিত॥ তথা হোতে শ্লথ বস্ত্র করিলে হরণ। দীপতুল্য দীপ্তি ধরে রত্নাদি তখন॥ তদ্দর্শনে লজ্জার কারণে সে সময়। জ্ঞানহীনা বিবেকবিহীনা নারীচয়॥ তাহাদের নির্ব্বাণার্থে প্রদীপ্ত রত্নেতে। কর্পূর প্রভৃতি মুষ্টি বিক্ষেপ মাত্রেতে॥ বিফল হইয়া থাকে এমত নিশ্চয়। (অর্থাৎ তাহাতে নাহি আবরিত হয়)॥ ৭০॥

মূল।

নেত্রানীতাঃ সততগতিনা যোবিমানাগ্রভূমি রালে
খ্যানাং সলিল কণিকা দোষ মুৎপাদ্য সত্যঃ।
শঙ্কাস্পৃষ্টা ইব জলমুচ স্ত্বাদৃশা যত্রজালৈ ধূমোদ্-
গারানুকৃতি পুনিণা জর্জ্জরা নিস্পতন্তি॥ ৭১॥

ওহে মেঘ! আর সেই অলকাপুরীতে। তব সম মেঘ সব পাইবে দেখিতে॥ ঊর্দ্ধগামী বায়ু দ্বারা খণ্ডিত হইয়া। অট্টালিকাদির উচ্চ স্থানেতে থাকিয়া॥ সদা বিন্দু বিন্দু জল পতন দ্বারায়। ভিত্তিস্থিত পট্টক যে চিত্রে শোভা পায়॥ তাহাতে বিশেষ দোষ করিয়া সাধন। সন্ত্রাসে ধূমের তুল্য ধরিয়া বরণ॥ নির্গত হোতেছে যত গবাক্ষ দ্বারায়। দেখিতে পাইবে তুমি থাকিয়া তথায়॥ ৭১॥

মূল।

যত্র স্ত্রীণাং প্রিয়তমভুজোচ্ছ্বাসিতা লিঙ্গিতানা
মঙ্গ গ্লানিং সুরত জনিতাং তন্তুজালাবলম্বাঃ। ত্বৎ
সংরোধাপগম বিষদৈশ্চোদিতা শ্চন্দ্রপাদৈর্ব্যালু-
স্পন্তি স্ফুটজললব স্যন্দিন শ্চন্দ্রকান্তাঃ ॥ ৭২ ॥

ওহে জলধর! বলি অপর তোমায়। তব অবস্থানাভাবে সেই অলকায় ॥ নির্ম্মল সুধাংশু করদ্বারা প্রকাশিত। সূত্রেতে দোদুল্যমান অতি সুশোভিত ॥ চন্দ্রকান্ত মণি সব অতি সুশোভন। সর্ব্বদা সলিল কণা করে বিতরণ ॥ নায়ক আপন বাহু-লতার দ্বারায়। উত্থাপন করি আলিঙ্গিতা অবলায় ॥ বিলাসের অঙ্গ ব্যথা করে নিবারণ। ওহে জলধর! সেই অলকা এমন ॥ ৭২ ॥

মূল।

মত্বা দেবং ধনপতিসখং যত্র সাক্ষাদ্বসন্তং প্রায়-
শ্চাপং ন বহতি ভয়া মন্মথঃ ষট্‌পদ জ্যং সভ্রূভঙ্গ
প্রহিত নয়নৈঃ কামিলক্ষেম্বমোঘৈ স্তস্যারম্ভ
শ্চটুল বনিতা বিভ্রমৈ রেব সিদ্ধঃ ॥ ৭৩ ॥

আর সেই অলকায় ওহে জলধর!। কুবেরের সখা স্মরহারী দিগম্বর ॥ বিরাজ করেন, স্মর বিদিত হইয়া। ভয়ার্ত্ত ব্যক্তির সম সভয় হইয়া ॥ মধুকরময় তাঁর ফুল শরাসন। অলকায় তাহা নাহি করেন ধারণ ॥ কমনীয় কামিনীর বিলাস দ্বারায়। মন্মথের কার্য্য হয় সমাধা তথায় ॥ সেই যে বিলাস তাহা কি কব এখন। লক্ষ২ স্মরশর পতন যেমন ॥ ভ্রূভঙ্গি সংযুক্ত নেত্র বাণ ক্ষেপ আর। এমন বিলাস তথা হয় চমৎকার ॥ ৭৩ ॥

মূল।

তত্রাগারং ধনপতিগৃহা হুত্তরেণাস্মদীয়ং দূরাল্লক্ষ্যং
সুরপতি ধনুশ্চারণা তোরণেন। যস্যোদ্যানে কৃত-
কতনয়ঃ কান্তয়া বৰ্দ্ধিতো মে হস্তপ্রাপ্য স্তবক-
নমিতো বাল মন্দার বৃক্ষঃ ।। ৭৪ ।।

ওহে মেঘ! শুন, সেই অলকাপুরেতে। কুবেরের ভবনের উত্তরদিগেতে ।। ইন্দ্রচাপ সম বহির্দ্বার সুশোভন। আমার ভবন সেই করিবে দর্শন ।। দূর হোতে হবে তাহা দর্শন তোমার। ভবন-উদ্যান মম শোভার আধার।। মদীয় কান্তার কৃত পুত্রের সমান। পারিজাত বৃক্ষ আছে অতি শোভমান ।। নবীন পাদপ হস্ত লভ্য স্তবকেতে। নম্রীভূত হোয়ে আছে সেই উদ্যানেতে ।। ৭৪ ।।

মূল।

বাপী চাস্মিন্ মরকতশিলা বদ্ধসোপানমার্গা
হৈমৈ শ্ছান্নাঃ কমল মুকুলৈঃ স্নিগ্ধ বৈদূর্য্যনালৈঃ।
যস্যাস্তোয়ে কৃতবসতয়ো মানসং সন্নিকৃষ্টং ন
ধ্যাস্যন্তি ব্যপগতশুচস্ত্বা মপি পেক্ষ্য হংসাঃ ।। ৭৫ ।।

ওহে মেঘ! মম সেই ভবন-কাননে। পুরস্থিতা নারীদের ক্রীড়ার কারণে ।। সরোবর আছে তথা অতি সুশোভিত। মণিময় শিলা দ্বারা সোপান গ্রথিত ।। কনক কমল আর কোরক নিকরে। মম সেই জলাশয় সদা শোভা ধরে ।। পূর্ব্ব উক্ত কমল কলিকা বিসচয়। দীপ্তিযুক্ত সুস্নিগ্ধ বৈদূর্য্য মণিময় ।। তন্নীর নিবাসী আছে যত হংসগণ। তোমার শ্যামলরূপ করিলে দর্শন ।। নিকটে মানস বাপী ভাবিবে এমন। মানস পুষ্করিণী বিনা ঘটে যে বেদন ।। তাহাদের সে কষ্ট না হইবে উদয়। ওহে জলধর! ইহা জানিবে নিশ্চয় ।। ৭৫ ।।

মূল।

তস্যাস্তীরে রচিতশিখরঃ পেশলৈঃ রিন্দ্রনীলৈঃ
ক্রীড়াশৈলঃ কনক কদলীবেষ্টনঃ প্রেক্ষণীয়ঃ।
মদ্গেহিন্যাঃ প্রিয় ইতি সখে চেতসা কাতরেণ
প্রেক্ষোপান্ত স্ফুরিত তড়িতং ত্বাং তমেব স্মরামি ॥ ৭৬

নিকটস্থ স্ফুরিত বিদ্যুৎ সহকারে। দেখিতেছি অতিশয় শোভিত তোমারে ॥ ইন্দ্র নীলমণি তুল্য শ্যামাঙ্গ তোমার। দর্শন করিয়া ভাই! এখন আমার ॥ গৃহোদ্যান স্থিত সরোবরের অগ্রেতে। ক্রীড়া শৈল আছে মম পড়িল মনেতে ॥ সেই পর্ব্বতের আছে শিখর শোভিত। ইন্দ্র নীলমণি দ্বারা হোয়েছে রচিত ॥ চারিদিকে কনক কদলী বৃক্ষ আছে। যত্ন দ্বারা দর্শনীয় তাহে হইয়াছে ॥ আর মম চিরবিরহিতা বনিতার। প্রিয়তম সম ভাব হোয়েছে তাহার ॥ ৭৬ ॥

মূল।

রক্তাশোক শ্চলকিশলয়ঃ কেশর স্তত্র কান্তঃ প্রত্যা
সন্নঃ কুরুবকবৃতে র্মাধবীমণ্ডপস্য। একঃ সখ্যা স্তব
সহ ময়া বামপদাভিলাষী কাঙ্ক্ষত্যন্যো বদন ম-
দিরাং দোহ দচ্ছদ্মনাস্যাঃ ॥ ৭৭ ॥

ওহে! মম ভবনস্থ উদ্যান ভিতরে। রক্তাশোক বৃক্ষ এক সদা শোভা করে ॥ মন্দ মন্দ বায়ু তথা বহে অবিরত ॥ সঞ্চালিত হয় তার কিশলয় যত ॥ এক্ষণেতে মম সহ সখির তোমার। বাম পদাঘাত ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥ আর সেই উপবনে ওহে জলধর। উপভোগ যোগ্য গৃহ আছে মনোহর ॥ তন্নিকটে সুন্দর কেশর বৃক্ষ আছে। রক্ত ঝিন্টী লতিকা তাহাকে বেষ্টিয়াছে ॥ প্রস্ফুটিত পুষ্পচ্ছলে সখির তোমার। বদন মদিরা ইচ্ছা হোতেছে তাহার ॥ ৭৭ ॥

মূল।

তন্মধ্যেচ স্ফটিকফলকা কাঞ্চনীবাসযষ্টি মূর্লে-
বদ্ধা মণিভি রনতি প্রৌঢ়ঃ বংশ প্রকাশৈঃ। তালৈঃ
সিঞ্চদ্বলয় সুভগৈর্নর্ত্তিতঃ কান্তয়া মে যা মধ্যাস্তে
দিবস বিগমে নীলকণ্ঠঃ সুহৃদ্বঃ ॥ ৭৮ ॥

ওহে মেঘ! উল্লিখিত অশোক কেশর। যুগল তরুর মধ্য স্থলে মনোহর॥ হেমময় যষ্টি এক আছয়ে স্থাপিত। অপক্ক বংশের প্রভা যেমত শোভিত॥ তদ্রূপ প্রকাশশালী মণির দ্বারায়। বর্দ্ধিত হোয়েছে তার মূল সমুদায়॥ স্ফটিক দ্বারায় আর ফলক তাহার। নির্ম্মিত হোয়েছে আহা অতি চমৎকার॥ ওহে মেঘ! তোমার সুহৃদ শিখিগণ। দিবা অবসান কাল করিলে দর্শন॥ উপরোক্ত যষ্টির নিকটে গিয়া রয়। আর ওহে! সেই সব ময়ূর নিচয়॥ আমার কান্তার হস্ত অতি সুশোভিত। চঞ্চল শব্দায়মান বলয়ে ভূষিত॥ সেই হস্ত-বাদ্যেতে নর্ত্তিত হোয়ে থাকে। ওহে মেঘ! বলিলাম ইহাও তোমাকে॥ ৭৮॥

মূল।

এভিঃ সাধো হৃদয়নিহিতৈ র্লক্ষণৈ র্লক্ষয়েথা দ্বা-
রোপান্তে লিখিতবপুষৌ শঙ্খ পদ্মৌ চ দৃষ্ট্বা।
মন্দচ্ছায়ং ভবন মধুনা মদ্বিযোগেন নুনং সূর্য্যা-
পায়ে ন খলু কমলং পুষ্যতি স্বা মভিখ্যাং॥ ৭৯॥

ওহে মেঘ! বলিয়াছি যাহা বিবরিয়া। হৃদয় মধ্যেতে তাহা স্মরণ করিয়া॥ সেই সব চিহ্ন দেখে তোমার তখন। অবশ্য হইবে জ্ঞান আমার ভবন॥ আর মম গৃহ দ্বারে দেখিবে নিশ্চিত। সুচিত্রিত শঙ্খপদ্ম অতি সুশোভিত॥ আমার অভাবে সেই ভবন আমার। দর্শন করিবে ভাই! শোভা নাহি তার॥

যেমন কমল দেখ বিহনে তপন। শোভা নাহি ধরে, মম তদ্রূপ ভবন ॥ ৭৯ ॥

মূল।

গত্বা সদ্যঃ করভতনুতাং তৎ পরিত্রাণহেতোঃ ক্রীড়া
শৈলে প্রথম কথিতে রম্যসানো নিষণ্ণঃ। অর্হস্যন্ত
র্ভবন পতিতাং কর্ত্তুমল্পাল্পভাসং খদ্যোতালী-
বিলসিত নিভাং বিদ্যুদুন্মেষদৃষ্টিং ॥ ৮০ ॥

ওহে! মম বনিতার ত্রাণের কারণ। পূর্ব্বোক্ত যে ক্রীড়া শৈল বিশেষ শোভন ॥ ক্ষুদ্র করী শিশু সম ক্ষুব কলেবরে। অবস্থিতি করি উক্ত পর্ব্বত উপরে ॥ মৃদু হাস্য প্রকাশিবে বিদ্যুৎ দ্বারায়। তাহাতে দেখিবে তুমি মম বনিতায় ॥ পতিতা হইয়া আছে গৃহের ভিতরে। আমার বিরহে শোভা নাহি কলেবরে ॥ হায়! হায়! রহিয়াছে মলিনা হইয়া। খদ্যোৎ শ্রেণীর দীপ্তি ধারণ করিয়া ॥ ৮০ ॥

মূল।

তন্বী শ্যামা শিখরদশনা পক্কবিম্বাধরৌষ্ঠী মধ্য-
ক্ষামা চকিত হরিণীপ্রেক্ষণা নিম্ননাভিঃ। শ্রোণী-
ভারা দলসগমনা স্তোকনম্রা স্তনাভ্যাং যা তত্র
স্যাদ্যুবতি বিষয়ে সৃষ্টি রাদ্যৈব ধাতুঃ ॥ ৮১ ॥

ওহে জলধর! শুন বলি সবিশেষ। ক্ষীণাঙ্গী আমার পত্নী সুরূপা বিশেষ ॥ শ্যামবর্ণ শীতকালে উষ্ণতা সভাব। গ্রীষ্ম-কালে শীতলাঙ্গী সদা স্বেদাভাব ॥ দন্ত পংক্তি সবিশেষ শোভন তাঁহার। মাণিক্য শ্রেণীর সম অতি চমৎকার ॥ ওষ্ঠাধর পক্কবিম্ব সমান শোভন। মধ্যক্ষীণা মৃগ সম চঞ্চল লোচন ॥ নাভি সুগভীর, আর নিতম্বের ভরে। মৃদুগতি ধরিয়া বিশেষ শোভা ধরে ॥ স্থূলপয়োধর বক্ষে করিয়া বহন। ঈষৎ নম্রতা

ভাব কোরেছে ধারণ ॥ অধিক তোমাকে মেঘ! কি বলিব আর যুবতী বিষয়ে আদ্যা সৃষ্টি বিধাতার ॥ এমন বনিতা মম করিলে দর্শন। অবশ্য বিদিত তুমি হইবে তখন। ॥৮১॥

মূল।

তাং জানীথাঃ পরিমিতকথাং জীবিতং মে দ্বিতীয়ং
দূরীভূতে ময়ি সহচরে চক্রবাকী মিবৈকাং। গাঢ়োৎ
কণ্ঠাং গুরুষু দিবসেষ্বেষু গচ্ছৎসু বালাং জাতাং মন্যে
শিশিরমথিতাং পদ্মিনীং বান্যরূপাং। ৮২॥

ওহে মেঘ! কুবেরের শাপেই নিশ্চিত। অতি দূর পথে আমি হোয়েছি প্রেরিত ॥ মম সহবাস বিনা মম নিতম্বিনী। চক্রবাকী সম আহা! আছে একাকিনী ॥ জীবন স্বরূপা মম, বচন তাহার। পরমিত রূপ আহা! বালা সে যে আর ॥ বহু দিনাবধি মম দর্শন বিহনে। উৎকণ্ঠিতা হোয়ে সদা আছে ম্লান মনে ॥ তাহাতে মলিনা সে হোয়েছে অতিশয়। মনে মনে আমার এমত বোধ হয়। তুষার পতন দ্বারা পদ্মিনী যেমন। ম্লানা হয়, আহা! মম বনিতা এখন ॥ সেইরূপ অবস্থায় আছয়ে নিশ্চিত। ওহে মেঘ! দেখিলেই হইবে বিদিত ॥ ৮২ ॥

মূল।

নূনং তস্যাঃ প্রবল রুদিতোচ্ছূননেত্রং প্রিয়ায়া
নিশ্বাসানামশিশিরতয়া ভিন্নবর্ণাধরোষ্ঠং। হস্ত-
ন্যস্তং মুখ মসকলব্যক্তি লম্বালকত্বা দিন্দোর্দৈন্যং
ত্বদনুসরণ ক্লিষ্টকান্তে র্বিভর্তি ॥ ৮৩ ॥

ওহে মেঘ! মনে মনে কত ভাবিতেছি। অনুভব দ্বারা এই বোধ করিতেছি ॥ তোমাতে আবৃত হোলে সুধাংশু যেমন

প্রকাশিতে না পারিয়া নির্ম্মল কিরণ ।। ম্লানিভূত হোয়ে রহে, সমান তাহার। হইয়াছে মুখচন্দ্র মম বনিতার ।। বিরহে আবৃতা হোয়ে দীনদশা ধরি। মলিনা হইয়া আছে আহা মরি মরি ।। এলায়ে পড়েছে কেশ কবরী বিহনে। একে অতি লম্বমান তাহে অযতনে ।। বিভাব গমনে কেশ মুখ ঢাকিয়াছে। অধিক রোদনে দুটী চক্ষু ফুলিয়াছে ।। উষ্ণ নিশ্বাসের দ্বারা ওষ্ঠা-ধর তার। বিম্বফল তুল্য তাহা হোয়েছে বিকার ।। বিরহেতে সকাতরা হোয়ে অনুক্ষণ। মুখচন্দ্রোপরে হস্ত করিছে অর্পণ ।।৮৩

মূল।

আলোকে তে নিপততি পুরা সা বলি ব্যাকুলা বা
মৎ সাদৃশ্যং বিরহ তনুতাভাবগম্যং লিখন্তী।
পৃচ্ছন্তীবা মধুরবচনাং সারিকাং পঞ্জরস্থাং কচ্চি-
দ্ভর্ত্তঃ স্মরসি নিভৃতে ত্বং হি তস্য প্রিয়েতি ।। ৮৪ ।।

ওহে মেঘ! এ প্রকার অবস্থা যাহার। নিতান্ত জানিবে সেই বনিতা আমার ।। অবশ্য তাহারে তুমি করিবে দর্শন। মম প্রাণ সম সেই প্রিয়সী এখন ।। সত্বরে নির্ব্বিঘ্নে আমি কিরূপে তথায়। গমন করিব তিনি সেই বাসনায় ।। ইষ্ট-দেবে আরাধনা করিবে বলিয়া। তাহাতেই রহিয়াছে ব্যাকুলা হইয়া ।। অথবা বিরহ কষ্টে ক্ষীণদশা ধরি। বিরলে বসিয়া মম রূপ চিন্তা করি ।। চিত্রফলকেতে তাহা করিছে লিখন। অথবা নিভৃত স্থানে বসিয়া এখন ।। পিঞ্জর মধ্যেতে আছে সা-রিকা আমার। মধুরবাদিনী নানা গুণ আছে আর ।। জিজ্ঞাসা করিছে তারে এরূপ প্রকার। তোমাতে আছয়ে প্রীত পতির আমার ।। তাঁহার দর্শনাভাবে তুমি কি এখন। মনে মনে কোরে থাক তাঁহাকে দর্শন ।। ৮৪ ।।

মূল।

উৎসঙ্গে বা মলিনবসনে সৌম্যমুৎক্ষিপ্য বীণাং
মদ্গোত্রাঙ্কং বিরচিতপদং গেয় মুদ্গাতুকামা।
তন্ত্রী রার্দ্রা নয়নসলিলৈঃ সারয়িত্বা কথঞ্চিৎ ভূয়ো-
ভূয়ঃ স্বয়মপিকৃতাং মূর্চ্ছনাং বিস্মরন্তী ॥ ৮৫ ॥

ওহে মেঘ। অথবা এমত ভাবি মনে। পতিব্রতা পত্নী মম বসিয়া নির্জ্জনে ॥ মম নামাঙ্কিত বিরচিত পদ ধরি। গাইবে পঞ্চম স্বরে অভিলাষ করি ॥ ম্লানাম্বরা কক্ষে বীণা করি সং-স্থাপন। ভাবিছে কতই তাহে ভাসিছে নয়ন ॥ যে সকল গুণ আছে সংযোগ বীণায়। আর্দ্রীভূত হইতেছে নেত্রাশ্রু দ্বারায় ॥ আহা। কত কষ্টে তাহা মার্জ্জনা করিয়া। পুনঃ পুনঃ মূর্চ্ছনাদি যাইছে ভুলিয়া ॥ ৮৫ ॥

মূল।

শেষান্ মাসান গমন দিবস স্থাপিতস্যাবধের্ব্বা
বিন্যস্যন্তী ভুবি গণনয়া দেহলী মুক্তপুষ্পৈঃ। সং-
যোগং বা হৃদয় নিহিতারম্ভ মাসাদয়ন্তী প্রায়েণৈবং
রমণবিরহে হ্যঙ্গ নানাং বিনোদাঃ। ৮৬ ॥

ওহে মেঘ! আরো আমি বলিহে তোমায়। যদবধি আসিয়াছি ত্যজি বনিতায় ॥ আমার প্রস্থান হেতু আমার গৃহিণী। নিতান্ত সে বিরহেতে হোয়ে বিরহিণী ॥ পুষ্পমাল্য যাহা থাকে প্রাঙ্গনে শোভিত। তাহা হোতে লইয়াছে পুষ্প কথঞ্চিত ॥ কয় মাস আসিয়াছি করিয়া গণন। ততটা পুষ্প করিতেছে ভূমিতে স্থাপন ॥ শাপান্তের অবশিষ্ট মাস আছে যত। অপর দিকেতে পুষ্প রাখিতেছে তত ॥ তাহা যদি নাহি হয় তাহলে এখন। হৃদয় মধ্যেতে লভি আমার দর্শন ॥ তাহাতেই মগ্ন হোয়ে আছে এ সময়। পতিব্রতাদের হয় এ ভাব উদয় ॥ ৮৬ ॥

মূল।

সদ্যঃপাতা মহসি ন তথা পীড়য়েন্মদ্বিয়োগঃ শঙ্কে
রাত্রৌ গুরুতরশুচং নির্ব্বিনোদাং সখীং তে। মৎ
সন্দেশৈঃ সুখয়িতু মলং পশ্য সাধ্বীং নিশীথে তা
মুন্নিদ্রামবনিশয়নাং সৌধবাতায়নস্থঃ॥ ৮৭॥

ওহে মেঘ! এ প্রকার মনে মম হয়। কামিনীদিগের পক্ষে যামিনী সময়॥ বিরহ পাবক কষ্ট দ্যায় যে প্রকারে। দিবাভাগে তত কষ্ট দিতে নাহি পারে॥ যেহেতু দিবসকালে কুলবধূগণ॥ গৃহোচিত কার্য্যে রহে হোয়ে অন্যমন॥ অতএব তুমি সেই ভূতলশায়িতা। ত্যক্তনিদ্রা পতিব্রতা বিনোদ রহিতা॥ তব প্রিয়সখিকেহে রজনীকালীন। গবাক্ষ দ্বারেতে নিজে হোয়ে অধ্যাসীন॥ মম বার্ত্তা দ্বারা সুখী করণ কারণ। দর্শন করিবে মম মানস এমন॥ ৮৭॥

মূল।

আধিক্ষামাং বিরহ শয়নে সন্নিকীর্ণৈকপার্শ্বাং
প্রাচীমূলে তনুমিব কলামাত্রশেষাং হিমাংশোঃ।
নীতা রাত্রিঃ ক্ষণমিব ময়া সার্দ্ধমিচ্ছারতৈর্যা তা-
মেবোষ্ণৈর্বিরহজনিতৈরশ্রুভির্যাপয়ন্তীং॥ ৮৮॥

ওহে মেঘ! কত যে হোতেছে মম মনে। আপন ইচ্ছায় মম পত্নী মম সনে॥ ক্ষণ সম রাত্রি সব কোরেছে যাপন। আহা সেই পত্নী মম বিচ্ছেদে এখন॥ ক্ষীণা চন্দ্রকলা সম মলিনা হইয়া। বিরহ শয্যাতে এক পার্শ্বেতে শুইয়া॥ বিরহ পাবক জাত উষ্ণ নেত্র নীরে। মনোপীড়াগ্রস্তা হোয়ে ব্যথিত শরীরে॥ যুগ সম সেই সব রজনী এখন। বিশেষ কষ্টেতে আহা! করিছে যাপন॥ ৮৮॥

মূল।

নিশ্বাসেনাধর কিশলয় ক্লেশিনা বিক্ষিপন্তীং শুদ্ধ
স্নানাৎ পরুষ মলকং নূন মাগণ্ডলম্বং। মৎ সংযোগঃ
কথমপি ভবেৎ স্বপ্নজোপীতি নিদ্রা মাকাঙ্ক্ষন্তীং
নয়ন শলিলোৎ পীড়রুদ্ধাবকাশাং॥ ৮৯॥

ওহে জলধর! মম পত্নীর অধর। কিশলয় সদৃশ বিশেষ শোভাকর॥ সুদীর্ঘ নিশ্বাস তার অতি ক্লেশকর। আর মম বনিতার গণ্ডের উপর॥ লম্বিত কুণ্ডলাকৃত চিকুর শোভন। তাহাও নিশ্বাসে আহা উড়িছে এখন॥ আর বলি ওহে মেঘ আমার ললনা। স্বপ্নে মম সঙ্গ লাভ করিয়া বাসনা॥ নিদ্রা ইচ্ছা করিতেছে, কিন্তু অনুক্ষণ। অশ্রু দ্বারা অবরুদ্ধ থাকাতে নয়ন। প্রবেশিতে নাহি হয় ক্ষমতা নিদ্রার। এমত বিরহযুক্ত বনিতা আমার॥ তাহার সমীপে তুমি গমন করিবে। ইহাই প্রার্থনা মম নিশ্চয় জানিবে॥ ৮৯॥

মূল।

আদ্যে বদ্ধা বিরহ দিবসে যা শিখাদাম হিত্বা
শাপস্যান্তে বিগলিতশুচা যা ময়োদ্বেষ্টনীয়া।
স্পর্শক্লিষ্টা মপমিতনখেনাসকৃৎ সারয়ন্তীং গণ্ডা-
ভোগাৎ কঠিন বিষমা মেকবেণীং করেণ॥ ৯০॥

শাপ অন্তে শোক শূন্যা যখন হইব। তখন এ বেণী পুনঃ বন্ধন করিব॥ বিরহের প্রথম দিবসে এ প্রকার। মনে মনে চিন্তা করি বনিতা আমার॥ এক বেণী বন্ধন করেন সে সময়। রোদন দ্বারায় ফুলিয়াছে গণ্ডদ্বয়॥ ভূষা শূন্য নখযুক্ত করের দ্বারায়। সেই বেণী সর্ব্বক্ষণ উৎক্ষিপ্ত হওয়ায়॥ অতিরুক্ষা ও বিষমা হোয়েছে এখন। এ প্রকার সে নারীকে করিবে দর্শন॥

সেই মম প্রণয়িনী নিশ্চয় জানিবে। তাহার সদনে তুমি সত্বরে যাইবে ॥ ১০॥

মূল।

পাদানিন্দো রমৃত শিশিরান্ জালমার্গ প্রবি-
ষ্টান্ পূর্ব্ব প্রীত্যা গতমভিমুখং সন্নিবৃত্তং তথৈব।
চক্ষুঃখেদাৎ সলিল গুরুভিঃ পক্ষ্মভিশ্ছাদয়ন্তীং
সাভ্রেহহ্নিব স্থলকমলিনীং ন প্রবুদ্ধাং ন সুপ্তাং ॥ ৯১ ॥

ওহে মেঘ! আরো মম হইতেছে মনে। শশধর সমুদিত হইলে গগনে॥ গবাক্ষ দ্বারেতে পড়ে তাহার কিরণ। তাহে শশী ছিল পূর্ব্বে প্রণয় ভাজন॥ তাহাই ভাবিয়া মনে মম প্রাণাধিকে। গবাক্ষের দ্বার দিয়া দেখিয়া শশিকে। এখন শশীর কর সহ্য নাহি হয়। আদ্র হইয়াছে তার নেত্র পক্ষ্মদ্বয়॥ করিতেছে তদ্দ্বারায় নেত্র আচ্ছাদন। যাহে না দেখিতে হয় শশীর কীরণ॥ এমন বনিতা মম তাহার সদনে। গমন করহ মেঘ! আমার কারণে॥ জাগ্রৎ ও নিদ্রা এই অবস্থা উভয়। ত্যজিয়াছে মম পত্নী জানিবে নিশ্চয়॥ মেঘাচ্ছন্ন দিবসেতে হইলে যেমন। মার্ত্তণ্ড ও শশাঙ্কের বিহনে কীরণ॥ মুদ্রিত কি প্রস্ফুটিত পদ্ম নাহি হয়। সেইরূপে আছে মম বনিতা নিশ্চয়॥ ৯১॥

মূল।

সা সংন্যস্তাভরণ মবলা পেশলং ধারয়ন্তী শয্যোৎ
সঙ্গে নিহিতমসকৃৎ দুঃখ দুঃখেন গাত্রং। ত্বা ম-
প্যস্রং জলকণময়ং মোচয়িষ্যত্যবশ্যং প্রায়ঃ সর্ব্বো
ভবতি করুণা বৃত্তি রাদ্র ন্তরাত্মাঃ॥ ৯২॥

ওহে মেঘ! আর সেই বনিতা আমার। পরিত্যাগ করি বলয়াদি অলঙ্কার॥ কমল দেহকে অতি দুঃখের কারণ॥ শয্যোপরে অর্পণ কোরেছে সর্ব্বক্ষণ॥ তাঁহাকে দর্শন তুমি যখন

করিবে। অবশ্য নেত্রাশ্রু তব পতন হইবে॥ আর্দ্রচিত্ত ব্যক্তি পর দুঃখ সন্দর্শনে। করুণা বৃত্তির বশ হন সেইক্ষণে ,। ৯২॥

মূল।

জানে সখ্যা স্তব ময়ি মনঃ সংভৃতং স্নেহ মস্মা-
দিত্থং ভূতাং প্রথম বিরহে তা মহং তর্কয়ামি।
বাচালং মাং ন খলু সুভগং মন্যুভাবঃ করোতি প্র-
ত্যক্ষস্তে নিখিল মচিরাৎ ভ্রাত রুক্তং ময়া য়ৎ॥ ৯৩॥

ওহে মেঘ! যিনি প্রিয়সখী আপনার। মম পত্নী; প্রাথমিক বিরহে তাহার॥ হোয়েছে পূর্ব্বোক্ত দশা জানিতেছি মনে। যাহা আমি বলিয়াছি তোমার সদনে॥ যে হেতু আমার প্রতি তাঁর স্নিগ্ধ মন। সমর্পিত হইয়াছে নিশ্চয় এমন॥ যাহা মম অনুভব নিশ্চয় জানিবে। সত্বরে তোমার তাহা প্রত্যক্ষ হইবে বিরহে কাতর হোয়ে আমি যে এখন। বাচালতা করিতেছি ভেবনা এমন॥ ৯৩॥

মূল

রুদ্ধাপাঙ্গ প্রসরমলকৈ রঞ্জন স্নেহশূন্যং প্রত্যা-
দেশা দপি চ মধুনো বিস্মৃত ভ্রূবিলাসং। ত্বয্যা-
সন্নে নয়ন মুপরি স্পন্দি শঙ্কে মৃগাক্ষ্যা মীনক্ষো-
ভাকুল কুবলয় শ্রীতুলা মেষ্যতীতি॥ ৯৪॥

ওহে মেঘ! আর বলি বোধার্থে তোমার। বালমৃগসম অক্ষী মম বনিতার॥ তুমি তাঁর নিকটেতে যাইবে যখন। তোমাকে দেখিতে ঊর্দ্ধে মিলিবে নয়ন॥ স্পন্দমান হইবেক নয়ন তাহার। তাহাতে বিশেষ শোভা হইবে বিস্তার॥ যে রূপ বৃহৎ মৎস গমন করিলে। স্পন্দমান হয় নীল কুমীন সলিলে॥ সেইরূপ হইবেক শোভা সম্পাদান। আর মম অনুমান হোতেছে এমন॥ নয়ন যুগল তার আলুলিত আজ্ঞা ক্রমমান

অলকাবলীর দ্বারা তাহা ।। অপাঙ্গ হোয়েছে রুদ্ধ, কটাক্ষ তাহায়। হইয়াছে শূন্য ইহা বলিছে তোমায় ।। অঞ্জন ও স্নেহ নাই তাহাতে এখন। ভ্রূ ভঙ্গি বিলাস আদি হবেনা দর্শন। ৯৪।

মূল

বাম শ্চাস্যাঃ কররুহপদৈ র্মুচ্যমানো মদীয়ৈ র্মুক্তা
জালং চিরপরিচিতং যোজিতো দৈবগত্যা।
সম্ভোগান্তে মম সমুচিতো হস্তসম্বাহনানাং যদ্যে-
ত্যূরুঃ কনক কদলী স্তম্ভগৌর শ্চলত্বং ।। ৯৫ ।।

বিশেষ তোমাকে আর বলি জলধর !! তুমি মম স্ত্রীর হোলে নয়ন গোচর ।। কনক নির্ম্মিত রাম কদলী সমান। মম বনিতার উরু অতি শোভমান।। তখন বামোরু তার হইবে স্পন্দন। সে উরুর কথা আর কি কব এখন।। মম নখ চিহ্ন আর নাহিক তাহায়। বিলাসান্তে সেই উরু হায় হায় হায় !! সম্বাহিত হোতো মম কর সহ যোগে। সেই নিষ্পন্দিত উরু তাহা দৈব ভোগে ।। মম প্রাণসম প্রিয়া মুক্তা অভরণ। পরিত্যাগ করিয়াছে কি মনোবেদন।। ৯৫ ।।

মূল।

তস্মিন্ কালে জলদ যদি সা লব্ধনিদ্রা সুখা স্যাত্তন্বাসী
ন স্তনিতবিমুখো যামমাত্রং সহেথাঃ। মাভূদস্যা
ময়ি প্রণয়িনী স্বপ্নলব্ধো কথঞ্চিৎ সদ্যঃকণ্ঠচ্যুত
ভুজলতা গ্রন্থি গাঢ়োপগূঢ়ং ।। ৯৬।।

ওহে জলধর ! বলি ইহাও তোমাকে। যখন দেখিবে তুমি মম বনিতাকে।। যদ্যপি থাকেন তিনি নিদ্রিতা হইয়া। গভীর গর্জ্জন দ্বারা নিদ্রা না ভাঙ্গিয়া।। যদি তব কষ্ট হয় তাহাও সহিবে। প্রহরেক কাল স্থিতি তথায় করিবে।। যে হেতু তোমাকে বলি কারণ তাহার। দৈবপরবশে যদি প্রেয়সী আমার।।

স্বপ্ন যোগে প্রাপ্ত হোয়ে থাকে মম সঙ্গ। তোমার গর্জ্জনে তার নিদ্রা হবে ভঙ্গ ॥ তার ভুজ দ্বারা মম কণ্ঠ আবদ্ধিত। মোচন হইবে তাহা হলে জাগরিত ॥ ইহাতে তাহার দুঃখ হবে অতিশয়। ওহে জলধর! সে সামান্য দুঃখ নয় ॥ ৯৬ ॥

মূল।

তা মুত্থাপ্য স্বজল কণিকা শীতলেনানিলেন প্রত্যা
শ্বস্তাং সমমভিনবৈ র্জালকৈ র্মালতীনাং। বিদ্যুৎ-
কম্পা স্তিমিত নয়নাং ত্বৎ সনাথে গবাক্ষে বক্তুং
ধীরং স্তনিত বচনৈ র্মানিনীং প্রক্রমেথাঃ ॥ ৯৭ ॥

ওহে মেঘ! দেখিয়া অস্থির সৌদামিনী। চঞ্চল লোচনা আর বিশেষ মানিনী ॥ সেই মম কামিনীকে করিয়া যতন। জলকণাবাহি যে শীতল সমীরণ ॥ তাঁর মন্দ মন্দ শুভ গতির দ্বারায়। ধরাতল শয্যা হোতে তুলিয়া তাহায় ॥ ক্ষণকাল স্থিতি করি গবাক্ষের দ্বারে। গর্জ্জন স্বরূপ ধীর বাক্য সহকারে ॥ আ-লাপ করিবে মম বনিতার সনে। ওহে মেঘ! এমন ভাবিবে তাঁরে মনে ॥ আরো আমি বলিতেছি শুন বাক্য মম। অভিনব মালতী কুসুম কলি সম ॥ মম বনিতাকে তুমি অন্তরে ভাবিবে। দেখিবে যখন তব প্রত্যয় হইবে ॥ ৯৭ ॥

মূল

ভর্ত্তু র্মিত্রং প্রিয় মবিধবে বিদ্ধি মা মম্বুবাহং ত্বৎ-
সন্দেশাৎ মনসি নিহিতাদাগতং তৎ সমীপং। যো
বৃন্দানি ত্বরয়তিপথি শ্রাম্যতাং প্রোষিতানাং মন্দ্র-
স্নিগ্ধৈ র্ধ্বনিভি রবলা বেণিমোক্ষোৎ সুকানি ॥ ৯৮ ॥

হে মেঘ! আমার সেই প্রিয়ার সদন। এইরূপ কহিবে করিয়া সম্বোধন ॥ হে বিধবে! শুন তুমি বচন আমার। অকৃত্রিম

বন্ধু আমি নাথের তোমার ।। হৃদয় নিহিত তাঁর সংবাদ সহিত। তোমার সদনে হইয়াছি উপস্থিত ।। "মেঘ" মম নাম, এই লহ পরিচয়। পতির বিরহে হোয়ে কাতর হৃদয় ।। এক বেণী ধরিয়া যে রহে নারীগণ। তাহাদের সেই দুঃখ করিতে মোচন ।। প্রোষিত জনেরা যবে গৃহমুখী হয়। তপন তাপেতে হোয়ে তাপিত হৃদয় ।। বিশ্রামার্থে স্নিগ্ধ স্থানে বসিলে তখন যে মেঘ করিয়া স্নিগ্ধ গম্ভীর গর্জ্জন ।। প্রোষিত নিকরে অতি ত্বরা যুক্ত করে। সেই মেঘ আসিয়াছি তোমার গোচরে ।। ৯৮।

মূল।

ইত্যাখ্যাতে পবনতনয়ে মৈথিলী চোন্মুখী সা
ত্বামুৎকণ্ঠোচ্ছ্সিত হৃদয়া বীক্ষ্য সম্ভাষ্য চৈবং।
শ্রোষ্যত্যাস্মাৎ পরমবহিতা সৌম্য সীমন্তিনীনাং
কান্তোদন্তঃ সুহৃদুপনতঃ সঙ্গমাৎ কিঞ্চিদূনঃ ।। ৯৯ ।।

ওহে জলধর! নিজ মধুর বচনে। আমার বৃত্তান্ত তুমি বলিলে তৎক্ষণে ।। উৎকণ্ঠিতা অন্যচিত্তা বনিতা আমার। অভ্যর্থনা বিধিমতে করি আপনার ।। বিশেষ উন্মুখী তিনি হইয়া তখন। তুমি যা বলিবে তাহা করিবে শ্রবণ ।। পবন-পুত্রের মুখে মৈথিলী যেমন। শ্রীরামচন্দ্রের বার্ত্তা করেন শ্রবণ ।। তদ্রূপ তোমার মুখে মম সমাচার। শ্রবণ করিবে সেই বনিতা আমার ।। মিত্র দ্বারানির্ত্ত নিজ পতির মঙ্গল। বিরহিণীগণে লভে মিলনের ফল ।। ওহে মেঘ! তব বাক্য করিয়া যতন। মম প্রাণ সম পত্নী করিবে শ্রবণ ।। ৯৯ ।।

মূল।

তামায়ুষ্মন্ মম চ বচনাদাত্মনশ্চোপকর্ত্তুং ব্রূয়া
একং তব সহচরো রামগির্য্যাশ্রমস্থঃ। অব্যাপন্নঃ

কুশলমবলে পৃচ্ছতি ত্বাং বিযুক্তাং ভূতানাং হি
ক্ষয়িযুকরণেষ্বাদ্য মাশ্বাস্য মেতৎ ॥ ১০০ ।

ওহে মেঘ ! আরো আমি বলি আপনায়। পতি-বিরহিণী সেই মম বনিতায় ॥ মম উপকার জন্য কহিবে এমত। রাম-গিরি নামেতে যে আছয়ে পর্ব্বত ॥ তথায় আশ্রম এক আছয়ে স্থাপিত। তাহাতে তোমার পতি আছেন জীবত ॥ প্রাণিদের ইন্দ্রিয় যদ্যপি ক্ষয় পায়। জীবিত থাকিলে রহে আশ্বাস তাহায় ॥ ১০০ ॥

মূল।

অঙ্গেনাঙ্গং সুতনু তনুনা গাঢ় তপ্তেন তপ্তং সা-
স্রেণাস্রদ্রুতমবিরতোৎকণ্ঠ মুৎকণ্ঠিতেন। দীর্ঘো-
চ্ছ্বাংসং সম থিকতরোচ্ছ্বাসিনা দূরবর্ত্তী সংক-
ল্পৈস্তে বিশতি বিধিনা বৈরিণা রুদ্ধমার্গঃ ॥ ১০১ ॥

ইহাও বলিবে মেঘ ! মম বনিতায়। হে অবলে ! শত্রুরূপী বিধির দ্বারায় ॥ বঞ্চিৎ ও আগমনে অক্ষম হইয়া। তব দূরবর্ত্তী ভর্ত্তা ভাবিয়া ভাবিয়া ॥ অত্যন্ত হোয়েছে ক্ষীণ সন্তাপিত আর। অবিরত বহিতেছে নেত্রে অশ্রুধার ॥ বিশেষ উৎকণ্ঠান্বিত হোয়েছে এমন। সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস সদা করিয়া ক্ষেপণ ॥ মানস দ্বারায় সেই দেহ আপনার। করিছেন নিবেশন দেহেতে তোমার ॥ ১০১ ॥

মূল।

শব্দাখ্যেয়ং যদপি কিল তোয়ঃ সখীনাং পুর-
স্তাৎকর্ণে লোলঃ কথয়িতু মভূদাননস্পর্শলোভাৎ।
সোতিক্রান্তঃ শ্রবণ বিষয়ং লোচনাভ্যা মদৃশ্য স্তা
মুৎকণ্ঠাবিরচিতপদং মন্মুখেনেদ মাহ ॥ ১০২ ॥

ওহে মেঘ! আর তুমি করহ শ্রবণ! যেরূপ কহিবে মম পত্নীর সদন॥ শ্রবণ ও নয়নের গোচর রহিত। এমত তোমার সেই ভর্ত্তা দূরস্থিত॥ তোমার বিরহে হোয়ে উৎকণ্ঠিত মন। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করিয়া এখন॥ যে সকল পদাবলী রচেন যতনে। শ্রবণ করহ তাহা আমার আননে॥ তব সেই পতি কোন মনের বিষয়। তব কর্ণে বলিবেন করিয়া আশয়॥ তব মুখপদ্ম স্পর্শ লোভের কারণ॥ সখীগণ সমীপেতে সচঞ্চল হন॥ ১০২॥

মূল

শ্যামাস্বঙ্গং চকিতহরিণী প্রেক্ষিতে দৃষ্টিপাতান্
গণ্ডচ্ছায়ং শশিনি শিখিনাং বর্হভারেষু কেশান।
উৎপশ্যামি প্রতনুষু নদীবীচিষু ভ্রূবিলাসান্ হন্তৈ-
কস্থং ক্কচিদপি ন তে চণ্ডি সাদৃশ্য মস্তি॥ ১০৩॥

ওহে মেঘ! আর আমি বলি তব স্থানে। এরূপ কহিবে মম প্রিয়া বিদ্যমানে॥ ওহে কোপযুক্তে! তব সব অবয়ব। এক স্থানে দরশন না হয় সম্ভব॥ নানাস্থানে নানা অঙ্গ সম শোভা-কর। শ্যামাস্ত্রীর অঙ্গ সম তব কলেবর॥ চঞ্চল হরিণী নেত্র সদৃশ নয়ন। নির্ম্মল পূর্ণেন্দু সম গণ্ড সুশোভন॥ কলাপির ক-লাপ যেরূপ চমৎকার। তাদৃশ তোমার শিরে শোভে কেশ ভার॥ ক্ষীণা নদী তরঙ্গ যেমত সুশোভন। তাদৃশ ভ্রূভঙ্গি তব হয় দরশন॥ ১০৩॥

মূল।

ধারাসিক্ত স্থলসুরভিন স্ত্বন্মুখস্যাস্য বালে দূরী-
ভূতং প্রতনু মপি মাং পঞ্চবাণঃ ক্ষিণোতি। ঘর্ম্মান্তে
মে বিগণয় কথং বাসরাণি ব্রজেয়ু দিক্‌সংসক্ত
প্রবিততঘন ব্যস্তসূর্য্যা তপানি॥ ১০৪॥

ওহে মেঘ! আর আমি বলিছে তোমায়। এরূপ বলিবে তুমি মম বনিতায়॥ হে বালে! নবীন বারি ধারায় যেমন। মৃত্তিকা হইলে সিক্তা তাহাতে তখন॥ সুগন্ধ উত্থিত হয়, তদ্রূপ প্রকার। সুগন্ধ প্রদান করে বদন তোমার॥ তার দূরীভূত, আর বিরহ জ্বালায়। কলেবর ক্ষীণ হইলেও স্মর তায়। অনুক্ষণ করিতেছে শর নিক্ষেপণ। গ্রীষ্মকাল যে সময়ে করিবে গমন॥ দিক্ সব নবীন নীরদে আচ্ছাদিবে। তপনের কর তাহে নিশ্চয় ঢাকিবে॥ সেই বরষায় দিন কিরূপ প্রকারে। যাপন করিব ইহা জিজ্ঞাসিবে তাঁরে॥ ১০৪॥

মূল।

ত্বা মালিখ্য প্রণয়কুপিতাং ধাতুরাগৈঃ শিলায়া মা-
আনস্তে চরণ পতিতং যাবদিচ্ছামি কর্ত্তুং। অস্ত্রৈ-
স্তাব ন্মুহুরূপচিতৈর্দৃষ্টি রালুপ্যতে মে ক্রূর স্তস্মি-
ন্নপি ন সহতে সংগমং নৌ কৃতান্তঃ॥১০৫॥

ওহে মেঘ। আর আমি বলি তব স্থানে। এরূপ বলিবে মম পত্নী বিদ্যমানে॥ শিলাপট্টে গৈরিকাদি রাগের সহিত। কোপযুক্ত তনু তার করি আলিখিত। পদতলে নিজ তনু করিব পতন। এরূপ মানস আমি করি যেইক্ষণ॥ সে সময়ে নেত্র হোতে অশ্রুপাত হয়। সহজেই দৃষ্টিশক্তি কিছু নাহি রয়॥ অত-এব বোধ করি তাহাতে এমন। দেহ প্রতিবিম্ব দ্বারা হয় যে মিলন॥ নিষ্ঠুর কৃতান্ত দেখ তাহা নাহি সয়। আমাদের প্রতি তিনি এমত নিদয়॥ ১০৫॥

মূল।

মা মাকাশপ্রণিহিতভুজং নির্দ্দয়াশ্লেষহেতো র্লব্ধা-
য়া স্তে কথমপিময়া স্বপ্নসন্দর্শনেষু। পশ্যন্তীনাং

ন খলু বহশো নস্থলী দেবতানাং মুক্তাস্থূলাস্তরু
কিশলয়েষশ্রু লেশাঃ পতন্তি ।। ১০৬ ।।

হে মেঘ ! তাহাকে আর বলিবে এমন। স্বপনে তাঁহার রূপ করিয়া দর্শন ।। বিশেষ দুঃখিত হই জাগ্রত হইয়া। গাঢ় আলিঙ্গন আশা অন্তরে করিয়া ।। শূন্যদিকে বিস্তারিত করি ভুজদ্বয়। অসহ্য বিরহে মম বিদরে হৃদয় ।। দয়ায় আশ্রিত বন দেব দেবীগণ। আমার এ দুঃখ তারা করিয়া দর্শন।। তাহাদের নয়ন হইতে সে সময়। স্থূল মুক্তাফল সম অশ্রু শোভাময় ।। নবীন তরুর কিসলয়ের উপরে। হয় না কি পাত ? দুঃখ সহেনা অন্তরে ।। ১০৬ ।।

মূল।

ভিত্বা সদ্যঃ কিশলয় পুটান্ দেবদারু দ্রুমাণাং মেতৎ
ক্ষীর শ্রুতি সুরভয়ো দক্ষিণেন প্রবৃত্তাঃ। আলি-
ঙ্গ্যন্তে গুণবতি ময়া তে তুষারাদ্রিবাতাঃ পূর্ব্বং দৃষ্টং
যদি কিল ভবেৎ সঙ্গ মেভি স্তবেতি ।। ১০৭ ।।

ওহে মেঘ ! আর আমি বলিহে তোমায়। এরূপ কহিবে তুমি মম বনিতায় ।। ওহে মেঘ ! তাহে তুমি করহ শ্রবণ। যেরূপ কহিবে মম পত্নীর সদন।। ওহে গুণবতি ! তব চারু কলেবর। অতি সুশোভিত আর অতি মনোহর ।। তব সেই দেহ আহা অতি সুচিকণ। হিমালয় বায়ু পূর্ব্বে করেছে দর্শন ।। একারণ আমি সেই তুষার পবনে। আলিঙ্গন করিতেছি পরম যতনে ।। যে পবন দেবদারু তরু কিশলয়ে। ভেদ করি তার শ্রুতি ক্ষির গন্ধ লয়ে ।। দক্ষিণ প্রদেশ হোতে মন্দ মন্দ ভাবে। গমন করিছে সদা আপন স্বভাবে ।। ১০৭ ।।

মূল

সংক্ষিপ্যেত ক্ষণমিব কথং দীর্ঘযামা ত্রিযামাঃ
সর্ব্বাবস্থাস্বহরপি কথং মন্দ মন্দাতপং স্যাৎ।
ইত্থং চেতশ্চটুল নয়নে দুর্লভ প্রার্থনং মে গা-
ঢোষ্ণাভিঃ কৃতম শরণং ত্বদ্বিয়োগব্যথাভিঃ॥ ১৮॥

ওহে মেঘ! আর তুমি প্রিয়াকে আমার। এরূপ প্রকারে গিয়া দিবে সমাচার॥ হে চঞ্চলনেত্রে! তব বিরহ কারণ। উত্তপ্ত হইয়া মম অন্তর এখন॥ ব্যথিত হোয়েছে, যাহা হইবার নয়। প্রার্থনীয় হইতেছে তাহা এসময়॥ দীর্ঘযামা ত্রিযামা হউন স্বল্পাকার। প্রাতঃ ও মধ্যাহ্নকাল সায়ংকাল আর॥ মন্দ মন্দ তাপযুক্ত হোক সর্ব্বক্ষণ। মনেমনে করিতেছি প্রার্থনা এমন॥ ১০৮॥

মূল।

ইত্যাত্মানং বহুবিগণয়ন্নাত্মনৈবাবলম্বে তৎ ক-
ল্যাণি ত্বমপি সুতরাং মাগমঃ কাতরত্বং। কস্যা-
ত্যন্তং সুখ মুপগতং দুঃখ মেকান্ততো বা নীচৈর্গ-
চ্ছত্যুপরি চ দশা চক্রনেমিক্রমেণ॥ ১০৯॥

আরো মম স্ত্রীকে এই কবে জলধর!। এ প্রকার চিন্তা আমি করিয়া বিস্তর। আপনিই করিলাম ধৈর্য্যাবলম্বন। হে কল্যাণি! সুতরাং তুমি এখন॥ ধৈরজ ধরহ; নাহি কাতরা হইবে। চিরকাল সুখ দুঃখ কেহ না ভুগিবে॥ রথচক্রনেমী দেখ প্রমাণ তাহার। নীচস্থ উচ্চস্থ দুই লভে যে প্রকার॥ সেইরূপ সুখ দুঃখ দশা ভোগ হয়। ইহা ভাবি ধীরা তুমি হইবে নিশ্চয়॥ ১০৯॥

মূল।

এতস্মান্মাং কুশলিন অভিজ্ঞানদানাদ্বিদিত্বা মা
কৌলীন্যাদসিতনয়নে মষ্যবিশ্বাসিনী ভুঃ। স্নেহা-
নাহুঃ কিমপি বিরহব্যাপদ স্তেহ্য ভোগ্যা দৃষ্টে
বস্তুন্যুপচিত রসাঃ প্রেমরাশীভবন্তি।। ১১২।।

ওহে মেঘ! মম বিরহিণী বনিতায়। ইহাও কহিবে হোয়ে সদয় আমায়।। হে অসিতনেত্রে! গুহ্য পূর্ব্বোক্ত বচনে। প্রত্যয় করিয়া, ভাবি কুশলী এজনে। কুলীন স্বভাব তুমি ধরিয়া ধারণ। অবিশ্বাস করিও না এই নিবেদন।। পণ্ডিতে বলেন স্নেহ পদার্থ যাহাকে। তাহাও বিশেষ করি জানাই তোমাকে।। বিরহ বিপদ হয় এমন উদয়। পরস্পর বাক্যালাপে ক্ষম নাহি হয়।। (যে প্রকার আমার এ হোয়েছে ঘটন। শুনিতে, বলিতে, নাহি ক্ষমতা এখন।।) সেই বিরহেতে ভোগ রহিত হইয়া। পুনরায় সদর্শনে রসাল হইয়া।। প্রেমরাশি রূপ হয় বলিনু তোমাকে। পণ্ডিতে বলেন স্নেহ পদার্থ তা-হাকে।। ১১২ ।।

মূল।

কচ্চিৎ সৌম্য ব্যবসিত মিদং বন্ধুকৃত্যং ত্বয়া মে
প্রত্যাদেশান্ন খলুভবতো ধীরতাং তর্কয়ামি।
নিঃশব্দোপি প্রদিশসি জলং যাচিত শ্চাতকেভ্যঃ
প্রত্যুক্তংহি [illegible] মীপ্সিতার্থক্রিয়ৈব।। ১১৩।।

ওহে মেঘ! [illegible] যদি না করিহ সৌম্য উত্তর প্রদান।। তথাচ বিতর্ক মন করিছে [illegible] বন্ধুর কার্য্যেতে [illegible] হোয়েছে [illegible]।। চাতক [illegible] জল [illegible] তোমারেই ডাকে তারা [illegible]।

তাহাদের বাক্যে না উত্তর করি দান। মনোমত বারি কর সহজে প্রদান ॥ সাধুদের মিত্রজনে যাঞ্চনীয় দান। প্রত্যুত্তর বলি তাহা হোয়েছে বিধান ॥ ১১৩ ॥

মূল।

এতৎকৃত্বা প্রিয়মনুচিতং প্রার্থনং চেতসো মে
সৌহার্দ্দাদ্বা বিধুর ইতি বা মষ্যনুক্রোশ বুদ্ধ্যা।
ইষ্টান্ দেশান্ বিচর জলদ প্রাবৃষা সম্ভৃতশ্রী
র্মা ভূদেবং ক্ষণমপি চ তে বিদ্যুতা বিপ্র-
য়োগঃ ॥ ১১৪ ॥

হে মেঘ। তোমাকে যদি বিনয় বলিনে। মিত্রতা কারণে কিম্বা স্নেহের কারণে ॥ মম প্রতি তব কৃপা আছে বিলক্ষণ। [illegible] মিত্রের কার্য্য করিয়া সাধন ॥ বরষার শোভা [illegible] লয়ে সুন্দর। যথা ইচ্ছা হবে যাবে জলদ সত্বর ॥ [illegible] তোমায় বিদ্যুৎপত্নী নহে। বিচ্ছেদ বিহীন হোয়ে [illegible] ১১৪ ॥

মেঘদূতকাব্য সমাপ্ত।